মহাবীর হজরত

আলীর জীবনী

প্রণেতা

মৌলবী আজাহার আলী

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—
আফাজদ্দিন আহাম্মদ্
৬৩।২ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।
1923.

মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা ৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ
বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় বৃহৎ ছাপাখানা
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্‌লিশার্স, লিমিটেড,
দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

যিনি এই ঘোর সঙ্কটকালে,
অধঃপতিত মোসলেম-সমাজের
উন্নতি-বিধানকল্পে
আত্মোৎসর্গ করিয়া
নিদ্রিত মোসলেম-সমাজকে
পুনঃ জাগরিত করিতেছেন,
সেই স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী
আনখোনানিবাসী মৌলবী
মোহাম্মদ আবু ইব্রাহিম সাহেবের
পবিত্র করকমলে
ভক্তি ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ
এই গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম।

স্বত্বাধিকারী।

মুখবন্ধ।

যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিজগতের অধীশ্বর,—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি ত্রিবিধ অবস্থার নিয়ন্তা,—যিনি জীবকুলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, পাতা, বিধাতা,—যিনি এই বিশ্ব জগতকে নদ, নদী সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, ফল ও ফুলে সুশোভিত করিয়া, নিজ সৃষ্টি-কৌশলের অত্যাশ্চর্য্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন,—কত অসংখ্য ভূচর, খেচর, জলচর প্রাণী ও মানবকুলে কত জ্ঞানী, মানী, ঋষি, মহর্ষি, রাজা, মহারাজা, রূপবান, জ্ঞানবান, বীর্য্যবান, কত মহাত্মা পুণ্যাত্মার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার দয়াময় নামের সার্থকতা করিয়াছেন,—নভোমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদি কত অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সৃষ্টি করিয়া ধরণীতে অজস্রভাবে দয়ার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন—সেই সর্ব্বাধীশ্বর বিশ্বজনক বিশ্বকর্ত্তার নামোচ্চারণ করিয়া ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়, আমার এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিরূপ ভেলক অবলম্বনে বীর-কেশরী মহর্ষি আলী (করমুল্লাহে ওজহুর) জীবন-চরিতরূপ মহার্ণব মহাগ্রন্থ পার হইবার আশায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আজি পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মার জীবনী বঙ্গভাষায় প্রকাশিত না হওয়ায় জন-সাধারণ তাঁহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তিপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতাগণ এক অভাবনীয় অভাব অনুভব করিতেছেন, সেই অভাব দূরীকরণ মানসে ও কতিপয় বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে মৌলবী আজাহার আলী দ্বারা মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদিত করাইয়া, বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। এখনে ইহা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইলে সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রকাশক।

দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তক পাঠকালে যে যে স্থানে পয়গম্বর ও সাহাবাগণের এবং ধর্ম্মাত্মা আলেমগণের নাম উচ্চারণ করিবেন, সেই সকল স্থানে দোওয়া দরুদ পড়িবেন।

(দঃ) দরুদ-সাল্লা আলায়হে ও সাল্লাম।

(রাঃ) রাজি আল্লাহো আন্‌হা।

(কঃ) করমুল্লাহে ওজহু।

(আঃ) আলায় হেস্‌ সালাম।

এই পুস্তক-প্রণয়নকালে পরমসুহৃদ বর্দ্ধমান আনখোনানিবাসী সৈয়দ মহসিন আলী বিবিধ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম প্রথম পুস্তক প্রকাশকালে প্রায় সকলেরই নানাবিধ ভ্রান্তি হইয়া থাকে, সেইজন্য পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, এই সকল ভ্রান্তির জন্য কেহ জানাইলে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব

প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দয়াময় আল্লাতালার কৃপায় পাঠক বৃন্দের আগ্রহে মির' এণ্ড কোং হইতে হজরত আলীর জীবনী নামক পুস্তকের কপি-রাইট্ উচিত মুল্যে খরিদ করিযা দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইহা ১ম সংস্করণ অপেক্ষা ২য সংস্করণে কাগজ, কালি, ছাপা উৎকৃষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও কলেবর বৃদ্ধি করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই।

আফাজদ্দিন আহাম্মদ্
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড।

মহাবীর

হজরত আলীর জীবনী।

(প্রথম খণ্ড)

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু জগদীশ্বর স্বীয় দয়া ও প্রেমে বিভোর হইয়া, এক অনুপম অদ্বিতীয় পরম পবিত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে পরম তাপসীক ঋষিকুল-শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় এক মহানুভব মহাত্মার সৃষ্টি করেন এবং নিজ নামের অনুকরণে, আহাম্মদ বা মহাম্মদ এই প্রেমময় নামে অভিহিত করিয়া, সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের নেতারূপে এই ভব-ধামে প্রেরণ করেন। যাঁহার মধুরতাময় উপদেশালোকে কোটী কোটী পাপীর অন্তরের পাপতিমির দূরীভূত হইয়া, ভীষণ নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন—যাঁহার ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় অসংখ্য অসংখ্য পাপক্লিষ্ট ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরলোকে অশেষ সুখ-শান্তি ভোগ করিতেছেন—যে ধর্ম্মের পূর্ণ জ্যোতিঃ অনন্ত-কাল ব্যাপিয়া আলোকিত ও উন্নত রহিবে—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও

গরিষ্ঠ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভব-ভয়-ত্রাণকর্ত্তা, মহাপুরুষ প্রভু মহাম্মদ, (দঃ) সত্যপথভ্রষ্ট পথিকের পথ-প্রদর্শকের ন্যায় প্রকৃত ইস্‌লামীয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল সুশীতল আলোক হস্তে করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার পরম প্রিয় বন্ধু চারিজন মহাত্মা পুরুষ কায়ার ছায়ার ন্যায় সতত তাঁহার ধর্ম্ম ও মতানুসরণ করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তায় ব্রতী থাকিতেন। উক্ত মহাত্মা চারিজন (আবুবক্কর সিদ্দিক, উছমানগণি জেন্নুরেন, উম্মর ফারুখ ও আলি করমুল্লা ওজহু) এই মহাগৌরবসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (দঃ) ইস্‌-লাম ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত করিয়া ও সমগ্র জগৎ পূর্ণ চন্দ্রালোকের ন্যায় ইস্‌লাম ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়া ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাজি) প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) পদ প্রাপ্ত হন এবং দুই বৎসর তিন মাস সাত দিন নিরাপদে প্রতিনিধিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কঠিন রোগশয্যায় শায়িত হন পরিশেষে তিনি জীবনাশায় হতাশ হইয়া, অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া, নিজ পদে হজরত উম্মরকে (রাজি) বরিত করেন, এবং পঞ্চদিবস মাত্র শয্যাগত থাকিয়া, হিজরীর একাদশ সালের তেইশে জমাদিওল আখের মাসের সোমবার দিবসে স্বর্গারোহন করেন। তাঁহার পবিত্র দেহ হজরতের সমাধি-পার্শ্বে জিন্নতুল

বাকিয়াতে সমাধিস্থ করা হয়। তৎপর হজরৎ উম্মর (রাজি) প্রতিনিধিত্ব (খলিফা) পদ গ্রহণান্তর দশ বৎসর ছয় মাস চারিদিন রাজ্যশাসন ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, তিনি হিজরির তেইশ সালের জেলহজ্জ মাসের প্রথম দিন শনিবার অপরাহ্লের সময় ৬৩ বৎসর বয়সে ফিরোজ নামক জনৈক ঘাতুকের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গবাসী হন।

হজরত উম্মর (রাজি) পরলোকগত হইলে, হজরত উছমান (রাজি) হিজরির চব্বিশ সালের মহরম মাসের প্রথম দিবসে প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নানা প্রকার সদনুষ্ঠান সুকীর্ত্তিতে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এস্‌লাম ধর্ম্মের শিরোমণি, উজ্জ্বলতম রত্ন মহামান্য কোরাণ সরিফের বাক্যাবলী (আয়েত) সংগ্রহ করতঃ পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তদনন্তর এগার বৎসর এগার মাস আঠার দিন সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া, একাশি বৎসর বয়ঃক্রমে কপটীগণের চক্রান্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন তাঁহার পরলোকগমনের পর চতুর্থ প্রতিনিধি হজরত আলি (কঃ) ধর্ম্মরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার আমুল বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

পঞ্জতনের বিবরণ।

যখন এই প্রকৃতির লীলাভূমি ভূমণ্ডল জনমানবশূন্য নীরব নিস্তব্ধ ছিল, কথিত আছে, কেবলমাত্র সেই সময়ে কোন কোন স্থানে দৈত্য-দানবগণ বাস করিত। সেই সময় দয়াময় ঈশ্বর মানবজাতির আদিপুরুষ মহাত্মা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। আদিপুরুষ সৃষ্ট হইয়া সর্ব্ব প্রথম দেখিতে পাইলেন যে, জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চ ব্যক্তি (আরশের) দক্ষিণভাগে অবনত মস্তকে ভূমিতলে লুন্ঠিত হইয়া ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিতেছেন তাঁহাদের সেই সুবিমল অদ্বিতীয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে সমগ্র স্বর্গালোক আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। আদিপুরুষ সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া, বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃপাময় বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্ত্তা, হে মহাপ্রভু! ঐ অসীম জ্যোতির্ম্ময় অতুলনীয়, অনুপম রূপকান্তিবিশিষ্ট মহাত্মাগণের আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। দয়াময় পরমেশ্বর আদমকে (আলঃ) বলিলেন, হে আদি-পুরুষ! ইঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যাঁহাদিগের জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, পাতাল, নদ নদী, জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি—যাঁহাদিগকে সৃজন না করিলে কিছুই সৃষ্টি করিতাম না, সেই সকল মহাত্মা আমার পরমপ্রিয় পাত্র এবং আমার নামানুকরণে তাঁহারই পঞ্জতন

অর্থাৎ পঞ্চ মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। চতুর্থ যুগের শেষ সময়ে শেষ নবি তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।

অন্য রওয়ায়েতে বর্ণনা আছে, একদা হজরত আদম (আঃ) স্বর্গ মধ্যে বসিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন যে, আল্লাতালার যত প্রকার সৃষ্ট জীব আছে তন্মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট। এরূপ অহঙ্কৃত হওয়ায় অন্তর্য্যামী আল্লাতালা হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে অনুমতি করিলেন, হে জিব্রাইল, তুমি এখনই আদমকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত স্বর্গ পরিভ্রমণ করতঃ উহাকে দর্শন করাও।

দয়াময়ের আদেশ অনুযায়ী আদম (আঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তথায় একটী অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী বালিকা তাহার মস্তকে তাজ, উভয় কর্ণে দোলায়মান দুইটী দুল, এবং গলদেশে হিরক-খচিত হাঁসুলি পরিধান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন

আদম ইহা অবলোকন করা মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্রাইল এ কখাটি কে এবং আমার কতদিন পূর্ব্বে ইনি সৃষ্ট হইয়াছেন ? ইহার মস্তকে তাজ, কর্ণে দুইটী দুল, এবং কণ্ঠাভরণ হাঁসুলি ; উহায় বা কি ? আশা করি, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমাকে অবগত করাইবেন

তদুত্তরে হজরত জিব্‌রাইল (আঃ) বলিলেন, সিংহাসনে সমাসীন কন্যাটির নাম ফাতেমাতুজ্জোহ্‌রা (রাঃ), উহার পিতা সাম্যবাদী, দয়ার অবতার, পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা শেষ নবি মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাজরূপে মস্তকে এবং পুত্র-দ্বয় হাসেন, হোসেন, যাঁহারা শহিদানের বাদ্‌শা—তাঁহারাই দুই কর্ণে দুইটী দুল ও স্বামী হজরত আলী করমুল্লা ওজহু কণ্ঠাভরণ হাঁসলি

ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত আদম (আঃ) বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশে আমাকে সন্তুষ্ট করুন

জিব্‌রাইল (আঃ) বলিতে লাগিলেন যাঁহার উম্মত সকলে এক একটি নেকি করিলে তদ্বিনিময়ে আল্লাপাক তাহাদিগকে দশ দশ পুণ্য দান করিবেন, সেই শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) স্বয়ং এ কন্যা ও জামাতা এবং দুইটি দৌহিত্র এই পঞ্চরত্ন (পাঞ্জতন) সুতরাং এই পঞ্চরত্নে কায়মনে ও একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করিলে এবং তাঁহাদের জন্য দরূদ শরিফ পাঠ করিলে শত শত নারকী উদ্ধার পাইবে। দুনিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে হজরত আলী (কঃ) ও বিবি ফাতেমার পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হইয়াছিল। ইহাদের দেন মোহর উম্মতগণের মুক্তি, ইহা শ্রবণে আদম (আঃ) সকরুণে বলিয়াছিলেন, হে বিশ্বপালক, আমাকে ঐ শেষ নবির উম্মত মধ্যে দাখিল করুন

হজরত আলীর পিতৃপুরুষগণের নাম।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) বলিয়াছেন,—আমি আর হজরত আলি, হজরত আদমের (আঃ) জন্মগ্রহনের চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক জ্যোতিঃ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলাম। খোদা আদিপুরুষ আদমের (আঃ) যখন দেহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে পবিত্র আত্মা স্থাপন করিয়া জীবন দান করেন, সেই সময় তাঁহার ললাট দেশে ঐ জ্যোতিঃটী স্থাপিত হয়, ক্রমশঃ ঐ জ্যোতিঃ হজরত ১ আদম হইতে তৎপুত্র ২ হজরত শিশ্, পরে হজরত শিশের পুত্র নমুস ৩, নমুসের পুত্র কিনান ৪, মোহালাইন নবি ৫, উহার পুত্র বারোদ ৬, আখনুথ ৭, মোন সোলখ ৮, লোহ (আঃ) ৯, সাম ১০, কাখসাদ ১১, ছালেখ ১২, জাবের ১৩, ফানেস ১৪, ছারাগ ১৫, বাউ ১৬, নাজর ১৭, আজর (মূর্ত্তিপূজক) ১৮, হজরত ইব্রাহিম ১৯ (সত্য ধর্ম্ম প্রচারক), হজরত ইস্‌মাইল ২০ (ইনি ঈশ্বরের নিকট কোরবাণী হইতে গিয়াছিলেন), ইহার পুত্র কেদার ২১, আওয়াম ২২, আউস ২৩, মুর ২৪, সামিহ ২৫, রোজা ২৬, নাজির ২৭, মোসের ২৮, ইয়াহাম ২৯, আফতাদ ৩০, ইসা ৩১, হাসসান ৩২ আনফা ৩৩, আরোতা ৩৪, বালচি ৩৫, বাহিরি ৩৬, হারি ৩৭, ইসন ৩৮, হোমরান ৩৯, আনরোয়া ৪০, ওবেদ ৪১, আনার্ক ৪২, আসকি ৪৩, মাহি ৪৪, নাখুর ৪৫, ফাজিম ৪৬, ফালেহ ৪৭, বাদলান ৪৮, ইয়ানদারুম ৪৯, হেরা ৫০, নাসিন ৫১,

আবিলায়াম ৫২, মাতাসায়েল ৫৩, বারু ৫৪, আউস ৫৫, সালামন ৫৬, আলহোমায়সা ৫৭, আদাদ ৫৮, আদনান ৫৯, মোয়াদ ৬০, হামান ৬১, নাবেত ৬২, সালমান ৬৩, অল্‌হোমায়সা ৬৪, এমিসায়া ৬৫, আদাদ ৬৬, আদ ৬৭, আদনান ৬৮, মোয়াদ ৬৯, নজর ৭০, মাজের ৭১, ইলিয়াস ৭২ মদরিকা ৭৩, খোজায়মা ৭৪, কেনান ৭৫, ফহর ৭৬ (ইহা হইতে কোরেশ বংশ), গালেব ৭৭, লাভি ৭৮, কায়ার ৭৯, মোররা ৮০, কেনাব ৮১, কোষাই ৮২, আবদে মোনাফ ৮৩, হাশেম ৮৪ (ইহা হইতে হাসেমি বংশ), আবদুল মোত্তালেব ৮৫। এইরূপে বংশ পরম্পরায় ঐ জ্যোতিঃটি আবদুল মোত্তালেবের নিকট নীত হইয়া, দুই অংশে বিভক্ত হয় এক অংশ (আমি) পরম পূজনীয় পিতৃদেব আবদুল্লার ললাটে স্থাপিত হইয়া তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করি ; এবং অপরাংশ পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ঔরসে বীরবর হজরত আলি জন্মগ্রহণ করেন।

অনাদিকারণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি আল্লাতালার আদেশ ও ইচ্ছায় শেষ নবিপদে বরিত হইয়া সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলাম। বীরাগ্রগণ্য অমিততেজা মহাত্মা আলি (কঃ) ধর্ম্ম প্রচারে সতত আমার সহায় ও সানুকুল থাকিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অসীম ও অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধর্ম্মীগণকে পরাস্ত করিয়া, এস্‌লাম

ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। আমরা উভয়েই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নামানুকরণে নাম প্রাপ্ত হইয়াছি দয়াময়ের এক নাম "মহমুদ"।—তদনুযায়ী আমার নাম—মোহাম্মদ এবং তাঁহার অন্য একটী নাম খোদাতায়ালা বা আলা; তদনুকরণে 'আলি' এই মহৎ নামে ঐ মহাত্মা বিখ্যাত ঈশ্বরের এক নাম—ফাতের, সেই জন্য আমার কন্যা বা বীরকেশরী হজরত আলির স্ত্রী ফতেমা নামে অভিহিত আল্লার অন্যতম নাম হোসেন; সেই জন্য তাঁহার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ হজরত আলি ও ফতেমার পুত্রদ্বয় বা আমার দৌহিত্রদ্বয় হাসেন হোসেন নামে জগদ্বিখ্যাত আমরাই এই পঞ্চজন (পঞ্জতন) নামে অভিহিত।

হজরত আলীর জন্মবিবরণ।

অদ্বিতীয় বীরকেশরী মহামনা হজরত আলী ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যভূমি মক্কা নগরে হাসেম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আবুতালেব ও পরম সতী সাধ্বী সদ্গুণবতী হাশেমীয় রমণীরত্ন আসাদের কন্যা ফতেমা ইঁহার জননী। ইঁহার পিতামহ আবদুল মতলেব, প্রপিতামহ আবদুল হাশেম, জ্যেষ্ঠতাত হজরত আব্বাস (রাজি), খুল্লতাত হজরত আবদুল্লা। ইনি মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পিতা; এবং আবদুল্ল মতলেবের

কনিষ্ঠ পুত্র। এই বীরবর আলী (কঃ) এস্‌লাম গুরু মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পিতৃব্যপুত্র। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাত্মা আলির বংশ হইতে সর্ব্ববংশ অবতংস বর্ণগুরু সৈয়দবংশ অদ্যাবধি জগতে সম্পূজিত হইয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছে।

একজন আরবীক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রজব মাসের ১ম দিন শুক্রবার দিবসে দেবী ফতেমা একটী পুত্ররত্ন প্রসব করেন। শুভদিনে শুভক্ষণে নিরুপম রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া, প্রসূতি অসীম আনন্দে বিভোর হইলেন। বীর-প্রসবিনী মাতা আজ যেন আকাশের পূর্ণ-শশধর নিজ করে পাইলেন—মর্ত্ত্যে বাস করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন; সন্তানবৎসলা জননী স্নেহভরে তনয়ের মুখচন্দ্র পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; আজ জগতের সমুদয় দুঃখ যন্ত্রনা ভুলিয়া অনিমিষ লোচনে পুত্রের শ্রীমুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন পুত্রের কমলাদপি কোমল দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। আহা! দেবী, প্রিয়তম পুত্র-রত্ন লাভ করিয়া, জগতের সমুদয় বস্তু শান্তিময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজনবর্গ নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিয়া, স্বর্গীয়রূপ, জ্যোতিঃ ও কমনীয় মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন; যেন একটী সদ্য-প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় পারিজাত কুসুম স্বর্গোদ্যান হইতে তুলিয়া আনিয়া মর্ত্ত্যে স্থাপন করা হইয়াছে। একশত পূর্ণ চন্দ্রের বিমল বিভায় যত না সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়,

শিশুর মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে! আজানু লম্বিত সুকোমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়, রক্তজবারাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ, আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রীতিকর শিশুর প্রতিমাখানি দর্শন করিয়া দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন আলি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একজন পরিচারিকা আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল আবুতালেব এই প্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে আনন্দ-উৎফুল্লচিত্তে, নবজাত তনয়ের বদনশশী নিরীক্ষণ অভিলাষে প্রসব-গৃহে আগমন করতঃ পুত্রের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য, মুখকান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে স্নেহরসে আপ্লুত হইলেন এবং স্বয়ং পুত্রের শোভনীয়, শ্রুতিমধুর নাম রাখিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার স্ত্রী ফাতেমা দেবী বলিলেন, স্বামীন্! আমি স্বয়ং এই নবকুমারের নাম রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আবুতালেব কহিলেন, প্রিয়ে! ইহা কখনও হইতে পারে না, আমি বর্ত্তমানে এ বিষয়ে তোমার কোন অধিকার নাই। আমিই শোভনীয় নামে পুত্রের নাম শোভিত করিব সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত উপযুক্ত নামে ভূষিত করা আমারই প্রধান অধিকার। অতএব তুমি এই সংকল্প পরিত্যাগ কর। এইরূপে উভয় দম্পতীতে নানা তর্ক-বিতর্কের পর যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমরা পবিত্র কাবার নিকট যাইয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি পুত্রের যে নাম রাখিবার আদেশ প্রদান করিবেন,

আমরা তাহাই রাখিব। এই বলিয়া উভয়েই কাবা সরিফের নিকটবর্ত্তী হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সরলান্তঃকরণে বলিলেন, হে দাতা কৃপাময় বিশ্বতারণ! এই শিশুর কি নাম প্রদান করা হইবে, কৃপাপূর্ব্বক তাহা তোমার করুণাময় দৈববাণীতে প্রকাশ করিয়া আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। ভক্তবৎসল প্রভু দয়াময় ভক্তের করুণ প্রার্থনায় ও অকপট আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন। তন্ময়চিত্তে ভক্তিভরে যে তাঁহার আরাধনা করে, কাতরে যে তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করে, তাহাকেই কৃপাদানে কৃতার্থ করেন। এই জন্য তাঁহার অপর একটী নাম কৃপাময়। বিশ্বনিয়ন্তার কি অপার মহিমা! তিনি ভক্তপরায়ণ দম্পতিদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বায়ুকে আদেশ করিলেন, আমি শিশুর নাম রাখিলাম, "আলি মসতক।" তুমি শীঘ্র এই সংবাদ বহন করিয়া উহাদের কর্ণগোচর কর। অনতিবিলম্বে শূন্যমার্গ হইতে দৈববাণীতে ঐ মধুময় নাম শ্রবণ করিয়া, দম্পতিযুগল পরম চরিতার্থ হইলেন এবং সেই দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাল্যে হজরত আলী কর্ত্তৃক সর্প সংহার।

মক্কা নগরে—পবিত্র ধাম কাবা গৃহের অনতিদূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতপার্শ্বে—আবুতালেবের বাসস্থান ছিল। সেই পর্ব্বতের গহ্বর সমূহ অসংখ্য বিষধর সর্পের আবাস ভূমি ছিল একদা বাল্যাবস্থায় আলি (কঃ) শয্যায় শায়িত থাকিয়া, বালস্বভাব চপলতা বশতঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় গর্ত্ত হইতে একটী সর্প বহির্গত হইয়া, শায়িত শিশুকে (আলিকে) দংশন উদ্দেশ্যে ফণা বিস্তার করে অবিলম্বে শিশুবর দংশনোদ্যত ফণির শিরে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করেন অহিবর বজ্রসম সেই কঠিন আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল বাল্যকাল হইতে তাঁহার শার্দ্দূল সদৃশ অসীম বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সমগ্র আরববাসী স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। হজরত আলি (কঃ) 'আলি' এই সমুজ্জ্বল নাম প্রাপ্ত হইবার হেতুমূলক অনেকগুলি হাদিস্ প্রচারিত আছে।

হাদিস্।

যৎকালে আলি তিন বৎসরের মাত্র শিশু, ফতেমা পুত্রের নাম রাখিবার মানসে প্রতিমা-মন্দিরে গমন করিলেন এবং প্রতিমাগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বহু অর্চ্চনা, বন্দনা, স্তব-স্তুতি করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাবল প্রতিমাকে স্বীয় মনোভিলাষ নিবেদন করিলেন। তখন হজরত আলি তিন বৎসরের শিশু মাত্র, মাতাকে পৌত্তলিকপরায়ণা দেখিয়া, বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের ঐশ্বরিক দেবভাব বিদ্যুতের ন্যায় সতেজে প্রকাশিত হইল তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জননি! তুমি কাহার নিকট অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে করুণস্বরে দয়া ভিক্ষা করিতেছ? যে মূর্ত্তি ক্ষমতাহীন জড় পদার্থ, যাহা একখানি নিরেট প্রস্তর মাত্র, যাহার বাকশক্তি, চলচ্ছক্তি, দর্শনশক্তি প্রভৃতি কোনই শক্তি নাই, এবম্ভূত মনুষ্য নির্ম্মিত প্রাণহীন একখণ্ড শীলাখণ্ডকে নতশীরে নমস্কার করিতেছ! ছি ছি মা! এমন নীচ প্রবৃত্তিকে অন্তরে স্থান দিয়াছ? প্রস্তর নির্ম্মিত অচেতন মূর্ত্তি পুজিলে যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় মা, তাহা হইলে তাপসীকগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া নিরাকার পরম পিতা পরমব্রহ্মের উপাসনা কেন করিবে? ছি মা! কি ঘৃণার কথা! যিনি জীবকূলের স্রষ্টা, যিনি অসীম জগতের অধিপতি, ত্রিজগতে যাঁহার দয়ার স্রোত সদা প্রবাহমান, সেই নিখিল পতি পরমেশ্বরকে

ভুলিয়া কাহার আরাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছ? অতএব, মাত! এ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা নিরাকার ভগবানের আরাধনা কর, তন্ময়চিত্তে তাঁহাকে মনপ্রাণ অর্পণ কর, তিনি সর্ব্ব কামনা সিদ্ধি করিবেন, সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। সুকুমার তনয়ের ধর্ম্মময় সুমধুর উপদেশ বাক্যে সন্তানবৎসলা জননী লজ্জাবনত বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। একদা দম্পতীদ্বয় নিজ শিশুপুত্র আলিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, এসলাম ধর্ম্মগুরু হজরত মহাম্মদ (দঃ) নবজাত শিশুকে দর্শনাভিলাসে পিতৃব্য-আলয়ে গমন করেন এবং শিশুর অলোকসামান্য রূপকান্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আবুতালেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাতঃ! আপনারা কি নামে এই শিশুর নাম শোভিত করিয়াছেন? তাঁহারা তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব রহিলেন দেখিয়া, মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, আমি ইহাকে "আলি" এই গৌরবসূচক নামে ভূষিত করিলাম।

হজরত আলির শৈশবস্থায় আরব দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কিশোর বয়সেই জনক জননীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যেমন জগৎপূজ্য মোসলেম কুলরবি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শৈশবে মাতৃবিয়োগের অল্প দিন পরেই দয়ার্দ্রচিত্তা গুণবতী ধাত্রি হালিমার হস্তে প্রতি-পালন জন্য ন্যস্ত হন, সেইরূপ আলীর জনক জননী দরিদ্রতা

নিবন্ধন পরদুঃখকাতর করুণাহৃদয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আলীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করণাভিলাষে হজরত আবু-তালেবের নিকট প্রার্থী হন। হজরতের এই স্নেহময় করুণ প্রার্থনায় আবুতালেব সন্তোষ অন্তঃকরণে আলীর প্রতিপালনের ভার হজরতের করেই সমর্পণ করেন, তিনিও গুরুজনবাক্যে প্রীত হইয়া সাদরে আলীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি হজরত আলীও (কঃ) নিজ গুণে আদৃত হইয়া, ছায়ার ন্যায় হজরতের চিরসঙ্গী হন। হজরত আলীকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি, যে সমুদয় লোক আলীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন, প্রেরিত পুরুষ তাঁহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ মমতা করিতেন এবং তদ্বিরোধিগণকে ঘৃণা করিতেন। হাদিসে লিখিত আছে যে, এক দিবস খোদবা পাঠ কালে পয়গম্বর সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আমি আলীকে অন্তরের সহিত স্নেহ করি, আশা করি, মোসলেম সকলেই আলীকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, যে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে আমার ও মোসলেমবৃন্দের চির শত্রু।

যে সময় পবিত্র কাবা মন্দির হইতে পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনা সমূলে বিলুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তথায় আরব জনসাধারণ কর্ত্তৃক নানাবিধ দেব-দেবীর প্রতিমা সকল পূজিত হইতে থাকে, সেই সময় জগৎপূজ্য বীরাগ্রগণ্য মহাবীর হজরত আলী (কঃ) পৌত্তলিকগণের সহিত অমিত বিক্রমে একাদশ বার যুদ্ধ করিয়া কাবা মন্দির পুনরুদ্ধার

ও প্রতিমা সকল বিধ্বস্ত করেন, এবং সেই সময় মোসলেম জগতের কর্ণধার হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সন্তোষান্তকরণে "আলী" নাম রাখিয়াছিলেন

বীরবর আলীর জ্ঞানবত্বা ও সাধুতার পরিচয়।

সলেমান ফারসী ও আবিজার গফফারী মহাত্মাদ্বয় স্ব স্ব প্রণীত মূলগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এস্লাম-ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা আলী সর্ব্বপ্রথমে অদ্বিতীয় বিশ্বপালক জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি ও আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সনাতন এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রেরিত-পুরুষ ও আল্লার আদেশ সমূহ কায়-মনোবাক্যে ও প্রাণপণ যত্নে পালন করিয়াছেন। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল। এই সাধু পুরুষাগ্রগণ্য মহাত্মা মহাবল আলী অপর সাধারণ পুণ্যাত্মা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই তাপসকুলচূড়ামণি ঘোর নিভৃত অরণ্যে মানবচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া তন্ময়চিত্তে ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। যে শরীরে সুতীক্ষ্ণ তরবারি সবল অস্ত্রা–

ঘাতে বিন্দু পরিমাণ চিহ্নাঙ্কিত হইত না, লৌহ, প্রস্তর অপেক্ষা যে দেহ কঠিন ছিল, সেই সুকঠিন কলেবর উপাসনাকালে নবনীত সদৃশ কোমল হইয়া যাইত। আল্লার উপর আত্মা ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া যেন তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইতেন। আর এই বীরচূড়ামণি যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল উপবাস থাকিয়াও, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর বা বিচলিত হইতেন না, অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেন তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না, পাঁচ দেরহেম মাত্র মুল্যের বস্ত্র পরিধান করিতেন। নিজে উপবাস থাকিয়াও অভ্যাগত ব্যক্তির যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতেন দীন দুঃখী ভিক্ষুকগণকে যথোচিত দানে পরিতুষ্ট করিতেন। তিনি যেমন শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনি পরোপকারিতা ও দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন যাচক কখনও তাঁহার গৃহে বিমুখ হইয়া যাইত না।

হজরত আলীর লোকান্তরকালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহাত্মা হোসেন বলিয়াছেন, এসলাম জগৎ আজ তিমিরাচ্ছন্ন হইল, মোস্‌লেম গৌরবশশী অস্তমিত হইল এই মহাপুরুষ সদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইহজগতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করিবেন না এই মহাত্মা আলী (কঃ) হইতেই তত্ত্ববেত্তা সাধুপুরুষগণের হৃদয়ে মারফত বিদ্যা জাজ্বল্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। আর এস্‌লাম গুরু মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিদ্যায় আলী (কঃ) সকল মানব

অপেক্ষা উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহা কর্ত্তৃকই অদ্যাবধি জগতে মারফত বিদ্যা প্রচারিত রহিয়াছে।

আব্বাস (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, পরমকরুণাময় আল্লাহ্ অমূল্যরত্ন বিদ্যাকে পাচ ভাগে বিভক্ত করিযা, তাঁহার দয়ার ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একাধারে মহর্ষি আলিকে চারি পঞ্চমাংশ বিদ্যারত্নালঙ্কারে শোভিত করিয়াছিলেন ও অবশিষ্টাংশ বিদ্যা জগতের সমগ্র মানবমণ্ডলীকে প্রদান করেন সাধুবর মস্ত্রদের পুত্র আবদুল্লা মহোদয় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ) সমগ্র মানব দানব অপেক্ষা নয় গুণ অধিক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন যেহেতু, করুণানিধান আল্লাহ্ দশ প্রকারের বুদ্ধি-কৌশল দানব, মানবের জন্য সৃষ্টি করিযা উহার মধ্যে নয় প্রকার কেবল মাত্র হজরত আলীকে অর্পণ করেন ও অবশিষ্ট এক প্রকার মাত্র কৌশল সমগ্র জগতে বিতরণ করিয়াছেন। মহাত্মা হাসেন (রাজিঃ) বলিযাছেন, পিতৃদেব সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সমগ্র মানব অপেক্ষা গোপনীয় বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরূপ ঈশ্বরপরাযণ সিদ্ধকাম সাধু পুরুষ সদৃশ ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ।

অনন্ত বিদ্যাবিভূষিত আলী (কঃ) সরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এই চারি প্রকার বিদ্যায় পূর্ণ কৃতবিদ্য

ছিলেন। 'অধুনাতন মারফত নীতি অনভিজ্ঞ ফকির উপাধিধারী কতিপয় ভণ্ড তপস্বী', মারফত বিদ্যাচূড়ামণি পরম তপস্বী মহাত্মা আলীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিপথগামী হইতেছেন। সাবধান! যেন কপটাচারীগণের কুহকে পড়িয়া সত্যপথভ্রষ্ট হইও না; মারফত পণ্ডিত মহাত্মা আলীর (কঃ) মারফত বিদ্যা নীতি অনুসরণ করিয়া সিদ্ধকাম সাধকের নিকট একাগ্রচিত্তে শিক্ষা কর, মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে, ক্রমশঃ জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উঠিতে পারিবে।

মহাত্মা আলীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

স্বয়ং মহা মাননীয় আলী (কঃ) আরববাসীদিগের নিকট প্রকাশ করেন যে, একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আলি! যখন মানবগণ পরকালের সম্বল স্বরূপ সদনুষ্ঠান সকল পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব অস্থায়ী সুখ বিলাসে মত্ত থাকিবে, জগদীশ্বরের প্রিয় সম্পত্তি অপহরণ ও অপচয় করিবে, তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিলাম, যদি বিশ্বনাথ বিশ্বপালক দয়াময় সৎপথে আমার মতি-শক্তি রাখেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কায়মনোবাক্যে ঐ সকল

কুক্রিয়াসক্ত পাপাচারিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব এবং ধৈর্য্যাবলম্বনে নিজ মন ও আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক রাখিব। হজরত আলী (কঃ) দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদালাপ, মিষ্টবাক্য, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকল সদ্‌-গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার তুলনা ছিল না। কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, তাহার প্রতিশোধ লইতেন না, বরং ক্ষমা গুণের দ্বারা নিজের মহত্ব ও ক্ষমাশীলতার অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। অতি ভয়ঙ্কর শত্রুকেও নিজ আয়ত্বাধীনে পাইয়া ছাড়িয়া দিতেন; বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা আদৌ তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

একদিন তিনি এক বিধর্ম্মী কাফেরের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ অমিততেজা মহাপরাক্রমশালী রণনিপুণ ব্যক্তি ছিল। মল্লযুদ্ধ, ধনুর্যুদ্ধ ও অসিযুদ্ধ হইল, কোন প্রকারে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না অবশেষে রণবীর আলী (কঃ) রোষবিহ্বল সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দৈবশক্তিবলে বিধর্ম্মীকে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে লইয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে পাপাত্মা অধর্ম্মাচারী কাফের তাঁহার পবিত্র বদনে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিল। ক্ষমাপরায়ণ আলী (কঃ) বিধর্ম্মী কাফেরের অন্যায় ব্যবহারে কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ না করিয়া বরং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহাকে

বক্ষঃস্থল হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং তরবারি কোষে রাখিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ আলীর (কঃ) এই অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমাশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং করুণস্বরে নিবেদন করিল, হে পরম ধার্ম্মিক ক্ষমাশীল অমিততেজা বীরবর! এই পরাভূত অকৃতঘ্ন শত্রুকে বধ না করিয়া কি জন্য দূরে দণ্ডায়মান হইলেন? তদুত্তরে ধার্ম্মিকপ্রবর আলী (কঃ) কহিলেন, রে নিচাশয় কাফের! আমি তোকে পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াও এস্‌লাম ধর্ম্ম স্বীকার করিলি না, সেই জন্য ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী তোকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহাতে তুই আমার মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিয়া আমার অন্তরে ক্রোধ ঈর্ষার উদ্দীপন করাইলি কিন্তু এ সময়ে তোকে বধ করিলে স্বকীয় ক্রোধ ঈর্ষা প্রভৃতি রিপু চরিতার্থ করা হইবে, ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী হত্যা করা হইবে না সেই জন্য তোকে বধ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলাম সেই বিধর্ম্মী পুরুষ হজরত আলীর এবম্বিধ অতুলনীয় অপার্থিব ক্রোধ সম্বরণ, দয়া, ক্ষমা-শীলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দর্শনে তৎক্ষণাৎ আলীর (কঃ) নিকট পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল

হজরত এমাম্‌ মালেক (রঃ) বলিয়াছেন,—এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) শিষ্যমণ্ডলীয় সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা হজরত আলীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে বাধা প্রদান করতঃ স্ব স্ব ইচ্ছা

সমর্থন করিয়াছেন এবং সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া কুপথগামী হইয়াছেন তাঁহারা রসুলের (দঃ) শিষ্য হইতে পরিত্যক্ত হইবেন। যেহেতু হজরত আলী (কঃ) গোপনীয় (মারফত) বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি সালেহিন সাধু পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণে অগ্রগণ্য। হজরত আলী (কঃ) বাল্যকাল হইতে হজরত মোহাম্মদের নিকট থাকিয়া অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথাপি পার্থিব ভোগ বিলাসে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন, আহার্য্য ও পানীয় বস্তুর কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ জাঁক-জমক-বিহীন অতি অল্প মূল্যের ছিল। তিনি দশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হজরত মোহাম্মদের নিকট এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সোমবার দিবসে শত্রুভয়ে সংগোপনে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্ম্ম প্রচারব্রতে ব্রতী হন। হজরত আলী (কঃ) মঙ্গলবার দিবসে পবিত্র এস্লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে হজরত-সহধর্ম্মিণী খোদেজা দেবী হজরতকে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে খোদেজা দেবী ও তৎপরে আলি মহাত্মা এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন পরম বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর আলী (কঃ) হজরতের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া অতি তরুণ বয়সেই হজরতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই জন্যই হজরত মোহাম্মদ তাঁহাকে আলী নামে অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

হজরত আলীর ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যাখ্যা।

হজরত আলী এই কয়েকটী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যথা—আবুহোসেন ও আবুতোরাব অর্থাৎ হোসেন ও তোরাবের জনক, করবার ও সফ্‌দর তাঁহার উপাধি ছিল। করবার শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী; ও সফ্‌দর অর্থ—সৈন্যশ্রেণীভেদকারী আর একটী নাম হয়দর *। বাল্যকালে প্রকাণ্ড অহি বধ করিয়া নিজ জননীকর্ত্তৃক এই বীরসূচক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তাঁহার অন্যতম একটী উপাধি মোর্ত্তজা † যে সময় বিধর্ম্মিগণের উপাস্য প্রস্তরমূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সময় হজরত মোহাম্মদ প্রীতিভরে তাঁহাকে আলী নাম প্রদান করিয়াছিলেন আরববাসীরা তাঁহার অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সন্তোষ সহকারে আসদোল্লা এই মহৎ উপাধি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন।

হজরত আলী স্বয়ং বীরসূচক বাক্যে বলিয়াছেন, বাস্তবিক

* শার্দ্দূল। † মনোনীত।

আমি আরব দেশের মধ্যে সিংহসদৃশ্য বিক্রমশালী ; সওয়ানিয়া উমরি গ্রন্থে মারহাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি একদা গ্রীষ্ম ঋতুর পৌর্ণমাসী রজনীতে পর্ব্বতোপরি শায়িতাবস্থায় নিদ্রা-যোগে স্বপ্ন দেখিলাম যে, হঠাৎ একটী সিংহ পর্ব্বতের উপরে বিরাজ করিতেছে। স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া হজরত আলী (কঃ) আমাকে বলিলেন, হে মারহাব! তুমি যাহা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ, তাহা সত্য নিশ্চয়ই জানিবে আরব দেশের মধ্যে আমিই সিংহস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছি।

হজরত আলীর বীরত্বকাহিনী।

হজরত আলী ভুবনবিখ্যাত অতুল বলবিক্রমশালী অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ছিলেন। কতিপয় বিরাট সংগ্রামে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বীরবর রণক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুসৈন্য সংহারার্থ অসি চালনা করিতেন, তৎ-কালীন তাঁহার সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে সামান্য মানব দূরে থাকুক, দেব দৈত্য দানবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। রণক্ষেত্রে তাঁহার অসির ক্ষিপ্রচালনা ও গভীর গর্জ্জন শুনিয়া কঠিন-হৃদয় যমেরও হৃৎকম্প হইত। তাঁহার যুদ্ধকালীন উচ্চ নিনাদে কত অসংখ্য বীর নামে খ্যাত সৈনিকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত। কত সৈন্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত—

যম যেন প্রলয় সাধনে উপস্থিত হইযাছে। ভূমিকম্পের ন্যায় পদভরে ধরণী কম্পিত হইত। এস্‌লাম জগত তাঁহাকে দৈববীর বলিয়া আজি পর্য্যন্ত ভক্তি অর্ঘ্যে পূজিয়া থাকেন। অদ্যাবধি তাঁহারা রণস্থলে যুদ্ধাদিতে বীরত্ব প্রকাশ করিতে বা অন্য কোন প্রকার শক্তির পরিচয় দিতে "আলী আলী" নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা হজরত আলী স্বয়ং বলিযাছেন, তিনটী কার্য্য আমার বড়ই প্রীতিপ্রদ প্রথম, প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে উপবাসব্রত উদযাপন (রোজা); দ্বিতীয়, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান; তৃতীয়, রণক্ষেত্রে অসীম সাহস সহকারে অসি সঞ্চালন ধর্ম্মযুদ্ধে আমি একান্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। রণস্থলই আমার ক্রীড়াভূমি। ইতিহাসবেত্তা হাসেন এবনে সালেহ্ বলিয়াছেন—হজরত আলীর সদৃশ অসীম শক্তিশালী মহাযোদ্ধা, অদ্ভুত রণনিপুণ বীরপুরুষ কখনও দেখি নাই। যখন তিনি সমরাভিমুখে তীরবেগে গমন করিতেন, তখন এমন কোন্ যুদ্ধনিপুণ বীরপুরুষ দেখি নাই, সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করে। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর এবনে ইয়াসের (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বয়ং প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, আলীর তুল্য দ্বিতীয় বীরপুরুষ জগতে নাই যুদ্ধবিদ্যায়, দাতব্যে, দরিদ্রতায় এই ত্রিবিধ অবস্থায় তিনি জগতে অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ও অনুপম। দানের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সতত চারিটী মাত্র দেরহেম সঞ্চিত থাকিত। দানবীর আলী (কঃ)

উহা চারি প্রকার নিয়মে দান করিয়া চরিতার্থ হইতেন। প্রথমটী দিবাভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে, দ্বিতীয়টী রজনী যোগে, তৃতীয়টী গোপনে অতিথি অভ্যাগতদিগকে ও চতুর্থটী প্রকাশ্যে যাচকগণকে দান করিতেন। বদান্যবর আলী এই দানের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া করুণাময় আল্লাহ্ পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লার উদ্দেশে স্বদেশী ও ভিন্নদেশী দীন দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অন্ধ প্রভৃতি নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে দান করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য ভগবান শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন

হজরত আলীর এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ

হে কম্বলাবৃত মহাপুরুষ। গাত্রোত্থান কর, স্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে প্রস্তুত হও। যে উদ্দেশ্যে মর্ত্ত্যভূমে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা সফল করিতে দণ্ডায়মান হও, তুমি লোকগণকে সাবধান করিয়া দাও যেন তাহারা পাপকার্য্য হইতে বিরত ও ধর্ম্মকার্য্যে অনুগত হয় এবং তুমি সতত খোদার গুণগান কীর্ত্তন করিতে থাক। যখন ঈশ্বরের এইরূপ আদেশ দৈববাণীতে হজরতের নিকট পৌঁছিল, তখন জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধনে কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট নির্ভীকচিত্তে এস্‌লামধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। হজরতের সহধর্ম্মিণী খোদেজা দেবী সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তদনুযায়ী উপাসনা ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতে থাকেন। তদন্তর হজরত মোহাম্মদ আলীকে (কঃ) সম্বোধন করিয়া বলিলেম, হে আলী! আমি আল্লার আদেশে ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইযাছি, এক্ষণে পিতৃপুরুষের পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট সত্য সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসার ভ্রাতা হারুনের ন্যায় আমার সাহায্যকারী হও

আলী হজরতের নিকট ধর্ম্মের এই জ্যোতির্ম্ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, দেব! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতাকে একবার জানাইয়া এ কার্য্য সমাধা করিলে কি ভাল হয় না? হজরত বলিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? তবে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাঁহার বিনা আদেশে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার। আলী আর কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ বিষয় আলীর পিতা আবুতালেব কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই, পরে যখন তিনি লোক পরম্পরায় জানিতে পাইলেন, আলী নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন তিনি হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কোন্ ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছ? হজরত

বলিলেন, যিনি সকলের পিতা, বিধাতা, পাতা, যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের অধীশ্বর ; স্থাবর, জঙ্গম, জল, স্থল, সরিৎ, সিন্ধু, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্ব্বত, ভূচর, খেচর সকল রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু ; যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টার ও তাঁহার স্বর্গীয় দূত-গণের—তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকগণের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছি আল্লাহ্ তাঁহার জগতবাসী ভৃত্যগণকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষার্থ আমাকে এই মর্ত্ত্যভূমে প্রেরণ করিয়াছেন হে তাত ! আপনিও আল্লার ভৃত্যদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য যোগ্য ব্যক্তি অতএব আমি আপনাকে এই সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও ইহার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি

আবুতালেব বলিলেন, বৎস ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, একান্ত বিশ্বাস্য ; কিন্তু সামাজিক প্রথার অনুরোধে আপাততঃ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহে যতকাল জীবিত থাকিব, তোমাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্নবান হইব। তৎপরে তিনি হজরত আলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণাধিক পুত্র ! তোমার ধর্ম্ম কি ?

হজরত আলী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রশান্তমনে উত্তর করিলেন,

পিতঃ; নিরাকার জগৎব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লার এবং তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। যাঁহার কৃপায় এ মানবদেহ ও বাক্‌শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি, মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অর্চ্চনা স্তব-স্তুতি ও বন্দনায় জীবন অতিবাহিত করিব। আর এই ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা যাঁহার অনুগ্রহে সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে অবগত হইতে পারিয়াছি, যিনি পাপের অন্ধকারময় কলুষকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সদা দীপ্তমান ধর্ম্মের সরল সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি আমার ধর্ম্মপথের চালক, ভবার্ণবের কাণ্ডারী, যাঁহার ধর্ম্মে ইহকালে শান্তি পরকালে মুক্তি, সেই মহাপুরুষ মহাত্মা মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছি।

আবুতালেব স্নেহসহকারে তনয়কে বলিলেন, বৎস! তাঁহারই অনুগামী হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর।

হজরত মোহাম্মদ ধর্ম্ম-প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রধান সহচর আলীকে সঙ্গে লইয়া কোরেশবংশীয় আত্মীয়গণের নিকট প্রত্যহ ধর্ম্মের মধুরতাময় সদুপদেশ-সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একদিন হজরত আলীকে বলিলেন, আলি! তুমি কোরেশ-বংশীয় সমুদয় ব্যক্তিকে আমার গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। আলী (কঃ) হজরতের আদেশানুসারে সমস্ত কোরেশীয় সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে হজরতের গৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইলেন।

আহারান্তে তিনি ধর্ম্মের সারগর্ভপূর্ণ মধুময় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারায় কোরেশদিগের নিকট তাঁহার ধর্ম্মমত ও স্বর্গীয় আদেশগুলি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার সারমর্ম্ম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। উপসংহারে ওজস্বিনী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কেহই উপাসনার যোগ্য নহে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌ সমুদয় লোকের নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন সকলেই পরিণামে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে ঈশ্বর তাঁহার অপার্থিব পবিত্র সুধাময় উপদেশগুলি আপনাদের ও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট প্রচার করিতে আমাকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার নামে সমগ্র জগৎ পবিত্র ও আনন্দে উৎফুল্ল এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, আপনাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর-প্রদত্ত উদপদেশসুধা পান করিতে ইচ্ছুক? কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সনাতন ধর্ম্মের মহামন্ত্র গ্রহণে চরিতার্থ হইতে বাসনা করেন? কোন্ কোন্ সৌভাগ্যবান সাধু পুরুষ ধর্ম্মপ্রচারে ভ্রাতার ন্যায় আমার সাহায্যকারী হইয়া আমার মতাবলম্বী হইতে অভিলাষী? আসুন—শীঘ্র আসুন, ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন

হজরতের এই পাষাণ-বিগলিত কোমল ভাবব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সে সময় কাহারও কাহারও বদন-

মণ্ডলে বিস্ময়ের রেখা অঙ্কিত হইল মাত্র। অবশেষে হজরত আলী (কঃ) ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য হজরতের সম্মুখভাগে অতুল সাহসে দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত মোহাম্মদ আলী করমুল্লা অজহুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে সমাগত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা আমার ভ্রাতা, মন্ত্রদাতা ও প্রতিনিধিকে দর্শন করুন, একাগ্রচিত্তে ভক্তি সহকারে ইঁহার উপদেশ শ্রবণ করুন। এই বলিয়া হজরত আলীকে আপনার স্থানে স্থাপন করিয়া কোরেশগণকে সত্যধর্ম্মের উপদেশমালা প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের আদেশানুসারে নিম্নলিখিত উপদেশ কোরেশগণকে প্রদান করিয়াছিলেন হে কোরেশগণ! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও কিম্বা জগতস্থ কোন পদার্থকে প্রণিপাত করিও না; সেই অদ্বিতীয় নিরাকার অখিলপতি আল্লাহ্‌কে জ্ঞানচক্ষে লক্ষ্য করিয়া কায়মনসমর্পণে একমাত্র তাঁহারই চরণসেবায় আত্মোৎসর্গ কর। সতত তাঁহারই উপাসনায় জীবন অতিবাহিত কর। সত্যপথভ্রষ্ট পাপাত্মা শয়তানকে চিনিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণে দণ্ডায়মান হও। পরকালের বিষয় অবগত হইয়া তাহার কামনা কর, আর সংসারের বিষয় অবগত হইয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও। সাবধান, যেন সংসারের পাপের মোহিনী শক্তি তোমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ভুলাইয়া না রাখে। আপাত মধুর পাপপ্রলোভন কীট যেন

তোমাদের ধর্ম্মের অঙ্কুরগুলিকে বিনষ্ট না করে। দীপ্তমান সনাতন সত্যপথ দৃষ্টি করিয়া সেই পথ অবলম্বন কর। অনিত্য অসত্য পথ ঘৃণিতভাবে পরিত্যাগ করিও।

অতঃপর আলী (কঃ) দ্বিতীয় উপদেশটী এইরূপ সরলভাবে সকলকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, সংসারে মানবকুলের জন্য তিনটী সামগ্রী উত্তম। ১ম, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ। ২য়, পবিত্র দেহে—পবিত্র চিত্তে মহাগ্রন্থ কোরাণ সরিফ পাঠ। ৩য়, প্রেরিত-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব।

হজরত আলী (কঃ) তৃতীয় উপদেশটী মধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে চেষ্টা করে, ধর্ম্ম তাহার জন্য স্বর্গীয় সুখ অন্বেষণ করে এবং যে ব্যক্তি পাপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, অমন্ত শাস্তিবিধানের জন্য নরকে তাহার চিরনিকেতন প্রস্তুত হয়। অতএব হে সমাগত ব্যক্তিগণ! সেই সর্ব্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বিধাতা, সর্ব্বসুখবিধানের নিয়ন্তা, প্রভু আল্লাহর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না, তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিও না, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা আরাধনা করিও না। ব্যাভিচার, পরনিন্দা, পরদারগমন, পরদ্রব্যাপহরণ, কাহারও মনে অযথা ক্লেশ দান ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়া সকল সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে। ইহা আল্লাহর অনুমোদিত আদেশ। সাবধান! তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইও না এবং সতত সদনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারককে সন্তুষ্ট করিবে এবং তাঁহার সম্মানের জন্য সুখে

দুঃখে প্রেরিত-পুরুষের অনুগামী হইবে। কোরেশগণ যুবক আলীর হৃদয়গ্রাহী মধুরতাময় বক্তৃতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় বাক্যচ্ছটায়, গভীর জ্ঞানগবেষণা-পূর্ণ স্নিগ্ধ উপদেশালোকে কোন কোন ব্যক্তির পাপতিমিরাচ্ছন্ন চিত্ত আলোকময় হইয়া উঠিল তাহারা সত্য অসত্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া, সাগ্রহে অকপটচিত্তে ভক্তি-পবিত্রপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কেহ বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু আবুলাহাব ও তাহার দলস্থ কতিপয় নিচাশয় পাপাত্মা নানা প্রকার অশ্রাব্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে করিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। পাপিষ্ঠ পিশাচ আবুলাহাব এবং আরও কতিপয় নারকী নরাধম হজরত আলীর প্রতি পাপময় তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া রোষবিহ্বল অন্তরে প্রস্থান করিল। আরব দেশে সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে হজরত আলী (কঃ) কোরেশগণের নানারূপ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা আবুতালেব প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। দৈবনিবন্ধন আবুতালেব কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন

তিনি জীবনের অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা আত্মীয়গণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও. পরস্পর কেহ কাহারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা, বিপক্ষতাচরণ করিও না· আমার প্রিয় পুত্র আলী ও

মোহাম্মদের প্রতি অন্যায়াচরণ ও অত্যাচার করিও না। মোহাম্মদ আল্লাহর আদেশে জীবনের একটী মহান্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে আরবের বিভিন্ন স্থানের মহামহোপাধ্যায় মহজ্জন সকল তাঁহার উপদেশাবলী মূল্যবান জ্ঞানে শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমিও তাঁহার ধর্ম্মময় উপদেশবাক্য অন্তরের সহিত স্বীকার করিয়াছি ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তোমরাও তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিও। তাঁহাকে ভক্তি করিও, প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিও। তাহারা বলিল, আপনি মোহাম্মদকে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করুন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিব। আবুতালেব হজরত আলীও মোহাম্মদকে (দঃ) ডাকাইয়া কোরেশদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন তচ্ছ্রবণে হজরত আলী বলিলেন, আমি তাহাদিগকে একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করি; যদি তাহারা তাহাতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা অবাধে একমাত্র আরব দেশের অধীশ্বর হইতে পারিবে। তদুত্তরে আবুজহেল বলিল, একটী কেন? সহস্র সহস্র উচ্চারণ করিতে বিমুখ হইব না হজরত আলী বলিলেন— "এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক", এই বাক্য অকপটে অন্তরের সহিত স্বীকার কর ও মুখে উচ্চারণ কর। এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ ক্রোধোত্তেজিত অন্তরে বিরক্ত হইয়া প্রস্থান

করিল। হজরত আলী আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ! দুরাচার কোরেশগণের ব্যবহার দেখুন। এই মাত্র তাহারা স্বীকার করিয়াছিল, মোহাম্মদের সহস্র সহস্র বাক্য অবাধে উচ্চারণ করিব, কিন্তু একটী মাত্র কথা উচ্চারণ করিতে বলাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। কুপথগামী কোরেশগণকে ন্যায় ও ধর্মের প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়া অসহ্য নরকাগ্নি হইতে মুক্তি প্রাপ্তির মহা মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উপদেশ দেওয়ায় তাহারা তাহার প্রতিকারে আমাদের সহিত মহাশত্রুতাভাব প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাপের মোহান্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে গভীর নরককূপে পতিত হইয়া, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তথাচ আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করিবে না। আপনি জীবিত থাকিতে আপনার বিদ্যমানে আমাদের প্রতি কিরূপ অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আপনি স্বয়ং দেখিলেন; সুতরাং আপনার অবিদ্যমানে আমাদিগকে নিঃসহায় নিরাশ্রয় জ্ঞানে আমাদিগের প্রতি অসঙ্কোচে শত্রুতাসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

আবুতালেব পুত্রের এবম্বিধ আক্ষেপপূর্ণ বাক্যে বাৎসল্য-স্নেহে বিগলিত হইয়া বলিলেন, বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তোমরা যখন আল্লার আদিষ্ট সত্যধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতে আত্মা-মন সমর্পণ করিয়াছ, তখন তিনিই

তোমাদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। সেই বিঘ্নহন্তা ভয়ত্রাতা, জগৎপাতা, দয়াময়ের কৃপায় সমগ্র আরববাসী তোমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেও তোমাদের কণামাত্রও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আবহমান কাল হইতে অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের একাধিপত্য রহিয়াছে ও থাকিবে। তনয়! "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই সাধুবাক্য কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? যেমন পূর্ণচন্দ্র বিকাশে তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর অন্ধকার অনন্ত গহ্বরে লুক্কায়িত হয় তেমনি ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে পাপতিমির চঞ্চলা চপলার ন্যায় অন্তর্হিত হয়। অতএব প্রিয় বৎসগণ! নির্ভীকচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। দুরাচার কোরেশগণ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তৎপর হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মোহাম্মদ! হতভাগ্য কুপথগামী কোরেশগণ তোমার মুক্তিপ্রদ উপদেশ-রত্ন গ্রহণ করিল না। তাহারা নরকের কীট। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই নরকই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তাহাদের কর্ম্মফলের পুরস্কার স্বরূপ প্রধানতম নরকে (জাহান্নাম) স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তোমার প্রচারিত ধর্ম্মের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ তাহাদের অন্তরে স্থান পাইতেছে না। যদিও দুরাত্মাগণ তোমার ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

তাঁহার বাক্যের ভাবভঙ্গিমায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মনে মনে ভাবিলেন যে, জ্যেষ্ঠতাত বোধ হয় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে ইস্লাম মন্ত্র (কলেমা) উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আবুতালেব বলিলেন, মোহাম্মদ! আমি এই মুমূর্ষুকালে কোরেশগণের ভৎর্সনা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিব না, তাহারা বলিবে, আবুতালেব সুস্থ সবল অবস্থায় ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, জীবনের অন্তিমকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আর তুমি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিও না। হজরত বলিলেন, পিতৃব্য! আপনি আমাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে বহু কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন। আশৈশব আমার প্রতি কত স্নেহ, কত মমতা, কত যত্ন, কতই সাহায্য করিয়াছেন, আজীবন যে ঋণজালে আবদ্ধ আছি, তাহার কিছুমাত্র পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে এ জীবনের অন্তিমকালে যদি একটিবার মাত্র ইস্লাম ধর্ম্মের মূল মন্ত্র (কলেমা) অকপটচিত্তে ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট আপনার পাপ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব।

হজরতের মধুরতাময় উপদেশ-বাক্যে আবুতালেবের চিত্ত ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। পিপাসিত চাতকের ন্যায় ইস্লামধর্ম্মের নামামৃত পানের জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরকালের অনন্ত শাসনের ভয়ে ভীত হইয়া, পবিত্র ইস্লাম

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সাগ্রহে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আবুতালেবকে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, হজরত অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে আল্লাহ্ হজরতকে দৈববাণীতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রিয়বন্ধু মোহাম্মদ! আমি আবুতালেবের দ্বারা মহামন্ত্র কলেমা উচ্চারণ করাইয়া তোমাকে অসীম আনন্দে উৎফুল্ল করিয়াছি। তুমি কাহারও পথপ্রদর্শক নহ। জগতে আমিই একমাত্র সৎপথ প্রদর্শক আমার সহায় ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। কুপথগামী মানবের অন্তরে জ্ঞান-ধর্ম্মের বিমলজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া সৎপথে আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়া থাকি। আমিই উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অপার সমুদ্রে মগ্নপ্রায় তরণীর কাণ্ডারীরূপে মুমূর্ষু মানবের জীবন রক্ষা করিয়া থাকি। আমিই মুহূর্ত্তেই অতলস্পর্শী বারিধিকে গগন-ভেদী পর্ব্বতে এবং সিংহ ব্যাঘ্র-সমাকুল বিজন বনকে সৌধমালায় সুশোভিত মানব কোলাহল পূর্ণ বিশাল নগরীতে পরিণত করিতে পারি। জগতের সমগ্র কার্য্য আমারই আজ্ঞা ও ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। আমার আজ্ঞা বা ইচ্ছা না হইলে শত চেষ্টায় কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় না

অনন্তর হজরতের নিকট আল্লাহর আদেশ বাক্য (আয়েত) অবতীর্ণ হইল (তফ্সির হোসেনী) "তুমি যাহাকে স্নেহের সহিত সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাক, সে সৎপথ অবলম্বন করে না। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ যাহাকে সৎপথ প্রদর্শন

করান, সেই সৎপথ অবলম্বন করে। তিনি সৎপথগামীদিগের বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।”

হজরত আবুল ফেজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুতালেব ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আব্বাস তাঁহার মুমূর্ষাবস্থায় শিয়রে বসিয়া পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলেন। হজরত আব্বাসের নিকট এই শুভ সংবাদ শুনিয়া যার-পর-নাই সুখী হইলেন। পরন্তু পূজনীয় পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদে শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত ও পাপ মার্জ্জনার জন্য কাতর-বাক্যে প্রার্থনা করিলেন। আবুতালেবের মৃত্যুতে হজরত বহুদিন পর্য্যন্ত শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। যেহেতু, হজরত অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহার সাতিশয় যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই অনুগ্রহে শত্রুগণের প্রবল প্রকোপ হইতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকিতেন। হজরতকে কোরেশ শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে তাঁহাকে বিবিধ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। কোরেশগণের অসীম উৎপীড়নে নিপীড়িত হইয়া আবুতালেব কয়েকবৎসর যাবৎ অনিদ্রায়, অনশনে, হজরতসহ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ বন্দীভাবে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন ঈদৃশ হিতা-কাঙ্ক্ষী পিতৃস্থানীয় প্রিয়তম জ্যেষ্ঠতাতের বিয়োগ-বিরহে হজরত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহর

উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং পিতৃব্যের আত্মার মঙ্গলার্থে সকরুণবাক্যে মুক্তিদাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

মহাবীর হজরত আলী (কঃ) পরমারাধ্য পিতার মৃত্যুতে শোকে, দুঃখে এবং মনস্তাপে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্ত শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্নপ্রায় হইয়া পড়িল। অবশেষে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে মৃতদেহের সৎকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শবদেহ রীত্যানুযায়ী ধৌত ও স্নান করাইয়া এবং আতর, কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সমবেত কোরেশগণসহ সমাধি স্থানে শবদেহ আনয়ন করিলেন এবং পবিত্রভাবে মহাসমারোহে সমাধিস্থ করিয়া সকলে আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন হজরত আলীর বয়ঃক্রম যখন তেইশ বৎসর মাত্র, সেই সময় আবুতালেবের মৃত্যু হয়। তিনি পরম রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতীব প্রীতিপ্রদ ও নয়নানন্দদায়ক ছিল মিষ্টভাষিতা ও সরলতাগুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, পরোপকারিতা, বিনয়, উদারতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহে তিনি ভূষিত ছিলেন তাঁহার পরলোকগমনের পর দুর্বৃত্ত কোরেশগণ হজরত ও আলীর প্রতি প্রবল শত্রুতা আরম্ভ করিল। পরন্তু আরবকেশরী বীরচূড়ামণি আলী (কঃ) কায়ার ছায়ার ন্যায় হজরতের অনুবর্ত্তী থাকিয়া অসীম সাহস ও বীরত্বের

সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং কখন কখন মৃগয়ার্থে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মৃগয়ালব্ধ পশু আনিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত করিতেন।

হজরত আলী কর্ত্তৃক দৈত্যবন্ধন।

অমিততেজা বীরবর আলী (কঃ) অসীম সাহসে নির্ভয়-চিত্তে আরবদেশের পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, মহারণ্যে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্যে ও পদভরে ধরণী বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি অরণ্যবিহারীশ্বাপদকুল তাঁহার ভীতিপ্রদ তেজোময় মূর্ত্তি অবলোকনে প্রাণভয়ে গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইত। কেহ বা ঊর্দ্ধশ্বাসে যোজনপথ অতিক্রম করিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিত। এরাকনিবাসী জনৈক মহাত্মা প্রণীত ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একদা হজরত আলী মৃগয়ার্থে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্লান্তকলেবরে উদ্যানস্থ এক খর্জ্জুরবৃক্ষমূলে বিশ্রাম-মানসে উপবিষ্ট হন, কিন্তু ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া, খর্জ্জুর আহরণার্থ বৃক্ষশিরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৃক্ষে উঠিতে উঠিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিতে পাইলেন কতিপয় লোক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতেছে। তখন তিনি

ক্রোধোত্তেজিত-স্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, রে পরস্বাপহরণকারী দুরাত্মাগণ! উদ্যানস্বামীর বিনা আদেশে অপহরণ করিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণে পাপ উদর পূর্ণ করিতেছিস্। অধর্ম্মাচারী পাপাত্মাগণ দূর হ'। তাহারা হজরত আলীর বজ্রনাদসম কঠোরবাক্যে ভীত হইয়া সত্বর পলাইয়া গেল কিন্তু একজন দুরাত্মা বৃদ্ধ যেন আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া হজরত আলীকে বলিল, মানবতনয় ওরে বালক! কাহার সঙ্গে এমন আত্মম্ভরিতা ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্ জানিস্? আমরা দৈত্যবংশীয় মহাপরাক্রমশালী জিনসম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ এই উদ্যানের ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকি; আজ কি না তোর ন্যায় ক্ষীণ-দুর্ব্বল মানবভয়ে ব্যাধবিতাড়িত শশকের ন্যায় পলায়ন করিব? বীরকেশরী আলী (কঃ) রক্তজবারাগরঞ্জিত লোচনে বীরদর্পে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন রে দৈত্যাধম! এত স্পর্দ্ধা কেন? মানব বলিয়া কি হীনবল কাপুরুষ বিবেচনা করিয়াছিস্? শীঘ্রই তোর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছি ইত্যবসরে দুরাত্মা দৈত্য সহসা নিজ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক আলীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মহাবীর আলী ক্ষিপ্রতার সহিত একগাছি লতা ছিন্ন করিয়া তাহাতে (এসম্) মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুৎকার করিলেন এবং পদাঘাতে উত্তেজিত দৈত্যকে ভূতলশায়ী করিয়া মন্ত্রসাধিত লতাপাশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন দৈত্য বন্ধন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিল, হে বালক! আমার কর-বন্ধন মোচন করিয়া দাও।

আমি এ দারুন যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। হজরত আলী পৌরুষ বচনে কহিলেন, রে পাপাত্মা ইহাই তোর স্বকৃত পাপের সমুচিত প্রতিফল। ইহাই তোর আত্মগরিমা রোগের মহৌষধ। এই বন্ধন-যন্ত্রণা তোর পূর্ব্বকৃত অপরাধের পুরস্কার। কিছুকাল এই দুর্নিবার কষ্ট ভোগ করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্। এই মধুমিশ্রিত বাক্যবাণে দৈত্যরাজকে আপ্যায়িত করিয়া বীরবর আলী অন্যত্র গমন করিলেন

কোরেশগণ হজরতের সহিত পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত হইয়া সকলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মক্কা নগরের সর্ব্বত্রেই হজরতের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হওয়ায় নগরস্থ লোক সমূহ দলে দলে উপস্থিত হইয়া হজরতের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

এদিকে অগণিত দানব-সম্প্রদায় মক্কা নগরে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। কতিপয় দৈত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামীয় রীতিনীতি, কর্ত্তব্য কার্য্য প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হজরতের নিকট শিক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর এক বৃদ্ধ দৈত্য হজরতের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে দয়াশীল মহাত্মা প্রেরিত পুরুষ। কৃপাপূর্ব্বক অধীনকে এই অশেষ যন্ত্রণা-প্রদ কর-বন্ধন মোচন করিয়া অধীনকে এই নরক-যন্ত্রণা হইতে, মুক্তি প্রদানের আজ্ঞা করুন। আর এ কঠিন লতাবন্ধন সহ্য করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, আত্ম-

হত্যা করিয়া এই দুর্নিবার জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করি।" হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বৃদ্ধ দৈত্যের কাতর প্রার্থনায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হজরত আবুবক্কর সিদ্দিককে (রাজিঃ) দৈত্যের কর-বন্ধন মোচন করিতে আদেশ করিলেন। আবুবক্কর সিদ্দিক হজরতের অনুজ্ঞাক্রমে দৈত্যকে বন্ধন মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টায় ব্রতী হইলেন, কিন্তু তাঁহার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে হজরতের আদেশানুযায়ী ওমরফারুখ (রাঃ) উসমানগণি (রাজিঃ) বন্ধন মোচনার্থে বহু আয়াস ও উপায় অবলম্বন করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। ঐ লতা-বন্ধন ছেদন জন্য বীরবর খালেদও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে হজরত নিতান্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। দৈত্যবর হতাশ হইয়া বাষ্পবিগলিত নেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিল, হজরত! আমার আর কর-বন্ধন মোচন আশা বিফল। ইহাই এ হতভাগার অদৃষ্টলিপির অখণ্ডনীয় বিধান। সুতরাং ইহা দৈবনির্ব্বন্ধ নিয়তি-লিখন। এ দুর্গতি নিবারণ হইবার কোন উপায় নাই। এতদ্দর্শনে হজরত বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে করুণার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন, হে বৃদ্ধ! কোন্ কঠিনহৃদয় নির্দ্দয়পুরুষ তোমার করে এই দুশ্ছেদ্য কঠিন বন্ধন করিয়াছে যে, সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে শত শত বীরপুরুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অক্ষম হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিল, হজরত! একদা উদ্যানস্থিত এক খর্জ্জুর বৃক্ষে-

আরোহণ করিয়া নির্ভয়চিত্তে আমি খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতে-ছিলাম, ইত্যবসরে এক বীরকেশরী বালক তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বীরদর্পে খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিল। আমার কুমতি ঘটিল, আত্মাহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উপেক্ষিত চিত্তে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলাম না; বরং ভীতিব্যঞ্জক স্বরে তাঁহার প্রতি কতিপয় রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলাম। সেই বীরকেশরী আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বজ্রসম এক কঠিন মুষ্টাঘাতে আমাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং পাপের প্রতিফলস্বরূপ আঙ্গুরলতায় দৃঢ়রূপে আমার কর বন্ধন করতঃ বীরপদবিক্ষেপে প্রস্থান করল এই প্রকারে বৃদ্ধ আনু-পূর্ব্বিক নিজের দুর্দ্দশার বিষয় বিবৃত করিতে করিতে দুঃখে, অনুতাপে বর্ষা-বিগলিত বারিদের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ হজরত আলী (কঃ) শাণিত করবাল ধারণ করিয়া বীরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ দৈত্য অকস্মাৎ কৃতান্তস্বরূপ তাহার পূর্ব্বপরিচিত ভয়াবহ হৃদ্‌কম্প মুর্ত্তি অবলোকনে আতঙ্কে প্রাণভয়ে বিকট চীৎকার করতঃ উন্মত্তের ন্যায় "ঐ, ঐ" বলিতে বলিতে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল সহসা বৃদ্ধের এ অভিনব দুর্দ্দশা দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন অনন্তর বহুকষ্টে দৈত্যের মুর্চ্ছা অপনোদন করা হইল বৃদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করিয়া হজরত আলীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সবিনয়ে কাতরকণ্ঠে ক্ষমা

ভিক্ষা করিতে লাগিল। আলী তাহার কাতরতা ও বিনীত প্রার্থনায় নিতান্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবিলম্বে তাহার কর-বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্যগণ! তোমরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত অভেদাত্মা হইয়াছ তোমাদের সহিত আমাদের আর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তি এক প্রাণ ও এক মাতার গর্ভজাত সহোদর স্বরূপ। এই প্রকারে আলী (কঃ) স্নেহময় মধুর বাক্যে দৈত্যগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হজরত আলীর সহিত আবুজেহেলের যুদ্ধ।

ধার্ম্মিক প্রবর হজরত ওমর ফারুখ (রাজিঃ) ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রেরিতপুরুষ মোহাম্মদকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কত? হজরত বলিলেন, তোমাকে লইয়া অদ্য একচল্লিশ ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ওমর (রাজিঃ) পুনরায় আবেদন করিলেন, আপনারা কোন সময়ে কিরূপ ভাবে আল্লাহর উপাসনায়ব্রতী হন? হজরত বলিলেন, আমরা আল্লাহর আদেশানুসারে দিবারাত্র মধ্যে নিরূপিত পঞ্চবার বিধর্ম্মীগণের ভয়ে সংগো

-পনে আল্লাহর উপাসনায় নিয়োজিত থাকি ওমর নিবেদন করিলেন, হজরত! আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মাণ্ডপতি অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ, অধর্ম্মাচারী পাপাত্মা বিধর্ম্মী কাফেরের ভয়ে ভীত হইয়া সংগোপনে উপাসনা করিবেন? তাহারা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়া পাপের প্রশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জড়ময় প্রস্তর পুত্তলিকার আরাধনা, অর্চ্চনা প্রাকাশ্যভাবে সম্পন্ন করিতে সঙ্কুচিত হয় না; আর আমরা সর্ব্ব ভুবনের অধীশ্বর সর্ব্বময় আল্লাহর অর্চ্চনা, উপাসনা গোপনে সম্পাদন করিব? হজরত! বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়, সত্যের জ্যোতির্ম্ময় পথে বিচরণ করিতে —সনাতন অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা গোপনে করিতে হইবে? আমরা কি এতই হীনবীর্য্য! আমাদের বাহুতে কি অসি ধারণের ক্ষমতা নাই? অদ্য প্রকাশ্যভাবে উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত করিব। সকলে নির্ভয় অন্তরে অগ্রসর হউন, অদ্যই কাবা মন্দিরে প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহর উপাসনা করা হইবে। যে বিধর্ম্মী নারকী আমাদের এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিবে, নিশ্চয় জানিবেন, ওমরের এই কোষমুক্ত অসি তাহার পাপ শোণিতে রঞ্জিত হইবে ইহলোকে কোন্ হতভাগ্যের জীবন ভারাক্রান্ত হইয়াছে যে, আমার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহসী হইবে? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) অসীম সাহস সহকারে হজরতের পবিত্র করকমল ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। বামে হজরত হামজা, দক্ষিণে হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক, সম্মুখে হজরত আলী

ও সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে মুক্ত অসিহস্তে ওমর নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় চক্রাকারে হজরতকে পরিবেষ্টন করিয়া ধর্ম্মালয় কাবা মন্দিরের দিকে উপাসনা উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে সকলেই কাবামন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আবুজেহেল এবং প্রধান প্রধান কোরেশগণ কাবা নিকেতনের অন্তর্ভুক্ত এসমাইন নামক গৃহে সকলে দলবদ্ধ হইয়া হজরতকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিল। দূর হইতে ধর্ম্মোৎসাহী ওমরকে লক্ষ্য করিয়া আবুজেহেল উপহাস সহকারে কহিল, কৈ ওমর মোহাম্মদের মস্তক কৈ? তুমি তাহার মস্তক আনিতে গিয়া নিজ মস্তক উপহার দিয়া আসিলে? তাহাকে হত্যা করিতে গিয়া নিজেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে?

হজরত ওমর বজ্রনিনাদিত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রকৃতি সম্যক অবগত আছে, সে সাবধানে আমার সহিত কথা কহিবে; আর যে ব্যক্তি জীবনে কখনও আমাকে চিনিবার অবসর পায় নাই, সে উত্তমরূপে আমাকে চিনিয়া লউক। আমি অধর্ম্মাচারী ইস্লাম-বিদ্বেষী পাপাত্মা নরাধম-গণের পক্ষে করাল কৃতান্তস্বরূপ খেতাব-পুত্র ওমর। আমি প্রভু মোহাম্মদের শ্রীচরণে মস্তক, এমন কি, আত্মা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি এবং তোমাদিগকেও অনুরোধ করিতেছি, তোমরা তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতার্থ হও। নতুবা এই সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তোমাদের দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া কৃতান্তালয়ে প্রেরণ করিব। আরব দেশ

হইতে পৌত্তলিকের অস্তিত্ব আজ চির লোপ করিব। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সমগ্র আরব জ্যোতির্ম্ময় করিব

ওমরের এই প্রকার বীরত্বসূচক তেজোময় বাক্যে কোরেশ ও বিধর্ম্মিগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। অনেকে স্বধর্ম্ম রক্ষায় নিরাশ হইয়া প্রাণভয়ে দ্রুত পদে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আত্ম-গৌরব রক্ষার্থে সাহসে ভর করিয়া ওমরের সম্মুখ-বর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও কি মোহাম্মদের প্রচারিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন? ওমর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ, আমিও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মপরায়ণ ওমরের ধর্ম্মোত্তেজক বাক্যে বিধর্ম্মিগণ বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিল, হায়! হায়! এ ব্যক্তি আজ মোহাম্মদের মস্তক ছেদন করিতে গিয়া নিজের মস্তক তাহার চরণতলে অর্পণ করিল। কল্য যাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ অসি করে ধারণ পূর্ব্বক কৃতান্ত সম মহাতেজে সগর্ব্বে গমন করিল, আজ তাহারই কুহকে, তাহারই মায়ায় তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে উদ্যত! কাল যে ব্যক্তি আমাদের চিরশত্রুকে নিহত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, আজ সেই ব্যক্তি চিরশত্রুর পরম মিত্র হইয়া আমাদের জীবনবৈরী হইল! হায় রে! কালস্য কুটিলা গতি! তুমি কোন্ সময়ে কিরূপভাবে কোন্ পথ অবলম্বন কর, তাহা অপরিণামদর্শী মানবের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। যাহা হউক, আমরাও অরিকুল নিধন করিতে প্রাণ-

পণ চেষ্টা করিব। মোহাম্মদ ও তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণকে বিনষ্ট না করিলে আমাদের ধর্ম্ম, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

কোরেশ কাফেরগণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হজরত ওমরকে সর্ব্বপ্রথমে আক্রমণ করিল। হজরত ওমরও শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবর আলী বিধর্ম্মিগণের এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে রোষ-বিহ্বল সিংহের ন্যায় গগনভেদী নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সশস্ত্রে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ মৃগপালে পতিত শার্দ্দুলের ন্যায় বীরকেশরী আলী বিধর্ম্মী দলে প্রবেশ করিয়া, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ও অস্ত্রাঘাতে যাহাকে যাহাতে সুযোগ পাইলেন, যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আলীর বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে বিধর্ম্মিগণ প্রলয়জ্ঞানে ঊর্দ্ধশ্বাসে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। হজরত হামজাও ওমরের পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া শত্রুকুল নিহত করিতেছিলেন। যখন হজরত আলী বহুক্ষণ অমিততেজে যুদ্ধ করিয়া হজরত ওমরের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে অমিতপরাক্রমশালী এক বিধর্ম্মী যোদ্ধার সহিত ওমর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ অকস্মাৎ প্রলয়ের কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর আলীকে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়নোদ্যত হইয়াও ওমরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও শাণিত অস্ত্রের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না। ওমর ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে সজোরে ভূতলশায়ী

করিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক তাহার নয়নকোটরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিলেন পরাজিত আহত সৈনিক দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, "রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বহু কাতর ক্রন্দন ও কাকুতি মিনতি করিয়া কোন প্রকারে ওমরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্যাঘ্রতাড়িত মৃগের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কোরেশগণ সহ পলায়ন করিল। বিধর্ম্মিগণের সহিত সমরে জয়লাভ করিয়া আনন্দ-প্রফুল্ল চিত্তে কাবামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) চল্লিশ জন সাহাবা (সহচর বন্ধু) সহ মন্দির মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর উপাসনা (নামাজ) সমাধা করিলেন। সেই দিন হইতে নিরূপিত আল্লাহর আদিষ্ট অহর্নিশ পঞ্চবার উপাসনা আর গোপনভাবে রহিল না ইস্‌লাম গৌরবরবি পাপতিমির বিনষ্ট করিয়া পূর্ণ জ্যোতিতে বিকশিত হইল। বিদ্রোহীদলকে দমন করিবার জন্য হজরত হামজা (রাজিঃ), ওমর ফারুখ ও হজরত আলী (কঃ) এই বীরত্রয় বদ্ধপরিকর হইলেন। মোসলেমগণের সাহস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোরেশগণের অত্যাচার ও শত্রুতার লাঘব না হইয়া, ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা নানা প্রকারে মুসলমানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিল। কোন মুসলমানকে নিরাশ্রয়ভাবে একাকী পথে প্রান্তরে পাইলে বিধর্ম্মিগণ তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা ও গুরুতররূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ নিদারুণ

প্রহার ও অব্যক্তব্য লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া প্রাণপণ যত্নে নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর হজরত বেলাল পাষাণহৃদয় উম্মিযার কঠোর কণ্টকাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া অবিচলিতে অন্তরে নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারভয়ে কেহই গৃহের বাহির হইতে পারিত না। হাটে বাজারে কোন মুসলমানকে দেখিতে পাইলে কোরেশগণ তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করিত। অবশেষে হজরতের সহচর সাহাবাগণ ক্রমে ক্রমে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া, গুপ্তভাবে মদিনায় পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হজরত আলীর মদিনা গমন।

দুরাত্মা কোরেশগণ মুসলমানদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়া পরিশেষে সকলে মিলিত হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় আল্লাহর অর্চ্চনা উপাসনার জন্য নগরে নগরে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, যিনি সমগ্র মোস্‌লেম দলের অধিনায়ক; যিনি পৌত্তলিক ভক্ত মানবগণকে ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আলোক প্রদর্শন করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন, তাঁহাকেই শমন-সদনে পাঠাইতে পারিলেই মোস্‌লেমগণ নায়কবিহীন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে, আমাদেরও উদ্দেশ্য সফল হইবে ও সকল বিষয়ে নিরাপদ হইব।

অনন্তর কোরেশগণ হজরতের বিনাশ সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল নিশাকালে নিদ্রিতাবস্থায় হজরতের শিরশ্ছেদন করিবে বলিয়া, গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র হইতেছিল এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রতিপোষক আবুজেহেল, আবুলহাব, ওম্মিয়া, নজর ও ওকব প্রভৃতি কতিপয় দুরাত্মা কোরেশ পাপাশয়। সেই রাত্রিতে আল্লাহর আদেশে স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল (আলঃ) হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি অদ্যই রাত্রিকালে মক্কা নগর হইতে মদিনায় প্রস্থান কর। তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পাপাত্মা আবুজেহেল ও কোরেশ-গণ গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে অতএব নিজ শয্যায় আলীকে শায়িত করিয়া অবিলম্বে আবুবক্করসহ শীঘ্র শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহা জ্ঞাত হইয়া আপন শয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া আবুবক্করকে সঙ্গে লইয়া গরস্থর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হজরতআলী করমুল্লা তাজহু হজরতের আজ্ঞানুসারে অকুতোভয়ে তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। হজরতের প্রয়াণের কিছুক্ষণ পরে, দুরাত্মা আবুজেহেল কোরেশগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল। শয়নাগার হইতে হজরতকে বন্দী-ভাবে লইয়া যাইবে এবং প্রকাশ্য স্থলে সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করা হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিল অনন্তর পাপাচারী নরহন্তাভিলাষী দস্যুবৃন্দ সদলবলে মহোৎসাহে

হজরতের পবিত্রাগারে প্রবেশ করিল এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অনুমানে হজরত আলীকে আক্রমণ করিল। আবুজেহেল উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে উৎসাহিত বরিয়া বলিতে লাগিল; হে প্রিয় সৈনিকগণ! তোমরা সকলে সমবেত হইরা সতর্কতার সহিত মোহাম্মদকে আক্রমণ কর অনতিবিলম্বে মোস্‌লেম গৌরব-শশী চিরঅস্তমিত হইবে। সাবধান! যেন ব্যাধ-বিস্তারিত পাশ ছিন্ন করিয়া শিকার পলায়ন করিতে না পারে। আরবের চির কণ্টক দূর করিব। মক্কাবাসীদিগকে শান্তিদায়িনী তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়া অন্যত্র গমন করিব। হে কোরেশবংশীয় বীরপুরুষগণ! আমি তোমাদের সমক্ষে লাত, উজ্জার দেবতাগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আত্মীয় বলিয়া মোহাম্মদকে ক্ষমা বা বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করিব না ও কাহাকেও দয়া প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিব না এবং তোমরাও তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহের কল্পনাও মনের মধ্যে স্থান দিও না। এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর—কল্য প্রত্যুষেই সর্ববজন সমক্ষে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিব। দেখি, কোন্ বীরপুরুষ তাহাকে রক্ষা করে? ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ তাহার সাহায্যার্থে আসিলেও আমার হস্ত হইতে আর উদ্ধারের উপায় নাই। সে যদি আকাশে, সাগরে, পাতালে, পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাপি জানিও, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

আবজেহেলের ভীষণ প্রতিজ্ঞা ও উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে

সৈন্যগণ হৈ হৈ রবে গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিল। কেহ কেহ অসি হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীমরবে গৃহ বিকম্পিত করিয়া তুলিল। কেহ বা গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হজরত আলী গৃহ মধ্যে সহসা শত্রুগণের কোলাহল শ্রবণে শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় গগনভেদী উচ্চ নিনাদে অসিহস্তে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শত্রু সম্মুখীন হইলেন এবং বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, রে বিধর্ম্মিগণ! জড়ময় শিলা-খণ্ডকে আল্লাহজ্ঞানে পূজা করতঃ প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদকে শত্রু মনে করিয়া, এই নিশীথ সময়ে তাঁহাকে হত্যাভিলাষে আসিয়াছিস্? নিশ্চয় জানিস্, আজ তোদের ইহলোকের লীলাখেলা শেষ। আজ তোদের মৃত্যু সন্নিকট। আজ একটীমাত্র প্রাণীও জীবন লইয়া পলাইতে সক্ষম হইবে না আজ তোদের কৃতান্ত সদৃশ আলীর হস্তে সকলের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। আজ কোন্ হতভাগা মাতাকে পুত্রহীন, পুত্রকে পিতৃহীন, ও ভার্য্যাকে বিধবা করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্? সত্বর আমার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখবর্ত্তী হ', আমার তরবারি সেই বিধর্ম্মীর রক্তে রঞ্জিত করিব। রে দস্যুপ্রকৃতির নীচাশয় পাপাত্মাগণ! চোরের ন্যায় নিশীথে সংগোপনে হত্যাকার্য্য সাধন করিয়া কাপুরুষের পরিচয় দিতে আসিয়াছিস্? এই তোদের জ্ঞান-গরিমা? এই তোদের বীরত্বের পরিচয়? ধিক, শত ধিক্ তোদের জীবনে!

হজরত আলীর এই প্রকার বীরগম্ভীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া

চিত্রার্পিতের ন্যায় সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল ; এক পদও অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। ব্যাঘ্রতাড়িত ভীতিবিহ্বল মেষপালের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা সজীব কি নির্জীব, কিছুই অনুমান করা যায় না। এতক্ষণ যাহাদের জয়ধ্বনি, আনন্দরোলে মেদিনী কম্পিত হইতেছিল, সহসা তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন ঘটিল ? যাহাদের প্রাণে বীরপুরুষের বীরনাদ সহ্য হয না, সেই বীরকেশরীর সহিত তাহাদের যুদ্ধসাধ কেন ? আতঙ্কে যে পতঙ্গের জীবন শেষ হয়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের সহিত তাহার ঈর্ষাভাব কেন ? স্বয়ং বিশ্বপতি সতত যাঁহার অনুকূল, সামান্য নগণ্য কীটাণুকীট বিধর্ম্মিগণ তাঁহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে কি ? আবুজেহেল বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই তার মনে স্থান পাইল না পাপরূপ আশার প্রপঞ্চে পতিত হইয়া কোথায় মোহাম্মদকে হত্যা পূর্ব্বক চির মনোসাধ পূর্ণ করিবে—না তৎপরিবর্ত্তে পাপবাসনার প্রতিফল স্বরূপ কালান্তক সদৃশ মহাবীর আলীর হস্তে ভবলীলা বা সাঙ্গ হয় ! যেমন কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া, সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইবার সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে পাপ বাসনার ফলে নিজ রাজ্যধন সহ দ্বৈপায়নহ্রদে প্রাণ হারাইয়াছিল, তেমনি আবুজেহেল মোহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করিয়া, সমগ্র আরবে নিজ

একাধিপত্য স্থাপন করিবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, শেষে নিজেরই জীবন সঙ্কটাপন্ন করিল, আবুজেহেল অনন্যোপায় হইয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে অনুচ্চস্বরে হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মোহাম্মদের (দঃ) সংবাদ জানেন কি? তিনি কোথায় অবস্থান করিতেছেন? হজরত আলী ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন, রে দুরাত্মা আবুজেহেল। তোর দুরভিসন্ধি আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, আমি কি এই স্থানে তাঁহার প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিলাম যে, তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহার তথ্য অবগত আছি? তাঁহার প্রতি আল্লাহর যখন যেরূপ আদেশ উপস্থিত হয়, তখনই তিনি সেই কার্য্যে নিযোজিত হন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে তোদের অভিপ্রায় কি বল?

আবুজেহেল হজরত আলীর কথার কোন উত্তর না করিয়া নীরবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তথা হইতে সহসা শত্রুগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ আলী (কঃ) হজরতের জন্য সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। পাছে দুরাচার কোরেশগণের প্রতিহিংসানলে পতিত হইয়া বিপদাপন্ন হন, তাই তিনি সর্ব্ববিঘ্নহারক বিপদতারণ আল্লাহর নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। কুসুমসম সুকোমল শয্যা দুশ্চিন্তায় কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির

অবসানে প্রভাত—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেরই শেষ আছে, সেই নিয়মাধীনে হজরত আলীর চিন্তাময় রজনীর অবসান হইয়া নবরূপে নববেশে উষা দেবীর আবির্ভাব হইল। উষার বিমল আলোকে রজনীর ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইয়া ধরণী ঈষৎ আলোকিত হইল নিশার অবসান বুঝিয়া হজরত আলী আল্লাহর নামোচ্চারণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং যথারীতি হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত (অজু) করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর স্বীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া, মক্কাবাসী কোরেশগণ তাঁহার গমনে বাধা দিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। প্রণয়ীযুগলের অবচ্ছিন্নপ্রায় সূত্রে যখন পরস্পারের আকর্ষণ পড়ে, তখন অকপট প্রণয়পাশাবদ্ধ প্রাণ স্থির থাকিতে পারে কি? পরম সুহৃদের একদিনেরও বিরহ কষ্ট অসহ্য হইয়া পড়ে তাই আলী আর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পরম বন্ধু দীক্ষাগুরুর সাহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকচিত্তে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে লাগিলেন যিনি মন্ত্রদাতা ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদের (দঃ) জন্য অকুণ্ঠিতে নিজের প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত—যিনি সমগ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবাসীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, কায়ার ছায়ার

ন্যায় যাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন—যাঁহার জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিলেন—এরূপ প্রিয়বন্ধুর বিচ্ছেদে কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? কয়েকদিন অবিরাম গতিতে গমন করিয়া মদিনা সহরে হজরতের সহিত মিলিত হইলেন ও পরমানন্দে মদিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর হজরত মদিনাবাসী আনসার দলস্থ এক একজন প্রধান পুরুষের সহিত মক্কা হইতে সমাগত এক একজন মোহাজ্জের পুরুষের সখ্য স্থাপন করান। প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থানুসারে উভয় দলস্থ ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

হজরত ওমর ফারুখ, আবুবক্কর সিদ্দিক প্রভৃতি সকল মোহাজ্জেরই আনসার বিশেষের সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইল দেখিয়া, হজরত আলী বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি বিনীতভাবে কাতরস্বরে কহিলেন, হজরত! মোহাজ্জের ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইল, কেবল আমিই এই অভিনব বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত রহিলাম? হজরত, আলীর এই সকরুণ প্রার্থনায় করুণা-বিগলিত চিত্তে বলিলেন, প্রিয় আলী! দুঃখিত হইও না, অদ্য হইতে আমিই তোমার পরম বন্ধু ও ভ্রাতা হইলাম। হজরত আলী, মোহাম্মদের (দঃ) এইরূপ অভাবনীয় স্নেহময় মধুর বাক্যে যারপরনাই চরিতার্থ হইলেন। সেই দিন হইতে আলী প্রফুল্লমনে হজরতের সহচররূপে সতত সঙ্গে থাকিয়া

মদিনা মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ কোনও সময়ে হজরতকে আক্রমণ করিলে, আলী সেনাপতিরূপে তখনি তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন।

হজরত কর্ত্তৃক কাবা মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া, তিন দিবস গারস্থুর মধ্যে ছিলেন তথা হইতে হজরত আবুবক্করকে সঙ্গে লইয়া, মদিনানগরের প্রান্তবর্ত্তী কোরবা বা কবা নামক স্থানে উপনীত হন। চতুর্দ্দশ দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া, জুম্মা উপাসনা সম্পন্ন করিবার জন্য আনসার ও মোহাজ্জেরগণকে আহ্বান করিয়া কাবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কাবার মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হজরত আলী আদিষ্ট হন। তিনি স্বয়ং কয়েক জন সুদক্ষ রাজমিস্ত্রির সাহায্যে এক সপ্তাহের মধ্যে মসজিদের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মদিনা প্রদেশে কবা নামক স্থানে হজরতের উপাসনার জন্য সর্ব্বপ্রথম এই জুম্মা মসজিদ নির্ম্মিত হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন শিষ্যমণ্ডলীসহ এই জুম্মা মস্‌জিদে উপাসনা করিতেন। জগতে মুসলমানগণের এই প্রথম জুম্মা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সপ্তাহে একদিন জুম্মা উপাসনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর কাবামসজিদ নির্ম্মাণের কয়েক বৎসর পর কতিপয় কপট লোক ঈর্ষাপরবশ হইয়া ঐ মসজিদের সন্নিকটে এক নব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া, হজরতের উপাসনার বিরুদ্ধে এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করে ও আবু আসার নামক জনৈক পৌত্তলিক পুরোহিতকে তথায় আচার্য্য (এমামের) পদে বরিত করে হজরত কপটাচারীগণের পাপ উদ্দেশ্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, প্রণয়বিচ্ছিন্ন মুসলমানগণকে ইসলামীয় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ও পরস্পরের মনোমালিন্য নিবারণার্থে নবপ্রতিষ্ঠিত মসজিদে উপাসনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইত্যবসরে সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী আল্লা কপটীদিগের কপট উদ্দেশ্য মোহাম্মদকে (দঃ) স্বর্গীয় দূতদ্বারা জ্ঞাপন করাইলেন। সেই সময়ে কোরাণের এই মহাবাণী মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অবতীর্ণ হইল (সুরা তওবা)—"যাহারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরপীড়ন ও বিদ্রোহিতাচরণ পূর্ব্বক আল্লাবিশ্বাসী ইস্‌লাম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছে, তাহারা আল্লার ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদের সহিত শত্রুতা সাধন মানসে এই নব মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিযাছে কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের ভান করিয়া ঈর্ষাপরবশ মনে পাপ চিন্তার বিশেষ পরিপোষণ করিবে। দয়াময় বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাহারা প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। হে মোহাম্মদ, তুমি কদাচ সেই মসজিদে উপাসনার জন্য উপস্থিত হইও না। সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যে

মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে অবশ্য তাহা উপাসনার উপযুক্ত স্থান ; তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিতে থাক। তোমার সংসর্গে সতত যে সকল লোক রহিয়াছে, তাহারা অকপট সদগুণশালী, নিষ্ঠাবান পুরুষ তুমি তাহাদের সঙ্গে প্রেম কর এবং ধর্ম্মোপদেশে তাহাদিগকে পবিত্র কর। তাহাদিগকে কপটিদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা কর। অনেকে ধর্ম্মের ভান করিয়া লোক প্রতারিত করে কিন্তু সেই ভণ্ড তপস্বীগণের অন্তর পাপের কালকূটে পরিপূর্ণ তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি সতত জাগরিত থাকিয়া লোকের ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বনাশের চেষ্টায় নিরত রহিয়াছে—(কোরান সুরা তওবা)।" হজরত মোহাম্মদ এই মহাবাণী দৈববাণীতে জ্ঞাত হইয়া, বিশ্বাসী আনসার ও মহাজ্জেরগণকে আহ্বান করিয়া, সকল ব্যাপার জ্ঞাত করাইলেন।

এতচ্ছ্রবণে হজরত আলী বলিলেন, দেব ! আপনি আদেশ করুন, দুরাচার কপটিগণ আপনার সহিত প্রতারণা করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ মনোমালিন্য ঘটাইয়াছে, তাহার প্রতিফল স্বরূপ সমুচিত শাস্তি প্রদান করি। আপনার আদেশ পাইলে কপটিগণের রক্তস্রোতে নদী প্রবাহিত করাইয়া দিই। বাহুতে অসি ধারণের ক্ষমতা থাকিতে কপটিগণ আপনার বিপক্ষাচরণ করিবে, ইহা কখনও আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। শীঘ্র অনুমতি করুন, দুরাচারগণকে এখনই সংসার হইতে অপসারিত করিয়া দিই। আমার দেহে জীবন থাকিতে আপনার

শত্রুতাচরণ করিয়া কোন্ নরাধম নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে ? কার সাধ্য নিরাপদে পাপময় জীবন লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে ? কি আক্ষেপের বিষয় ! তিনি সর্ব্বশক্তিমান দয়াময়ের প্রেরিতপুরুষ, তাঁহার সহিত শত্রুতা বিদ্বেষভাব প্রকাশ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী,—ইহকালে নিশ্চিত তাহারা অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

মহাপরাক্রমশালী বীরকেশরী আলীর ক্রোধ-হুতাশনে দগ্ধ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়া, কপটিগণ পলায়ন করিল সেই দিনই কপটাচারী ব্যক্তিগণের কাল্পনিক মসজিদ ভূমিসাৎ হইল এবং কাবা মসজিদ উপাসনাকারীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইল। পরন্তু কপটিগণ মক্কাবাসী কোরেশগণের সহিত যোগদান করিয়া মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার বাদবিসম্বাদ করিতে লাগিল।

হজরতের বণিকদল আক্রমণ।

একদা আরববাসী কোরেশবংশীয় বণিকদল প্রচুর স্বদেশ-জাত দ্রব্য সহ শ্যাম দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান বণিক আবুসুফিয়ান ব্যবসাতে প্রচুর লাভবান হইয়া, সদলবলে মহানন্দে মক্কায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন কতিপয় ভারবাহী উষ্ট্র এবং চল্লিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ সহ তিনি সন্ধ্যা-সমাগমে বদর প্রান্তরে রাত্রি যাপনার্থ শিবির স্থাপন

করেন। দয়াময় বিঘ্নতারণ আল্লাহ বণিকগণকে আক্রমণ করিবার জন্য জেব্রাইল (আঃ) দ্বারা হজরতকে আদেশ করিলেন। হজরত তদ্বিবরণ হামজা, ওমর, আবিদা, আলী ও অন্যান্য প্রিয়সহচরগণকে অবগত করাইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে পৌত্তলিক পূজা বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সহসা হজরতের নিকট এইরূপ সংবাদ পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইলেন। বিশেষতঃ বণিকদলে অল্প লোক ও বহু ধনসম্পত্তি রহিয়াছে শুনিয়া, আনসার ও মোহাজ্জেরগণ সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হজরত সহচরগণের নিরতিশয় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সত্বর সৈন্য সংগঠন করিতে আদেশ করিলেন হজরতের আদেশ পাইবা মাত্র আনসার ও মোহাজ্জেরগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় শব্দে রণক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র পদাতিক সৈন্য, সত্তরটী উষ্ট্র, দুইটী অশ্ব, ছয়টী কবচ, আটখানা তরবারী। বণিকদল সহসা হজরত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া পড়িল ও আবুসুফিয়ান শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। ভীতিবিহ্বলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হায় হায়! অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল! যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহা এখনই সংঘটিত হইল! যে দুরাত্মাকে কখন মনে স্থান দিই নাই, তাহা আজ প্রত্যক্ষ ফলিল। আজ মোহাম্মদের রোষানলে পতিত হইয়া, সকলকেই ধনে প্রাণে ভস্মসাৎ হইতে হইবে।

আজ আর প্রাণ-রক্ষার উপায় নাই! এই অনন্ত প্রান্তরে মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে একটি মাত্রও বন্ধু নাই! হায়! এ বিপদে আত্মীয়স্বজন কোথায়? কেহই ত আমার সাহায্য করিতে সক্ষম হইল না। যাহা হউক এই সঙ্কটকালে বাদসা আবুজেহেলকে এই সংবাদ প্রদান করাই উচিত। এই ভাবিয়া আবুসুফিয়ান তখন পত্রই লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

পত্র।

হে আরব্য-অধিপতি বীরবর আবুজেহেল! আজি এ মহাপ্রান্তরে ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার কৃপাপ্রার্থী হইতেছি, সত্বর শরণাগতের সহায় হইয়া এ ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। আমি বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্যামদেশ হইতে মক্কা প্রত্যাগমন উদ্দেশ্যে বদর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া, বণিকদল সহ বিশ্রাম করিতেছিলাম, সহসা মোহাম্মদ সহচর সৈন্যগণ সহ প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে আজ এই সহায়হীন বন্ধুহীন প্রান্তর ভূমে শত্রুর শাণিত অস্ত্রে ভবলীলা শেষ হইবে। যদি আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা কর, শত্রুর শাণিত অস্ত্র হইতে এ হতভাগ্যদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে শীঘ্র সসৈন্যে শত্রুসম্মুখীন হও। নতুবা আবু সুফিয়ানকে আজ ইহকাল হইতে চির বিদায় লইতে হইবে।

স্বাঃ—আপনার সাহায্যপ্রার্থী
চিরআশ্রিত আবু সুফিয়ান

অনন্তর পত্রখানি জমজমনামক একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা মক্কায় প্রেরিত হইল। জমজম যথা সময়ে মক্কানগরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া, আবুজেহেলকে অভিবাদন পূর্ব্বক সসম্মানে পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। আবুজেহেল আগ্রহের সহিত পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া কোরেশগণের প্রধান প্রধান বীর পুরুষগণকে আত্মীয় কোরেশবণিকদলের বিপদ বার্ত্তা অবগত করাইলেন। কোরেশবংশীয় বীরপুরুষগণ একত্রিত হইয়া আবু-জেহেলকে কহিল, মহারাজ! এই উত্তম অবসর, আমরা বহুদিন হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি সমূলে উৎপাটন করিতে ও মোহাম্মদের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক আছি। আজ উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হেন্দার পিতা এর্জ্জা ক্রোধো-ত্তেজিত সিংহের ন্যায় তর্জ্জন করিয়া আবুজেহেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এখনি মোহাম্মদকে অগ্র পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া শত্রু-কবলিত বণিকগণকে উদ্ধার করা হউক। আবুজেহেল কহিলেন, হাঁ, ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত। চল, এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধে গমন করি। সেনাপতি! তুমি সত্বর সৈন্য সংগ্রহ কর। দূত! তুমিও মক্কানগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা কর, যেন যুদ্ধনিপুণ সকল বীর পুরুষ এই যুদ্ধে যোগদান করে। তদনন্তর আবুজেহেল সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি আসাদ যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্য সমূহ সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে যুদ্ধঘোষণাকারী দূতবর নগরে নগরে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। কোরেশগণ যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে সমর সজ্জা করিতে লাগিল। এতবা আবুজেহেল কর্ত্তৃক জামাতা আবুসুফিয়ানের উদ্ধারের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, বীর পরিচ্ছদে শোভিত হইলেন এবং রণোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহার প্রিয় পুত্র আলীদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র, এতবা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিক! আমি মহারাজের আদেশানুসারে সেনাপতিপদে বরিত হইয়া, সৈন্য সহ বদরপ্রান্তরে মোহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। এস বৎস! এস, বিবাহ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক শত্রু সংহারে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হই—স্বদেশরক্ষার্থে, স্বজাতি উদ্ধারার্থে বদ্ধপরিকর হই। শত্রুগণ সমরপ্রার্থী, এ সময় অন্তঃপুরবাসিনী কুলমহিলার ন্যায় গৃহ মধ্যে নিশ্চেষ্ট নীরব থাকা কি কর্ত্তব্য? তুমি বীরের পুত্র বীর, এস বৎস, সত্বর এস, বীরদর্পে রণক্ষেত্র কম্পিত করি—সহকারী-সেনাপতি-রূপে আমার অনুগামী হও। ঐ দেখ, শত শত কোরেশ বীরপুরুষ আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। রণোন্মত্ত বীরপুরুষগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতেছে। অতএব বৎস! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই; মাতঙ্গবলে শত্রু সৈন্য পতঙ্গজ্ঞানে দলিত কর।

অলিদ পিতার নিদারুণ আদেশ-বাক্যে বিষাদ-সাগরে

নিমগ্ন হইলেন। বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে অদৃষ্ট! একদিনের জন্য সুখময় বাসর গৃহে নব পরিণীত সহ সুখ-মিলন হইল না—প্রাণ প্রেয়সীর সোহাগ পূর্ণ প্রেমালাপন ও বিধুমুখীর অমিয়মাখা বাক্যলহরী, সে মৃগনয়নীর প্রেম-কটাক্ষ—সে মরালগামিনীর বীণাবিনিন্দিত নুপুরধ্বনি, সে কুসুমসম সুকোমল বাসর শয্যার অতুলনীয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া, কৃতান্তের লীলাক্ষেত্র রণভূমির আশ্রয় লইতে হইবে? বিধির অখণ্ডনীয় বিধি লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই প্রকারে নিজ মনকে নিজেই প্রবোধ দিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক নবপরিণীতা প্রিয়তমা পত্নী লেহাজানের চন্দ্রানন শেষ দর্শন ও বিদায়গ্রহণ মানসে তদীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন

স্ত্রীর নিকট অলিদের বিদায় প্রার্থনা।

নবপরিণীতা লেহাজান নানা রত্নালঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া, সৌন্দর্য্যবিভায় নিজকক্ষ সমুজ্জ্বল পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় সহসা অলিদ রণবেশে নবপত্নী লেহাজানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রেমবিভোরা পতিগতপ্রাণা লেহাজান সহসা স্বামীর যোদ্ধৃবেশ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে

জিজ্ঞাসা করিল, প্রাণনাথ, একি। আপনার এ বেশ কেন? প্রিয়দর্শন বিবাহ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, এ ভীতিপ্রদর্শন পরিচ্ছদ কেন? অলিদ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, হৃদয়েশ্বরী! এ সাধের পরিচ্ছদ নহে, পিতৃআদেশে বদরপ্রান্তরে যুদ্ধযাত্রার জন্য এই সৈনিকবেশ ধারণ করিয়াছি, অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে। অনিত্য মানব-জীবন! তাহাতে বদরের রণ-সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে, কুল পাইব কি না, ভরসা নাই! তাই তোমার চন্দ্রমুখখানির শেষ দেখা দেখিতে ও তৃষিত চকোররূপে তোমার বাক্যসুধা পান করিতে আসিয়াছি। প্রাণেশ্বরী। এ সময় তোমার মৌন থাকা উচিত নহে, সুধাময় প্রেমালাপনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

লেহাজান স্বামীর যোদ্ধৃবেশ দর্শন করিয়া, বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অলিদ ধীরে ধীরে প্রিয়তমা পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বহুকষ্টে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন অবলা সরলা যুবতী লেহাজান সংজ্ঞালাভে স্বামীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপিত দেখিয়া, লজ্জাবনত বদনে ধীরে ধীরে উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, নাথ! আজিই পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিলেন আবার আজই বিরহ-সাগরে ভাসাইতে চলিলেন। আজই সুখ সম্মিলনের আশা দিলেন—আজই নৈরাশ্য কূপে ডুবাইলেন। হা বিধাতঃ! তুমি স্বেচ্ছায় এ দুর্ব্বলা লতিকাকে

তরুবরের আশ্রিত করিয়া জড়াইয়া দিলে, পুনঃ হিমমণির শেষ হইতে না হইতে আশ্রয়চ্যুত করিতে সচেষ্ট হইলে? প্রাণপতি! স্ত্রীর অপর নাম অর্দ্ধাঙ্গিনী; সেই অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা ললনাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ সমরাঙ্গনের আশ্রয় লওয়া কি কর্ত্তব্য? স্বামীন্! ভাবিয়া দেখুন, সতীনারীর পতিই গুরু, পতিই আরাধ্য দেবতা, পতিই ভূষণ, পতিই সুখসমৃদ্ধি, পতিই হৃদয়ে মণি। হে সর্ব্বসুখকর হৃদয়নিধি হৃদয়েশ! কোন্ প্রাণে ধৈর্য্য ধরিয়া দুর্ব্বার সমরে বিদায় দিব। হে প্রাণকান্ত! যদি একান্তই সমরাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এ দাসীকে সঙ্গিনী করুন আসুন আমার স্ত্রী আভরণ রত্নালঙ্কার উন্মোচন করিয়া যুদ্ধ সজ্জা পরাইয়া দিন আজি রণোন্মত্ত রণরঙ্গিণী বেশে দম্পতীযুগল রণক্ষেত্রে সুখে অগ্রসর হইব। হয় অরিকুল নিঃশেষ করিয়া স্বামীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিব, নতুবা শত্রু-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া নারীকুলে পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইব। অলিদ প্রিয়তমা পত্নীর এতাদৃশ কাতরোক্তিতে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। পরন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! শত্রু সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করা বীরের কার্য্য, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য—স্বজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান না হয়, সে ব্যক্তি কুলাঙ্গার ও সাধারণের ঘৃণার্হ। আজই স্বজাতি ও স্বদেশ, শত্রুকবলে গ্রাসিত, কি প্রকারে অন্তঃপুরে নববধুর প্রেমালাপে মত্ত থাকিব। বীরপুরুষ

হইয়া কাপুরুষের পরিচয় দিব প্রাণেশ্বরী, আল্লাহ স্ত্রীলোকগণকে 'অবলা, দুর্ব্বলা করিয়া অন্তঃপুর তাহাদের চিরনিকেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য ও শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তাহাদের জন্ম হয় নাই। অতএব প্রাণেশ্বরী, প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দাও। শত্রুগণকে সামান্য কীটানুকীটজ্ঞানে পদদলিত করিয়া পুনরায় তোমার সহিত প্রেমালাপে মত্ত হইব। অলিদ এই প্রকার প্রণয়সূচক বাক্যে প্রিয়তমা পত্নীকে প্রবোধ প্রদান করিলেন। লেহাজান দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া কাতর কণ্ঠে মধুর স্বরে বলিল, প্রাণনাথ! কাহার আজ্ঞায় এ তরুণ বয়সে জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিতে যাইতেছেন। মহারাজ অবুজেহেল কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তিনি জানেন না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার প্রেরিত পুরুষ। তাঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ দণ্ডায়মান হইবে তাহার নিশ্চয় অধঃপতন ঘটিবে। তিনি ন্যায়বান, দয়াবান, ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষ। আবুজেহেল তাঁহাকে আক্রমণ, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু যাঁহার প্রতি সতত আল্লার কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হইছে, আবুজেহেলের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ঈর্ষানলে তাঁহার কি অনিষ্ট হইতে পারে। তোমাদের অমানুষিক অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি

বিদ্বেষপরায়ণ দুরাচার কোরেশগণ তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণে নিবৃত্ত হইল না। যাঁহার প্রতি আল্লা সতত অনুকূল, কার সাধ্য তাঁহার অনিষ্ট সাধন করে? আল্লার কৃপায় মোস্লেমকুল এক্ষণে বিশেষ পরিপুষ্ট ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন এবং জগতবাসীকে তিমিরাচ্ছন্ন পাপকূপ হইতে উত্তোলন করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিতেছেন। সতত যাঁহার যশসৌরভে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আমোদিত হইতেছে, স্বামিন্! ভাবিয়া দেখুন, সেই ব্যক্তি কত মহান্, কত উন্নত? জগতে তাঁহার সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? অথবা তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে। যাঁহার প্রবল প্রতাপে সসাগরা বসুন্ধরা সতত বিকম্পিত, যাঁহার সহচর বন্ধুগণ বলবিক্রমে কেশরীবিজয়ী বীরপুরুষ, নাথ! সেই বীরকেশরী মহাপুরুষদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন? প্রিয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, বারংবার বারণ করি, ক্ষান্ত হউন। এ দাসীর প্রার্থনা তাচ্ছিল্য করিবেন না, সমর অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় বাস করুন। সে জ্বলন্ত হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় ঝম্প প্রদানের সঙ্কল্প কেন করিতেছেন? সে উন্মত্ত বারণের পদদলিত হইতে এত সাধ কেন? অতএব হে প্রাণেশ্বর! অমূল্য জীবন ধন লইয়া স্বগৃহে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন।

অভিদ নববধূ লেহাজানের মুখে মহাম্মদের (দঃ) অজস্র গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি! তুমি ইস্লাম

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও মোস্লেম বীরপুরুষগণের সুখ্যাতির বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাকে দুর্ব্বলা নিঃসহায়া কুলকামিনীর ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে না। তুমি বীরাঙ্গনা বীর-জায়া ছি ছি প্রিয়তমে! তোমার মুখে কি ওরূপ কথা শোভা পায়? কোরেশগণ পৈতৃক ধর্ম্ম, পৌরাণিক প্রথা প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিবে না। ইস্লাম ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিতে পারিলে কোরেশগণ পৈত্রিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ কোরেশকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবাক্য ও রাজাদেশ লঙ্ঘন করে, রমণীর রূপজ মোহে মোহিত হইয়া রণ-বিমুখ কাপুরুষের ন্যায় স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া অন্তঃপুরে বাস করে, তাহার মরণই মঙ্গল; সেই ঘৃণিত কীটের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। প্রেয়সি! তুমি আমাকে কাহার ভয় প্রদর্শন করিতেছ? আমি বীরবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ দুর্ব্বল মোস্লেম সৈনিকগণের ভয়ে ভীত হইব? আর তুমি ভয়ানক কাহাকে বলিতেছ? কোরেশকুলের বল-বীর্য্য, অস্ত্র-পরিচালন-নৈপুণ্য তুমি কি বিদিত নহ? যুদ্ধই কোরেশগণের একমাত্র ভূষণ। রণক্ষেত্র তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র। প্রাণেশ্বরী! আমি সেই অমিততেজা বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সামান্য ইস্লাম-সৈন্য-ভয়ে গৃহে অর্গলাবদ্ধ থাকিব? ছি ছি! বড়ই ঘৃণার কথা। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। সম্মুখসমরে শিরচ্ছেদ হইলে বীরকুল ধন্য ধন্য করিবে। ইতিহাস যশোগান গাহিবে। অতএব হে প্রিয়ম্বদে! তোমার অনুরোধে

যুদ্ধে বিরত থাকা কি আমার কর্ত্তব্য ? নবপত্নী সোহাজান মস্তকের অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিল, প্রাণেশ্বর! আপনার প্রবোধ বাক্যে আমি কিছুমাত্রে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। এ সময়েই জয়ের ত আশাই নাই, প্রাণরক্ষা আত্মরক্ষা বিষম সঙ্কট আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কোরেশ-রমণীগণ পতিপুত্রবিয়োগে উচ্চরোলে মক্কানগর বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। কোরেশ পক্ষ হইতে শান্তিদেবী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে তাই বলি, প্রাণনাথ! এবারকার মত রণে ক্ষান্ত হউন।

অলিদ বলিলেন, চন্দ্রাননে! তুমি যতই ভয় প্রদর্শন কর না কেন, আমি কিছুতেই রণবিমুখ হইব না। ঐ দেখ প্রিয়ে! যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। রণোৎসাহী সৈনিকগণের জয়ধ্বনিতে রাজপুরী বিকম্পিত হইতেছে। প্রিয়ে! আর ক্ষণিক বিলম্বও অসহ্য। শীঘ্র শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া উভয়ে অবিচ্ছেদে দাম্পত্য-সুখভোগ করিব। উভয়ে আবার প্রেম-তরঙ্গে সুখতরী ভাসাইব। এই বলিয়া অলিদ চকোররূপে সোহাজানের বদন-চন্দ্রিমা সুধাপান করিয়া সহসা গমনোদ্যত হইলেন। স্বামীকে একান্ত রণাভিলাষী দেখিয়া, সোহাজান অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কাতরকরুণস্বরে বলিল, প্রাণেশ্বর! কণ্ঠরত্ন! হৃদয়রাজ! এ অবলাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া কোথায় যাইতেছেন? প্রাণেশ! আমাকে প্রণয়-পাশে আবদ্ধ করতঃ ক্ষণকাল

সুখের আশা প্রদান করিয়া, বিষাদ-সাগরে ডুবাইতে চলিলেন? প্রাণপতি! একান্তই নির্দ্দয় নির্ম্মম অন্তরে চলিলেন? ইহজীবনে ত আশা নাই, পরকালে যেন আপনার ন্যায় পতির পদসেবায় বঞ্চিত না হই নাথ—এই আশীর্ব্বাদ করিবেন

অলিদ প্রিয়তমা পত্নীর কাতর বিলাপে অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে লেহাজানের হস্ত ধরিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে সুন্দরী! আমার জীবনের এই একটি ভয়ানক সময়। এ সময় তোমার প্রসন্নমুখ দেখিয়া যাইতে পারিলে আমি মহোৎসাহে শত্রুকুল বিনাশ করিয়া নিশ্চয় জয়লাভ করিতে সক্ষম হইব। তোমার এই বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন বদনখানি আমার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া, হৃদয়ের বল, উৎসাহ সকলই দমিয়া যাইতেছে। তুমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার যুদ্ধযাত্রার গতি ফিরাইতে পারিবে না। তবে কেন আমার রণযাত্রাকালে অশ্রুজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ

"তবে এস নাথ! এস, আর তোমার বীরনামে কলঙ্ক-কালিমা আরোপিত করিব না তোমার গন্তব্যপথে আর বাধা দিব না। তোমাকে স্ত্রৈণ নামে কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু নাথ! আমার এই অঙ্গ শোভনীয় রত্নালঙ্কার, এই কারুখচিত রজতকঙ্কণ, এই হৈমময় কর্ণাভরণ কিসের জন্য? কাহার নয়নানন্দের জন্য অঙ্গে ধারণ করিব?" এই বলিয়া

লেহাজান প্রত্যেক অঙ্গ হইতে এক একটি আভরণ উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অলিদ আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না। তিনি সজীবনে প্রিয়তমা পত্নীর বৈধব্যভাব দর্শন করিতে করিতে যুদ্ধগামী সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। আবুজেহেল পূর্ব্বে হইতেই সৈন্য-সামন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; অলিদ উপস্থিত হইবামাত্র সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, চল, এখনই যুদ্ধে গমন করি। এতবা বলিলেন, মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার এই উপযুক্ত সময়, আর অনর্থক কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া এতবা অগ্রগামী হইলেন। কোরেশগণ অদম্য উৎসাহে তাঁহার অনুগামী হইল। পথিমধ্যে এক শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ পুরুষ তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজদলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আবুজেহেল সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অজ্ঞাত কুলশীল প্রাচীন পুরুষ! তুমি কি অভিপ্রায়ে আমার দলে মিলিত হইলে? তদুত্তরে ছদ্মবেশী বৃদ্ধপুরুষ কহিল, আমি মোহাম্মদ (দঃ) ও তাহার দলস্থ লোকের পরম শত্রু, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছি আমি অসিযুদ্ধে সুনিপুণ এবং শরনিক্ষেপ আমার অব্যর্থ সন্ধান। আজ পর্য্যন্ত কোন বীরপুরুষ আমার সহিত সম্মুখীন যুদ্ধে সজীবনে রণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অদ্য আপনার শত্রুগণকে সমূলে

শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিব। আবুজেহেল নবাগত সৈনিক পুরুষকে কহিলেন, হে বীরবর সৈনিক পুরুষ! আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। অদ্য হইতে তোমাকে আমার সৈন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে তোমাকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা হইবে এবং আশার অতিরিক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।

নবাগত পুরুষ আবুজেহেলের প্রবল উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া বদরপ্রান্তরে উপস্থিত হইল, কিন্তু আবুসুফিয়ান অথবা তাহার দলস্থ বণিকগণের কাহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া বিষাদ চিন্তা-বিজড়িতচিত্তে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল। পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সসৈন্যে মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া প্রবলবেগে বণিকগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। যখন হজরত সৈন্যসহ জাকরান নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন, সেই সময় জেব্রাইল (আঃ) আবুজেহেলের সৈন্যসহ ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ হজরতকে জ্ঞাপন করিলেন। হজরত জেব্রাইলের নিকট কাফেরগণের এই যুদ্ধাভিলাষের বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রিয় সহচরগণকে আমূল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী সৈন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মোসলেম সৈন্যদল! এক্ষণে দুইটী প্রবল শত্রুদল আমাদের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে। প্রথম আবুসুফিয়ান ও তাহার দলস্থ বণিক সম্প্রদায়। দ্বিতীয়

তাহাদের সাহায্যকারী আবুজেহেল ? তোমরা কোন্ দলের সম্মুখীন হইয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে সংকল্প করিয়াছ ? হজরতের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া কতিপয় অর্থলোভী লঘুচেতা বলিল, হজরত ! বণিকদলের সহিত যুদ্ধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করিতে পারিলে, প্রভূত ধন-সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইবে। আবুজেহেলের ন্যায় প্রবল বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন প্রকারেই সাহসী নই। হজরত ভীতি-বিহ্বল সৈনিকগণের প্রমুখাৎ এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় সহচরগণ ! তোমাদের অভিলাষ কি ? হজরতের বিষণ্ণভাব দর্শনে হজরত হামজা (রাজিঃ) বিনীতভাবে বলিলেন, হে ইস্‌লাম গুরো ! আপনি কি জন্য চিন্তান্বিত হইতেছেন ? যখন যুদ্ধাভিলাষে মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন অরিকুল নিঃশেষ না করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিব না—বিধর্ম্মীর রক্তে এই কোষমুক্ত তরবারি রঞ্জিত না করিয়া; এই বদর প্রান্তে শত্রুর শোণিত স্রোতে সুরলমদ প্রবাহিত না করিয়া, নিবৃত্ত হইব না। আজ যদ্যপি মহাজেরগণ ও আন্‌সারগণ শত্রুদলে মিলিত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তথাপি নিশ্চয় জানিবেন, হামজার দেহে জীবন থাকিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না যদি আজ, দানব, মানব, যম, বরুণ একত্রিত হইয়া আবুজেহেলের পক্ষ সমর্থন

করে, তথাপি নিশ্চয় জানিবেন, বদর-যুদ্ধে হামজার হস্তে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আজ তাহাকে রক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। এই ভীষণ প্রান্তরে সসৈন্য তাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিব। হে মহাপুরুষ! আপনি কি অবগত নহেন যে, কত অগণিত মহারথী মহাবীর আমার বর্শাগ্রে মস্তক প্রদান করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। কত কেশরী-বিক্রম মাতঙ্গাকার মহাদৈত্য অব্যর্থ তরবারি নিক্ষেপে পর্ব্বত পরিমাণ দেহ রাখিয়া গতাসু হইয়াছে? আজ কি না কীটাণুকীট আবুজেহেল কতিপয় সৈন্য লইয়া উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে! পিপীলিকার পালক বহির্গত হইলে তাহার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে হইবে। তেমনি দুরাচার পাপাত্মা আবুজেহেলের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য আপনার সহিত তাহার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। হজরত! আপনি অণুমাত্র চঞ্চল বা ভীত হইবেন না এই আমি অসি-কোষমুক্ত করিলাম, পাপাত্মাকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া ক্ষান্ত হইব না

হামজার রণোৎসাহ ও বীরদর্পে হজরতের বিষণ্ণ বদন প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিল। অনন্তর হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, হজরত! আমরা জীবিত থাকিতে আপনি যুদ্ধের জন্য কেন চিন্তা করিতেছেন? যুদ্ধের অভিলাষেই মদিনা ত্যাগ করিয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছি। আবুজেহেলের সহিতেই যুদ্ধের ঐকান্তিক বাসনা। আল্লাহর আদেশে বিধর্ম্মীর রক্তে ইস্‌লামচরণ

বিধৌত করিয়া, আজ পবিত্র ইসলামকে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিব। ধর্ম্মবলহীন, দুর্ব্বলহৃদয়, অর্থপিশাচ মানব ধর্ম্মযুদ্ধে কি দণ্ডায়মান হইতে পারে? তাহারা ঐহিক সুখের অভিলাষী, ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ নাই অর্থই তাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব। সেই স্বার্থপর ধনলোলুপ ঘৃণিত সৈনিকগণকে আমাদের সংসর্গ হইতে বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর হজরত আলী অপর সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় মোসলেম সৈনিকগণ! আজ জগদ্বিজয়ী পিতৃব্য হামজা স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রগামী আমিও তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক; তোমরা যদ্যপি সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের অনুরাগী হও, তাহা হইলে সত্বর আমাদের অনুসরণ কর।

সৈনিকগণ হজরত আলীর উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "জয় জয়" রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, সমরক্ষেত্রাভি-মুখে গমন করিল; হজরত আনন্দিতমনে সৈন্যসহ বদরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

পাপপুরুষ শয়তানের চক্র।

ঘোর অন্ধকার রজনী। ইস্‌লাম-সৈন্যশিবির ও কাফের সৈন্য-শিবির অদূরে স্থাপিত। মোস্‌লেম সৈন্যগণ পথশ্রান্তিবশতঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় শয়তান আবুজেহেলের দলে প্রবেশ করিয়া এই মন্ত্রণা দিল যে,এস্থলে জলাভাব, ইস্‌লাম সৈন্য-গণকে অপবিত্র করিতে পারিলে, তাহারা কোন প্রকারেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। পাপাত্মা এই প্রকার মন্ত্রণা দিয়া স্বপ্নদোষে দূষিত করিয়া তাহাদিগকে বিষম বিড়ম্বিত করিল।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে হজরত দেখিলেন, সৈন্যগণ স্বপ্নদোষে অপবিত্র দেহ হইয়া জল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। শয়তান ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে ইস্‌লাম সৈন্যগণ! তোমাদের দুর্গতির পরিসীমা নাই। দেখ তোমাদের উপাসনার সময় নিকটবর্ত্তী, পরন্তু তোমরা অপবিত্র হইয়া রহিয়াছ। এ স্থানে একবিন্দু মাত্র জল নাই যে, স্নান করিয়া দেহ পবিত্র কর। তোমাদের জানু পর্য্যন্ত বালুকারাশিতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। কি প্রকারে শত্রুসম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? পক্ষান্তরে তোমাদের বিপক্ষ কোরেশগণ মহোল্লাসে নিরাপদে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কোন বিষয়েও অভাব বা কষ্ট

নাই, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা শতগুণে সুখী ও স্বচ্ছন্দ। তোমরা সতত গৌরব করিয়া থাক, অদ্বিতীয় সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমাদের সহায় ও সানুকূল এবং প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের পরম হিতৈষী! কিন্তু এ ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমাদের প্রতি তাঁহাদের কোন প্রকার সহানুভূতি দেখিতেছি না। তোমাদের এ দুর্গতি নিবারণের কোনরূপ ব্যবস্থাও দেখিতেছি না।

এদিকে মোহাম্মদ (দঃ) প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া, সেই অদ্বিতীয় দয়ালু আল্লার সন্নিধানে বারি-বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল আল্লা প্রিয়জনের কাতর প্রার্থনায় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন? প্রসন্নচিত্তে ভক্তের প্রার্থনায় তুষ্ট হইযা, প্রেম ও দয়ার নিদর্শন স্বরূপ অজস্র বারিবর্ষণে বিশুষ্ক বদর প্রান্তরে নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। হৃষ্টতুষ্ট সৈনিকগণ পবিত্র জলে অবগাহন ও অজু করিয়া পবিত্র হইল এবং সানন্দে প্রাতঃ উপাসনা সম্পন্ন করিয়া পুলকিত হইল। পিপাসিত অশ্ব ও উষ্ট্রগণ জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। মহাপাতকী শয়তানের মায়াজাল নিমিষের মধ্যে ছিন্ন হইয়া গেল।

বদর যুদ্ধ।

হিজরির দ্বিতীয় বৎসর রোমজান মাসের সপ্তদশ দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময়, আবুজেহেলের সহিত হজরতের বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইস্‌লাম ও কোরেশগণের কোলাহল ও জয়-ধ্বনিতে রণক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল। কোরেশসৈন্য এগার শতের অধিক সমবেত হইয়াছিল। তম্মধ্যে দুই শত জন বীরপুরুষ সগর্ব্বে অসিচালনা করিতে করিতে সমরপ্রার্থী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল কেফায়েত তালেব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—ময়াইয়া পুত্র বরিয়া, সইদের পুত্র আস, উম্মিয়ার পুত্র আছ, আবদোল্লার পুত্র আমের, খলিদের পুত্র নফল, ওতবার পুত্র অলিদ, অলিদের পুত্র কাবায়েছ, হারেশের পুত্র আবিদা, কয়েছের পুত্র আবুল কাছ, সিবা এবং আসাদ, কোরেশ অধিপতি আবুজেহেলের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বিজয়-পতাকা হস্তে ধারণপূর্ব্বক সম্মুখ-সমরে দণ্ডায়মান হইল।

পক্ষান্তরে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা, বহুসংখ্যক শত্রুসেনা দর্শন করিয়া মোস্‌লেম সৈনিকগণ পাছে ভীত হয়, তজ্জন্য ইসলাম সৈন্যের চক্ষে শত্রু-সৈন্য মুষ্টিমেয় বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং বিধর্ম্মিগণ ইস্‌লাম সৈন্যগণকে তাহাদের দ্বিগুণ অনুমান করিতে লাগিল। সুতরাং

তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

সর্ব্ব প্রথমে এতবা নামক বিধর্ম্মী সৈনিক আবুজেহেলের নিকট যুদ্ধানুমতি লইয়া, মহাগর্ব্বে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, মোহাম্মদ (দঃ), বহুদিন হইতে আমি তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে যোদ্ধৃবেশে এই বদর-ক্ষেত্রে দর্শন পাইলাম। এখন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও। আউব এবং আবদুল্লা ইসলাম সৈনিকদ্বয় মোহাম্মদ (দঃ) নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হজরত! আজ্ঞা করুন, ঐ বিধর্ম্মীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া আসি। দুরাত্মা কাফেরের স্পর্দ্ধা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না (কোরাণ ছুরা আল ইমরান,, সওানিয়ে উমরি)। হজরত কহিলেন, যাও, আমি তোমাদিগকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি প্রদান করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর।

আবদুল্লা হজরতের আজ্ঞা পাইয়া বিদ্যুৎগতিতে রণস্থলে এতবার সম্মুখীন হইলেন। এতবা কহিল, হে যুদ্ধার্থী সৈনিক-পুরুষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার আত্ম-পরিচয় দিয়া বাধিত করুন। আবদুল্লা বীরদর্পে কহিলেন, রে পাপাত্মা বিধর্ম্মী কাফের! আমি তোর সহিত সখ্যতাস্থাপন করিতে রণক্ষেত্রে আসি নাই। যুদ্ধ করিতে আসিয়া আত্ম-পরিচয়ের আবশ্যক কি? রণক্ষেত্রই পরীক্ষার প্রকৃত স্থান, তাহা এখনই

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবি। আর যদ্যপি আমার অন্য পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিস্, তাহা হইলে জানিস্, আমি আন্সার দলস্থ আবদুল্লা নামে অভিহিত। বিধর্ম্মীকুল নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে আগমন করিয়াছি। যদি বীরত্ব এবং শক্তি থাকে, সত্বর আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'। বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় কালবিলম্ব করা উচিত নহে। বিলম্বে তোর মঙ্গল, কিন্তু আমার পক্ষে অসহ্য। সত্বর যে কোন অস্ত্র ইচ্ছা নিক্ষেপ কর্ আর যদ্যপি ভীত হইয়া থাকিস্, তাহা হইলে স্ব-শিবিরে প্রস্থান কর্

এতবা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া কহিল, হে মদিনাবাসী আন্সার সৈনিক পুরুষ। যদ্যপি আত্মীয় কোরেশবংশ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ থাকিত, তাহা হইলে তুমি এতগুলি কথা বলিবার অবসর পাইতে না, অবশ্যই এতক্ষণ এতবার শক্তির পরিচয় পাইতে। অতএব তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়া আত্মীয় কোরেশবংশীয় কোন এক ব্যক্তিকে সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর

হজরত এতবার গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া, আন্সারগণকে শিবিরে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিলেন এবং আবু ওয়েদা, আলী ও হামজাকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। আবু ওবেদা যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া কটিদেশে করবাল ধারণ করিয়া মহাতেজে রণস্থলে এতবার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এতবা মহাগর্ব্বে ওবেদাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার তনয়? এ তরুণ বয়সে তোমার জীবন কি এতই ভারবোধ হইয়াছে যে,

আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছ? আমি ইচ্ছা করিলে শোণিতসলিলে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে পারি। শত সহস্র অমিততেজা মহাবীর আমার পদাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছে। তুমি আমার তুলনায় সামান্য হীনবল পতঙ্গসদৃশ, ফুৎকারে তোমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। তুমি শীঘ্র আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। বিনা পরিচয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে কেন?

আবু ওবেদা ধীর গর্ব্বহীন বাক্যে উত্তর করিল, আমি আবুহারেসের পুত্র ওবেদা, কাফেরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি। যাহারা হজরতের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদিগকে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যাগমন করিব।

পাপাত্মা এতবা আবু ওবেদার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিহ্বলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আপন পুত্র ও ভ্রাতাকে আদেশ করিল, তোমরা ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, অপর দুই জনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি এই দুষ্টকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।

এতবার ভ্রাতা শিবা ও পুত্র অলিদ এই দুইজন ইস্‌লাম বীরদ্বয়কে আক্রমণ করিল। শিবা হামজার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল, হে বীরবর! আপনি কাহার পুত্র? কেন অনর্থক যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইবেন? নিশ্চয় জানিবেন,

মোহাম্মদের (দঃ) সৈন্য ও তাহার ধর্ম্ম চিরকালের জন্য জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে

কাফেরের গর্ব্বিতবাক্যে হামজা আরক্তলোচনে কহিলেন, রে কাফেরাধম ? জানিস্ না, আমি কে ? আমি মতালেবের পুত্র হামজা, যে ব্যক্তি ত্রিলোক-বিজয়ী বলিযা জগতে বিখ্যাত, যাঁহার অতুলনীয় বাহুবলে দেব, দানব, মানব প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, যাঁহার পদভরে ধরা বিকম্পিত, রণস্থলে শত্রুগণ ব্যাকুল হইয়া নতশিরে ক্ষমাপ্রার্থী হইযা জীবন-ভিক্ষা করে—সেই হামজা স্বয়ং কৃতান্তরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়-মান

শিবা কহিল, হামজা, তুমি জগতের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ সত্য কিন্তু আজ তোমার আসন্নকাল উপস্থিত কেন পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে ইচ্ছা কর ? এই কথা বলিয়া দুরাত্মা শিবা সজোরে হামজার প্রতি অসি চালনা করিল। হজরত হামজা, তাহার আঘাত ব্যর্থ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শিবার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি নিক্ষেপ করিলেন। বীরবরের অব্যর্থ সন্ধানে বিধর্ম্মী সৈনিকের মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শিবার বীরদেহ বন্যপশুর উদরস্থ হইল অনন্তর হামজা কেশরী-বিক্রমে বিপক্ষ সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে অলিদ বীরদর্পে আলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং জাতীয় প্রথানুযায়ী পরিচয়প্রার্থী হইল কুমার আলী

অলিদের প্রতি বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, রে বিধর্ম্মি! যুদ্ধক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিচয়ের প্রয়োজন কি? সাধ্য থাকে, অস্ত্র ধারণ কর্। অস্ত্রচালনাশক্তি ও রণনৈপুণ্যই বীরপুরুষের প্রকৃত পরিচয়। আমি হজরতের বাল্যসহচর আলী নামে অভিহিত, মক্কাবাসিগণের নিকট আরব-ঐশ্বরিক সিংহ নামে পরিচিত। যদি জীবনের আশা ও প্রাণের মমতা থাকে, ব্যাধ-বিতাড়িত শৃগালের ন্যায় প্রাণ লইয়া রণস্থল পরিত্যাগ কর্ তুই যুদ্ধকৌশল-অনভিজ্ঞ সামান্য যুবকমাত্র। তোর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা। বিশেষতঃ আজি তুই যুবতী সোহাজানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিস্! সে চাতকিনীর ন্যায় তোর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ তোর মৃত্যু-সংবাদে সেই অবলা বালা বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত হইবে, অনাথা অসহায়া হইয়া যাবজ্জীবন দুঃখ পারাবারে ভাসিতে থাকিবে। অতএব তোকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, শীঘ্র রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে নব-পরিণীতাসহ দাম্পত্য-সুখ ভোগ কর্! নব প্রেমপাশবদ্ধা তোর প্রিয়তমা সোহাজানকে চিরতরে দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিস্ না!

যুবক অলিদ আলীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া কহিল, কুমার! আমার হস্তে তোমার জীবনান্ত সুনিশ্চিত। সেইজন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছ? আমি কোরেশবংশীয় বীরকুলচূড়ামণি এতবার পুত্র অলিদ।

মোস্‌লেমকুল নির্ম্মূল করিতে, বাস্তবিকই প্রণয়-প্রতিমা নব-পরিণীতার মায়া ও বাসরগৃহের ফুলশয্যা পরিত্যাগ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাবধান! এই বর্শাঘাতে তোমার ইহলীলার অবসান করিব এই বলিয়া বীরদর্পে আলীকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। আলী ক্ষিপ্রগতিতে বর্শা বাম করে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে অসি লইয়া অলিদের বামহস্ত ছেদন করিলেন অলিদ অপর হস্তে অসি ধারণ করিতে উদ্যত হওয়ায়, নিমিষের মধ্যে আলীর শাণিত তরবারিতে অলিদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নিহত সৈনিকের তর্জ্জনীতে নববিবাহের চিহ্নস্বরূপ সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়, আলী বলিলেন, রে হতভাগ্য। আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নবপরিণীতাকে বিধবা করিলি আশা করিয়াছিলি, নবপরিণীতাসহ সুখ-সম্মিলনে কতশত সুখ রজনী অতিবাহিত করিবি যা পাপাত্মা, তৎ-পরিবর্ত্তে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ কর্‌। অনন্তর আলী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বিধর্ম্মী অলিদকে ধিক্কার প্রদান করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দারাব নামক জনৈক বিধর্ম্মী দ্রুতবেগে আসিয়া আলীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু আল্লার অনু-কম্পায় তাহাতে আলীর কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইল না অনন্তর আলী রোষবিহ্বল সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া পাপাত্মা নরপিশাচ দারাবের বক্ষে সজোরে পদাঘাত

করিলেন, সেই পদাঘাতে দুরাত্মার পাপজীবন দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। এইরূপে কুমার আলী অতুল বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বিধর্ম্মী সৈনিকগণকে দলে দলে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মোস্‌লেম সৈনিক আবু ওবেদা মহাপরাক্রমশালী বিধর্ম্মী এতবার অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়া, ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। তদ্দর্শনে হামজা ও আলী দ্রুতবেগে এতবাকে আক্রমণ করিযা কহিলেন, রে বিধর্ম্মী কাফের. সাবধান হও, এক্ষণে কৃতান্তের করাল-কবলে পতিত হইয়াছ আর তোমার রক্ষা নাই, জীবনের আশা ভরসা পরিত্যাগ কর। এখনিই তোমাকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। তদনন্তর আলী এতবার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হামজা আবু ওবেদাকে মোস্‌লেম শিবিরে প্রেরণ করিলেন। আলী সজোরে এতবাকে ভূতলশায়ী করিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করতঃ হস্তদ্বয় কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া হজরতের নিকট প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধান্তে দেখা গেল, বহু-সংখ্যক বিধর্ম্মী সৈনিক ও সেনাপতি নিহত ও বন্দী হইয়াছে। কেবল পাঁচজন মাত্র মোস্‌লেম সৈনিক বিধর্ম্মীর অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। কোরেশবংশীয় বীরবর আসাদ সেনাপতি এতবাকে আলীর হস্তে বন্দী দেখিয়া, একহস্তে বিজয়-পতাকা ও অপর হস্তে শাণিত কৃপাণ ধারণ করিয়া অমিততেজে আলীকে আক্রমণ করিল। আলী অবিলম্বে সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

আসাদের অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, পাছে প্রিয় সহচর আলী শত্রুর হস্তে পরাস্ত হন, সেইজন্য দয়াময় আল্লাহ্ নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান্ বিঘ্ননাশন, বিপদবারণ, দয়াময় আল্লাহতালা! এই অধম কাতর কিঙ্করের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া এই ভীষণ বদর-প্রান্তরে স্বকীয় দয়ার নিদর্শন স্বরূপ দৈবসাহায্য প্রদান করিয়া বিপদাপন্ন ইস্‌লামমণ্ডলীকে বিধর্ম্মিগণের কোপানল হইতে রক্ষা করুন অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি আল্লাহতায়ালা প্রিয়তম ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বিগলিতচিত্ত হইয়া তদীয় সাহায্যার্থ পঞ্চ সহস্র স্বর্গীয় দূত মানবাকারে মোস্‌লেম সৈন্যদলে পাঠাইয়া দিলেন সাহায্যকারী স্বর্গীয় দূতগণ মোস্‌লেম সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্-ভক্ত মোস্‌লেম বীরবৃন্দ! মানবকুলে তোমরাই ধন্য। সর্ব্বশক্তিমান আল্লা স্বয়ং যখন সহায় তখন নিশ্চয় তোমরা জয়লাভ করিবে। শত্রুগণ সংখ্যায় অত্যল্পমাত্র, নির্ভীক চিত্তে বীরত্ব প্রকাশ কর। এখনই বিধর্ম্মিগণ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে

হজরত স্বর্গীয় দূতগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বিশ্বাসী মোস্‌লেম সৈন্যগণ! তোমরা হতোৎসাহ বা ভীত হইও না, এখনিই আল্লার অনুগ্রহে তোমরা জয়লাভ করিবে। প্রাণপণে বিধর্ম্মিগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর। সাবধান! কাপুরুষের ন্যায় বিধর্ম্মীদলকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। হজরতের উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া "আল্লাহ-

আক্‌বর" রবে দ্বিগুণ উৎসাহে বিধর্ম্মী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে, অশ্বের হ্রেষারবে, বীরপুরুষগণের গম্ভীর নিনাদে রণক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল পক্ষান্তরে স্বর্গীয় দূতগণও অসিহস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা অসিচালনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, দয়াময় আল্লা অবিলম্বে বিধর্ম্মি-গণের গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিতে শিক্ষা দিলেন দূতগণ অস্ত্র-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রাঘাতে বিধর্ম্মী সৈনিকগণকে দলে দলে বিনাশ করিতে লাগিলেন এদিকে হজরত আলী ক্রোধো-ত্তেজিত সিংহের ন্যায় অসীম বিক্রমে আসাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, পরিশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া আসাদের স্কন্ধে গুরুতররূপে অসির আঘাত করিলেন। একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া আসাদ ভূতলশায়ী অবস্থায় আপন জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিল আসাদের মৃত্যুতে কোরেশ কাফের-গণ হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হজরত আলী একে একে সকলকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বহু যোজনব্যাপী সমরভূমি বিধর্ম্মিগণের শবদেহ পরিপূর্ণ হইল।

পরিণাম কাহার না আছে? দিনের শেষে রাত্রি, পূর্ণিমার পর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য; সেইরূপ সুখের পর দুঃখ মানবজীবনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়ত বিরাজ করিতেছে। একদিন আবুজেহেলের প্রবল-

প্রতাপে,সমগ্র আরবদেশ সতত সশঙ্কিত ছিল, আজ তাহার দুর্দ্দশা দেখ, বনের ইতরপ্রাণীরাও তাহা অপেক্ষা শতগুণে সুখী, স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান্ কোরেশ অধিপতি আজ ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় শবদেহের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। আত্মগ্লানির অন্তর্দাহে তাহার পাপময় জীবন দগ্ধ হইতেছে। আজ তাহার চিরপোষিত পাপলিপ্সা সকল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া, বজ্রাঘাত সম যন্ত্রণায় অধীর করিয়া তুলিতেছে শোকে, তাপে, দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া বাতুলের ন্যায় কত কি বিলাপ করিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া নিজের জীবনে ধিক্কার প্রদান করিতেছে হায়! আজ আমি বন্ধুহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন; শীঘ্রই জীবনহীন হইতে হইবে। হায়! আমি সকলই হারাইলাম, আমার চির-অভিলষিত উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। মরিলাম, কিন্তু চিরশত্রু মোহাম্মদকে (দঃ) নিধন করিতে পারিলাম না। দুরাত্মা আবুজেহেল শ্মশানভূমে মনোদুঃখে কত কি আক্ষেপ করিতেছে এমন সময়ে মস্উদ আবুজেহেলকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা বিধর্ম্মী আবুজেহেল! তুই একাকী এই নির্জ্জন স্থানে কি ভাবিতেছিস্? রে চিরশত্রু! রে প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদের চিরশত্রু! আজ তোর সে অহঙ্কার মাৎসর্য্য কোথায়? কোন্ মুখে তুই হজরতকে কুহকী বলিয়া নিন্দা করিতিস্? কোন্ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তুই মোস্লেমগণকে সতত বিদ্বেষ চক্ষে দর্শন করিতিস্? নারকী! তোর সে সৈন্য-সামন্ত, বন্ধুবান্ধব,

সহায়-সম্বল কোথায় ? পাপাত্মা! ধর্ম্মের বল দেখ্, "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই মহাপুরুষের বাক্য স্মরণ কর্, আজি মসউদ তোর জীবনান্ত করিতে কৃতান্ত-রূপে দণ্ডায়মান। কার সাধ্য তোকে রক্ষা করে ? মৃতের ভাণ করিয়া শবস্তূপে লুক্কায়িত থাকিলে কি নিস্তার আছে ?

বজ্রনিনাদ সদৃশ মসউদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া শরবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় আবুজেহেল চমকিয়া উঠিল এবং রোষে, ক্ষোভে ও অভিমানে উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, রে হীনবল সৈনিক! শৃগাল হইয়া সিংহের নিকট আস্ফালন ? মসূউদ কহিলেন, রে দুরাত্মা! কৃতান্ত তোর জীবনান্ত করিতে উপস্থিত। এ সময় বৃথা আস্ফালন পরিত্যাগ কর্ তোর মৃত্যু সন্নিকট। এই বলিয়া মসূউদ কালবিলম্ব না করিয়া, একলম্ফে আবুজেহেলকে ভূতলশায়ী করিয়া, তাহার বক্ষে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন আবুজেহেল জীবনে হতাশ হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নানাপ্রকার আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হায়! হায়! আমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া যে সকল বন্ধুর উপকার করিলাম, তাহারা আমার এই আসন্ন-কালে কোথায় ? কেহই ত আমার সহায় হইল না। এ ঘোর সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিতে একটী প্রাণীও দেখিতেছি না! আবুজেহেলের আক্ষেপ শুনিয়া মসূউদ কহিলেন, রে অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহী পাপাত্মা আবুজেহেল! এখনও যদ্যপি এক নিরাকার

অদ্বিতীয় ঈশ্বরে ও তাঁহার প্রেরিত "রসুলে" বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিস্‌, তাহা হইলে তোর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি এবং পরকালে তোর মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে বিভুসন্নিধানে প্রার্থনা করি। আর যদি তোর যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে, অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'—আমি তোকে এ নিঃসহায় অবস্থায় বধ করিয়া বীর-হস্ত কলঙ্কিত করিব না। যাহার হৃদয় কলুষ-পাপতিমিরাচ্ছন্ন, যে হতভাগা পাপান্ধ ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মের উজ্জ্বল উপদেশালোকে তাহার কি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হয়? কপটী কি কখনও সদুপদেশ দ্বারা সাধু হয়? আবুজেহেলের অন্তর শঠতায় পূর্ণ, মহাত্মা মস্‌উদের সদুপদেশে অধিকতর উত্তেজিত ও তাহার পাপ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল; নরকাগ্নি সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। এখন ধর্ম্মোপদেশ তাহাকে ভাল লাগিবে কেন? মস্‌উদকে লক্ষ্য করিয়া আবুজেহেল বলিতে লাগিল, রে মেষ-পালক মস্‌উদ! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে আর ইচ্ছা করি না। আমার যুদ্ধসাধ পূর্ণ হইয়াছে। কেশরী-বিজয়ী প্রিয় সেনাপতি আসাদ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আমার আর যুদ্ধসাধ নাই। আমার ন্যায় হীনবল মানব অনন্ত শক্তিধারী স্বর্গীয় দূতগণের সহিত যখন নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিয়াছে, তখন ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে হস্ত স্বর্গীয় বীরগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে,

দুর্বল মানবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া সেই হস্ত কি কলঙ্কিত করিব ? হে মস্‌উদ ! প্রাণরক্ষার আমার ইচ্ছা নাই, মৃত্যু-কেও আর ভয় করি না। সংসারে আর কোন বিষয়ে স্পৃহা রাখি না এই অন্তিমকালে আর মোহাম্মদের মতাবলম্বী হইব না চিরদিন তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি এবং পাপপুরুষ সয়তানের উপদেশানুসারে পাপকার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, এ আসন্নকালে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করি না এখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়, নরকই আমার উপযুক্ত আবাসস্থল। হে মস্‌উদ্ ! আমার মনোসাধ মনেই রহিল, অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, এখন মরণই আমার মঙ্গল। আমি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিলাম। শীঘ্র আমাকে হত্যা করিয়া নিজ মনস্কামনা পূর্ণ কর, আমারও মনোকষ্ট নিবারণ হউক

মসউদ কহিলেন, ধিক্ পাপাত্মা ! এখনও তোর আত্ম-গরিমা, বিদ্বেষভাব ! অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবার যদি একান্তই সাধ হইয়া থাকে, এখনই সেই সাধ পূর্ণ করি-তেছি ! এই বলিয়া এক অস্ত্রাঘাতে আবুজেহেলের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কোরেশ অধিপতি দুরাত্মা আবুজেহেল মস্‌উদের হস্তে নিহত হইলে, ইস্‌লাম সৈন্যের আনন্দসূচক জয়ধ্বনিতে সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে বীরকেশরী ~~আলীর~~ অস্ত্রাঘাতে বসুন্ধরা রক্তস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল।

এই বদর যুদ্ধে আবুস্থফিয়ানের জ্যেষ্ঠপুত্র খেজানা, হারেসের পুত্র আবিদা, কয়েসের পুত্র ওমর, ওমরের পুত্র হারমালাহ, আলিদার পুত্র করিয়েস, করিয়েসের পুত্র আবুলকাস, রবিয়া, আখবল, এলাসুদ মতলেব মগিয়া, উইসনহামজী, আমের, মকতুল, মাইয়ার পুত্র বরিয়া, সইদের পুত্র আস, উম্মিয়ার পুত্র আস্, মগিরার পুত্র মসয়ুদ, এনকাফের-পুত্র আবুল করাইস, মনজরের পুত্র আবদুল্লা, আছের পুত্র রফা, আবদুল্লার পুত্র আমের, খলিদের পুত্র নফল, আসাদ ইত্যাদি সত্তর জন বিধর্ম্মী-দলের বীরপুরুষ আলীর হস্তে নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয় অনন্তর মোস্‌লেম সৈনিকগণ ইস্‌লামের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া মহাসমারোহে শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। হজরতের আদেশানুসারে সত্তর জন শত্রুসৈনিককে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়।

বন্দীগণের প্রতি দয়া।

হজরত বদরযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া দেখিলেন, ত্রয়োদশ জন মোস্‌লেম সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তিনি তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এদিকে কঠিন্ শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী সৈনিকগণের আর্ত্তনাদে হজরত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, কারাগারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, দেশ-

বংশীয় ৭০ জন অসীম যন্ত্রণাপ্রদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে এতবা, আবুজেহেলের পুত্র আকরমা, হজরত আলীর ভ্রাতা অকিল, হজরতের জামাতা আবুইলয়াস এবং পিতৃব্য আব্বাস বন্ধন-যন্ত্রণায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন তাহাদের ক্রন্দনে হজরতের হৃদয় দয়ারসে বিগলিত হইয়া পড়িল তিনি সত্বর পিতৃব্য আব্বাসের নিকট আসিয়া তাহার কঠিন করবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। হজরত আব্বাসের বন্ধন মুক্ত করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আব্বাস নিজ আত্মীয়, কেবল তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে ; দয়ার উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সকল বন্দীর করবন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, অসীম যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন

তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনী, প্রকৃতি দেবী নীরব নিস্তব্ধ. কেবলমাত্র শ্মশান সদৃশ বদর প্রান্তরে স্তূপীকৃত শবদেহের চতুষ্পার্শ্বে মাংসলোভী ফেরুপাল নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে বন্দীগণ নিজ নিজ জীবনাশায় হতাশ হইয়া, বিষম চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছে রজনী প্রভাত হইলে, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, শত্রুর হস্তে কিরূপ ভাবে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, এই প্রকার নানারূপ দুশ্চিন্তায় দুঃখময় রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। সুখনিশি শীঘ্র শীঘ্র প্রভাত হয়, কিন্তু চিন্তা-বিজড়িত দুঃখময় রজনী অতীব বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়।

পরিণাম, সকলেরই আছে। দুঃখময় রজনী অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, বিধাতার নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিবার উপায় নাই দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। লোহিত রাগরঞ্জিত হইয়া মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন। হজরতের আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষ বন্দীগণকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। হজরতের সহচরগণ আব্বাসকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি জ্ঞানী লোক হইয়া একেশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্তর প্রতিমা ও প্রস্তর উপলখণ্ড পূজিতেছ এবং ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ অংশীবাদী বিধর্ম্মিগণের পক্ষ সমর্থন করিতেছ? তোমার এরূপ পাপময় জীবনে ধিক্!

মুসলমান আত্মীয়গণের ভর্ৎসনায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া আব্বাস কহিলেন, তোমরা কেবলমাত্র আমার দোষগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু আমি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিতেছ না।

হজরত আলী (কঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন কি সৎকার্য্য করিয়াছ? আব্বাস কহিলেন, আমি, কাবা সরিফের স্থায়ীত্বরক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি এবং কাবা সরিফের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতঃ তাহার গৌরব রক্ষা করিয়াছি হাজি লোকগণকে জমজম কূপের জলপান করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি। বন্দীগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া

তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দানে পরিতুষ্ট করিয়াছি। ঐ সকল কি সৎকার্য্য নহে ? তোমরা কেবলমাত্র লোকের পৌত্তলিকতা দর্শন করিয়া থাক, গুণের বিষয় আদৌ লক্ষ্য কর না।

আব্বাস এই কথা বলিবামাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট হইতে দৈববাণীতে এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"যাহারা স্বীয় জীবনে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কাবা মন্দিরের স্থায়ীত্ব রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। যদিও তাহারা সেইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অংশ-বাদীত্ব দোষে তাহাদের সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়াছে এবং অনন্ত-কালের জন্য প্রধান নরক জাহান্নামে তাহাদের চির আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—(কোরাণ ৯ম সুরা)

এই মহাবাক্যের (আয়েতের) মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইয়া আব্বাস অতিশয় ভীত হইলেন এবং বলিলেন, আমি মুসলমানের সহিত যুদ্ধাভিলাষ করি নাই; কোরেশগণ আমাকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে কখনও মুসলমান-গণের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই এবং এক্ষণেও করিতে ইচ্ছা রাখি না।

তচ্ছ্রবণে হজরত বলিলেন, বিধর্ম্মিদিগের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সেও বিধর্ম্মী দলভুক্ত হয়। সুতরাং এক্ষণে আপনার পাপমুক্তির জন্য কিছু অর্থ উৎসর্গ করা আবশ্যক। আব্বাস বলিলেন, আমি নিজে

কপর্দ্দকশূন্য, কি প্রকারে অর্থ প্রদান করিব ? হজরত বলিলেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে আপনার স্ত্রী ওম্মে ফজলের নিকট পঞ্চ শত মেসকাল স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই প্রদান করুন ? আব্বাস হজরতের এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার এই সঞ্চিত অর্থের বিষয় হজরত কি প্রকারে অবগত হইলেন। এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম, ইনি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক, ইঁহার প্রচারিত ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম অনন্তর তিনি সেই অর্থ দিয়া পাপমুক্ত হইলেন এবং সেই দিনই সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বন্দীগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের পরই এই আয়েত অবতীর্ণ হইল

"ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ত্তব্য নহে যে, সকল বন্দীর রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করা। তোমরা পার্থিব অর্থ সঞ্চয়াভিলাষ করিতেছ, কিন্তু ঈশ্বর পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছেন। ঈশ্বর সর্ব্বোপরি বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী। ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন যে, বন্দীদিগের মধ্যে বহুলোকের ভাগ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যদি ঈশ্বরের প্রথম আদেশ না হইত, তাহা হইলে তোমরা গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইতে। (কোরাণ সুরা আনফাল ৬৮ ৬৯ আঃ)

এই আয়েত অবতীর্ণ হইবামাত্র হজরত কয়েকজন বন্দীকে বিনা অর্থদণ্ডে কারামুক্ত করিলেন তন্মধ্যে কেহ বা পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া নরক পূর্ণ

করিল ; কেবলমাত্র হজরতের জামাতা আবল আস, বিবি জয়নাব প্রদত্ত রত্নকণ্ঠহার লইয়া মুক্তি আশায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এই কণ্ঠহার খোদেজা বিবি জয়নাবের বিবাহকালে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত রত্নহার দেখিয়া উহা খোদেজা বিবির প্রদত্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সহচর ও শিষ্যগণের মত লইয়া বিনা অর্থদণ্ডে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু বিবি জয়নাবকে মদিনা পাঠাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সহিত জয়নাবকে আনিবার জন্য জয়দকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন অত্যল্প-কাল পরে আবল আস বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া হজরতের নিকট পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন

অবশিষ্ট বন্দীগণের মধ্যে হজরত আলীর ভ্রাতা আকিল ও অজ্ঞাতনামা কয়েক ব্যক্তি সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল কিন্তু যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিল, হজরত, সহচরগণকে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল, কিছু কিছু অর্থদণ্ড করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক, অবশিষ্ট মুসলমানগণের ইচ্ছা যে পাপাত্মা-গণের শিরচ্ছেদন করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়াই কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ তাহাতে ভয়াতুর হইযা পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে অনন্তর প্রেরিতপুরুষ, দুরাত্মা নির্দ্দয় মহাপাপী এক্‌তবাকে বলিলেন, রে পাপাত্মা

এতবা! এখন তোর সে দর্প—অহঙ্কার কোথায়? ঈশ্বর-উপাসনাকালে, আমার প্রতি তুই কত অত্যাচার করিয়াছিস্, তাহা কি এখন তোর স্মরণ হয়? থাক, সে সকল কার্য্যের জন্য আমি তোকে ক্ষমা করিলাম, এখন বক্তব্য এই যে, তুই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুণ্য-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ-আবর্জ্জনা ধৌত করতঃ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনন্ত শান্তি সুখ ভোগ কর এবং পরকালের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া অক্ষয় স্বর্গ সুখভোগের অধিকারী হ ; নতুবা কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, এবং পরকালে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবি।

পাপাত্মা এতবা মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল,—আজীবন পাপ পঙ্কে চিত্ত কলুষিত করিয়া মৃত্যু সময়ে ক্ষণিকের জন্য সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ কি কারণ করিব? চিরকাল নির্দ্দয়তা, বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়া আজ এই আসন্নকালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি করিব? আমি তোমার সহিত যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বচক্ষে দেখিতেছি। ঐ যে আমি স্পষ্টই শুনিতেছি, কে যেন বলিতেছে, রে মহাপাপি! এই যমদণ্ড দর্শন কর্, এই লৌহমুদ্গরে তোর অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিব। উঃ! কি ভয়ানক যাতনা! মৃত্যু হইতেও অধিক যন্ত্রণা! জগৎ অন্ধকারময়—মের না—মের না,—হয়েছে পাপের

প্রতিফল। উত্তম হয়েছে! ঐ ঐ অগ্নিময় নরকানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! মহাপাপী এতবা মৃত্যুব পূর্ব্বে এইরূপে নরক দর্শন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আর কেন, শীঘ্র শীঘ্র তোমরা আমাকে হত্যা কর

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আলীকে ডাকিয়া বলিলেন, এখনিই এই মহাপাতকী এতবার মস্তক লৌহদণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেল। হজরতেব আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আলী (কঃ) ভীষণ মূর্ত্তি ধাবণ করিয়া লৌহমুদ্গর হস্তে দণ্ডাযমান হইয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা! এই দণ্ডাঘাত গ্রহণ করিয়া তোর চির ঈপ্সিত নরককূপে গমন কর্‌ এই বলিয়া লৌহমুদ্গরাঘাতে পাপিষ্ঠের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিযা ফেলিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে পাপীর প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িযা অনন্ত নরকধামে গমন করিল।

হজরত বদর যুদ্ধের বন্দী-সৈন্যগণের মধ্যে কাহাকেও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, কাহাকেও বিনাদণ্ডে মুক্তি দিলেন, কেহ বা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ হারাইল অতঃপর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বণ্টনের সময় মহাগোলযোগ বাধিল। যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, আমাদের বাহুবলে জয়লাভ হইযাছে, অতএব যুদ্ধলব্ধ সমুদয় সামগ্রী আমাদেরই প্রাপ্য। যাঁহারা পলায়িত সৈন্যের পরিত্যক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, ইহাতে আমাদের ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার নাই আর যাঁহারা হজরতের প্রহরী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা

বলিতে লাগিলেন, আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, অতএব ঐ সকল বস্তু পুরস্কার স্বরূপ আমরাই প্রাপ্ত হইব যখন সকলেই এই প্রকারে গোলযোগ করিতেছিলেন, সেই সময় এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"হে পরস্পর বিবাদকারীগণ! তোমরা শ্রবণ কর এবং সাবধান হও, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়, তাহার এক পঞ্চমাংশ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষাত্মার, অবশিষ্ট নিরাশ্রয় দরিদ্র পথিকদিগের জন্য ব্যয়িত হইবে। যেদিন দুই দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেইদিন আমার প্রচারকের প্রতি যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন কর, সকল কার্য্যের উপর ঈশ্বর ক্ষমতাশালী।—(কোরাণ সুরা আনফাল)

শিষ্য ও সৈন্যগণ আয়েতটী শ্রবণ করিয়া বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। হজরত সকলকে স্বহস্তে দ্রব্যগুলি বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিলেন। হজরত স্বয়ং আবুজেহেলের উষ্ট্র ও মনতেবার জোলফক্কার তরবারিখানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঐ তরবারিখানি হজরত আলী করমুল্লা অজহুকে প্রদান করিলেন। আলী সন্তুষ্টচিত্তে জোলফক্কার নামক অসিখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত দ্রব্যই অর্পিত হইয়াছিল। পরে ঐ তরবারিখানি হজরত আলীর বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। ঐ দিবসই আক্কাসের পুত্র সাদ, আসের পুত্র সাযাদের কতিকা

নামক তরবারি প্রাপ্ত হন সমুদয় বণ্টনকার্য্য শেষ করিয়া হজরত সৈন্যসহ ঐ দিবস মহানন্দে মদিনায় প্রত্যাগমন করেন।

হজরত আলীর বিবাহ।

হিজরীর দ্বিতীয় বৎসরে রজব বা সফর মাসে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা বিবির সঙ্গে বীর-কেশরী হজরত আলীর শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহ-কালে বিবি ফাতেমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর ও হজরত আলীর বয়ঃক্রম একুশ বৎসর পাঁচ মাস হইয়াছিল। বিবি ফাতেমা জগতে অদ্বিতীয়া রূপবতী, গুণবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা রমণীরত্ন ছিলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে রমণীকুলে তিনিই আদর্শরূপা। কোরেশবংশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার আদেশানুসারে আপনার একান্ত স্নেহাস্পদ আলীকেই বিবি ফাতেমার উপযুক্ত পতি বলিয়া মনোনীত করেন * আলী দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে হজরতের অনুরোধে

* মন্তব্য।—হজরত এনেস বলিয়াছেন, একদিন মসজিদের মধ্যে যাইয়া, হজরতের মুখে শুনিলাম, তিনি হজরত আলীকে বলিলেন, হে আলী (কঃ) আমাকে জেব্রাইল (আঃ) এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন যে আল্লা ফাতেমার সঙ্গে তোমার শুভ পরিণয় কার্য্য শেষ করিয় দিয়াছেন। ঐ বিবাহের জন্য চল্লিশ সহস্র ফেরেস্তাদিগকে সাক্ষ্য রাখিয়াছেন।

স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু সে সময় আলীর আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। একটী বর্ম্ম, একখান করবাল ও একটী মাত্র উষ্ট্র সম্বল ছিল। উসমান জেন্নূরেনের নিকট তাঁহার বর্ম্মখানি চারি শত আশি দেরহেম মূল্যে বিক্রয় করিয়া, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন চারি শত দেরহেম দেনমোহর ধার্য্যে ফাতেমা খাতুন বিবির শুভ-উদ্বাহ শুভলগ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর সহিত কতকগুলি মৃণ্ময়পাত্র কন্যাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত উদ্বাহ-যৌতুক প্রদান করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহতায়ালা! মৃণ্ময়পাত্র যাহাদের প্রিয় সামগ্রী, তুমি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিও অনন্তর তিনি প্রিয় জামাতা আলীকে সস্নেহ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! এই নারীকুলভূষণা, অদ্বিতীয়া রমণী-রত্ন, মোস্লেম-জগৎপূজ্য, আমার প্রিয়তমা দুহিতাকে অদ্য তোমার সহধর্ম্মিণী করিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমিও ফাতেমা খাতুনের উপযুক্ত পতি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চির-দিন অবিচ্ছিন্ন প্রণয়পাশে আবদ্ধ থাকিয়া সুখ সম্মিলনে আল্লার আরাধনায় কালযাপন কর। তোমাদের এই শুভ পরিণয় আল্লার-আদেশানুসারে সম্পন্ন করিলাম।

বিবাহের একমাস পরে ফাতেমা খাতুনের পতির সঙ্গে প্রথম একত্র বাসের উৎসব হয়। সেইদিন হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আজ্ঞাক্রমে কুলনারীগণ হজরত ফাতেমা খাতুনকে বেশ-

ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া দিলেন এবং হজরতের প্রদত্ত যৌতুক দ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। সেই সময়ে সামগ্রীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মৃণ্ময়পাত্র, একটী মিসরদেশীয় শয্যা এবং একটী যবনিকা ছিল। হজরত আলী (কঃ) বন্ধুদিগের ভোজনের জন্য চারি মুদ্রার ঘৃত, চারি মুদ্রার খোর্ম্মা ও বাদাম এবং এক টাকার পানির ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ সকল দ্রব্যের পরস্পর সংযোগে হবসি নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ দিবস জফাফের ভোজ সম্পন্ন হইবার পর, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এক হস্তে হজরত আলীর হস্ত ও অপর হস্তে ফাতেমা বিবির হস্ত ধারণ ও তাঁহার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন এবং ললাট-দেশ চুম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, বৎস আলী! তোমার এই পত্নী ফাতেমা খাতুনকে ভালবাসিলে আমাকেও তোমার ভালবাসা হইবে। পরে আলীকে ফাতেমার করে সমর্পণ করিয়া বলিলেন মা ফাতেমা! তোমার এই পতির প্রতি অচলা ভক্তি রাখিবে। তৎপরে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত প্রিয়তমা দুহিতা ফাতেমা বিবিকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইবার সময় বিষণ্ণচিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ অন্যদিকে চক্ষু ফিরান নাই। পরে আল্লার নিকট নবদম্পতীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কিছুদিন যায়, পরে একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আলীর ভবনে ফাতেমা বিবিকে দেখিবার জন্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন এবং জামাতা ও কন্যার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আলীকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া নির্জ্জনে কন্যাকে তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা বিবি বলিলেন, আমার স্বামী নানা সদ্‌গুণে ভূষিত কিন্তু বড়ই দরিদ্র। কাজেই সংসার অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে

ফাতেমার মুখে এই কথা শুনিয়া, হজরত নবী (দঃ) বলিলেন, বৎস ফাতেমা! তোমার পিতাও দরিদ্র নহেন, পতিও দরিদ্র নহেন পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন সর্ব্বপ্রথমে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি নাই, ঘৃণার সহিত পার্থিব ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করতঃ আল্লার নিকট পরকালের অমূল্য মহারত্ন গ্রহণ করিয়াছি আমি যাহা বুঝিয়াছি, যদি তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে, তাহা হইলে পার্থিব ধনসম্পত্তি তোমার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত ম ফাতেমা! আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, তোমার স্বামী আলী (কঃ) সাধুতায় আমার সহচরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমত্তায় সকলের অগ্রগণ্য, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত মা। তুমি জানিও মর্ত্তবাসীদিগের মধ্যে আল্লা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রিয় বলিয়া দুই জনকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম তোমার পিতা; দ্বিতীয়

তোমার পতি আলী। সাবধান, তোমার পতির অবাধ্য হইও না। সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিও।

ফাতেমার দুঃখমোচন।

বিবাহকালীন হজরত আলীর আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল যে, তিনি একজন পরিচারক ব পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে পারেন নাই; ফাতেমা বিবি স্বহস্তেই সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন গোধুম চূর্ণ করিয়া ময়দা করিবার জন্য স্বহস্তে তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রমের কার্য্য জাঁতা পরিচালন করিতে হইত কখন কখন অন্নাভাবে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নিরন্ন উপবাসে থাকিতে হইত এ বিষয়ে হাদিস মেস্কাত সরিফের একটি বিবরণ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

হজরত আলী (কঃ) স্বীয় পত্নী ফাতেমা বিবি স্বহস্তে যে জাঁতা চালনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় বলিবার জন্য হজরতের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাটিতে না থাকায় সাক্ষাৎ হয় নাই। কাজেই হজরত আয়েসা খাতুন রাজি আল্লা আনহাকে নিজ আগমনের বিষয় সম্যক জানাইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিলেন। হজরত কার্য্যান্তে বাটীতে আসিলে হজরত আয়েসা খাতুন (রাজিঃ) তাঁহাকে হজরত আলীর আগমন ও কষ্টের বিষয় জানাইলেন। তিনি আয়েসা (রাজিঃ আনঃ) প্রমুখাৎ

সকল বিষয় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হজরত আলীর গৃহে গমন করেন। তখন দম্পতিযুগল শয়ন করিয়াছিলেন, হজরতকে দেখিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হজরত বাধা দিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যে কষ্টের কথা জানাইয়াছ, তদপেক্ষা এরূপ দুর্লভ পদার্থ প্রদান করিব, যাহাতে তোমরা ঐহিক ও পারলৌকিক স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারিবে। আলী বলিলেন, হজরত আপনি জগতের মঙ্গলের জন্য অহর্নিশি কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছেন আপনি আশীর্ব্বাদ করিলে আল্লার অনুগ্রহে অবশ্যই আমরা সুখী হইতে পারিব। হজরত বলিলেন, যখন তোমরা স্বীয় শয্যাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন ভক্তিভরে তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" ও তেত্রিশবার "আল্লাহো আকবর" উচ্চারণ করিও, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

কথিত আছে, হজরত আর একদিন স্বীয় জামাতার গৃহে উপস্থিত হইলে বিবি ফতেমা বিষণ্ণবদনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, পিতঃ! অন্নাভাবে আজ তিন দিবস কাল আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত বলিলেন, মা! আমিও আজ চারি দিবস অনাহারে কালযাপন করিতেছি। এই দেখ, ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য উদরে প্রস্তর বাঁধিয়া রাখিয়াছি সেই দিবস হইতে ফাতেমা ক্ষুধার সময় যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

সাফিক যুদ্ধের বিবরণ

বদরযুদ্ধে আবুজেহেল সসৈন্যে নিহত হইলে আবুসুফিয়ান দুর্গম পর্ব্বতপথ অতিক্রম করিয়া বণিকদলসহ বহুকষ্টে মক্কায় উপনীত হইল। কিন্তু হজরতের বিজয়-ঘোষণা শ্রবণে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া মদিনা আক্রমণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা স্বীয় পিতা এতবা ও ভ্রাতা অলীদের মৃত্যুতে নিতান্ত শোকাকুলা হইয়া, রমণী-সুলভ প্রতিহিংসাবশে হজরত হামজা ও হজরত আলীর প্রাণবিনাশের জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিতে লাগিল আবুসুফিয়ান স্ত্রীর অনুরোধে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, যে পর্য্যন্ত না হজরত হামজা ও হজরত আলীকে হত্যা এবং মদিনা লুণ্ঠন করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত সুকোমল শয্যায় শয়ন, উদরপূর্ণ ভোজন ও কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদে মন দিব না।

অনন্তর আবুসুফিয়ান দুই শত অশ্বারোহী সৈনিক সমভি-ব্যাহারে মদিনা আক্রমণ উদ্দেশে বহির্গত হইল এবং প্রথমে সে মদিনার নিকটস্থ বনিনজরদলস্থ আখতাবের পুত্র হাই নামক ইহুদীর গৃহে উপনীত হইয়া, তাহাকে আহ্বান করিল, কিন্তু সে তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না তৎপরদিন আবুসুফিয়ান মদিনার দুই মাইল উত্তর পর্ব্ব কোণে আন-

সারদিগের খর্জ্জুর বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া দুই জন মুসলমানকে হত্যা করে হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হজরত হামজা, হজরত আলী ও কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আবুসুফিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আলী (কঃ) জোলফকার অসি করে ধারণ পূর্ব্বক হয়দরি নিনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হন আবুসুফিয়ান দূর হইতে হজরত আলীর গগনভেদী নিনাদে চমকিত হইযা, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, অবশেষে অনুমান কবিল, হজরত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আগমন করিতেছেন দুরাত্মা ভীত হইয়া খাদ্যসম্ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। হজরত আসিয়া সেই সকল দ্রব্য অধিকার করতঃ তৎপরদিন মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। তৃতীয় হিজরীর প্রথম মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:(*):—

ওহোদ যুদ্ধ।

হজরত ও আলীর ভয়ে আবুসুফিয়ান গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাহার পত্নী হেন্দা তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল আবুসুফিয়ান স্ত্রীর বাক্যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া একটি সভা গঠিত করিয়া সমস্ত কোরেশগণকে সেই সভায় আহ্বান করিল। অনন্তর সমাগত কোরেশগণ হজরতের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। আসের পুত্র ওমর, ওহাবের পুত্র হোবায়রা, জাহিরের পুত্র আবদুল্লা ও আবুওজ্জা, এই চারিজন প্রসিদ্ধ বক্তা আরবের নানাস্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রেরিত হইল।

ইহারা অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মক্কায় উপস্থিত হইল এবং কোরেশগণকে বলিল, আমরা স্ব স্ব রমণীগণকে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিব, যেহেতু তাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ, যাহাদের স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন বদর-যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য

যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে। আবুস্থফিয়ান বলিল, যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই,তাহা হইলে স্ব স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিব না, প্রাণপণে স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিব।

আবুস্থফিয়ানের স্ত্রী এতবার কন্যা হেন্দা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, সকলেই স্ব স্ব রমণী সহ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। সায়াদের পুত্র ওমায়ুমা আবুস্থফিয়ানের পত্নী হেন্দাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আকরমা, ওমর, হারেস, তালহা প্রভৃতি কয়েক জন লোক নিজ নিজ স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল এবং সকলে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল আবু আমের নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ পঞ্চাশ জন সহচর সমভিব্যাহারে কোরেশগণ সর্ব্বসমেত তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিল। তাহাদের মধ্যে সাত শত বর্ম্মাধারী সৈনিক, আর কতিপয় অশ্বারোহী। এতদ্ভিন্ন দুই সহস্র উষ্ট্র তাহাদের সঙ্গে ছিল। এই যুদ্ধে কোরেশবংশীয় সকলেই যোগদান করিয়াছিল। তাহারা আস্ফালন পূর্ব্বক মহোৎসাহে যুদ্ধ যাত্রা করিল। আকরমা অলিদের পুত্র খালেদ সেনাপতিপদে বরিত হইয়া মক্কা হইতে বহির্গত হইল এবং আবদুদার বংশীয় প্রধান প্রধান পুরুষগণ অগ্রে অগ্রে পতাকা উড়াইয়া যাইতে লাগিল। পতাকাবাহীদিগের পশ্চাতে প্রতিহিংসাপরায়ণা হেন্দা পঞ্চদশ জন স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া রণরঙ্গিণীবেশে রণস্থলে গমন করিতে

লাগিল। ঐ সকল স্ত্রীলোকগণের আত্মীয়গণ বদরযুদ্ধে নিহত হইযাছিল, তাহারা সেই শোকে অধীরা হইয়া প্রতিহিংসা-উদ্দীপক সঙ্গীতে আকাশমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সৈন্যগণের রণোৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল সেই রমণীগণের বিলাপ-সঙ্গীত-লহরীতে দুর্ব্বল হৃদয়ে বলের সঞ্চার করিয়াছিল—নিরুৎ-সাহ অন্তরে উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহারা এইরূপ সঙ্গীতে সৈন্যগণকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিল।

হে দুর্ব্বলা, অবলা রমণীকুলের রক্ষক বীরপুরুষগণ, তোমরা অদম্য উদ্যমে, অসীম সাহসে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও তোমাদের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত দেখিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব বাহুবলে শত্রুকুল বিনাশ করিতে পারিলে, আমরা উন্মত্ত হইয়া তোমাদিগকে সুকোমল বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিব, হৃদয়ের অকপট ভালবাসা প্রদান করিব এ যাত্রা যদ্যপি তোমরা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে কাপুরুষ বলিয়া তোমাদের নিন্দাবাদ জগতে ঘোষণা করিব এবং আমরা বীরাঙ্গনাবেশে শত্রু সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব হয় অরিকুল নিঃশেষ করিব, নতুবা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরাঙ্গনা নামে জগতে বিখ্যাত হইব। কোরেশরমণীকুল বদর যুদ্ধে নিহত পতিপুত্র শোকে অধীরা হইয়া উন্মাদিনী প্রায় ক্রমাগত মদিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এই সময় আব্বাস মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি কোরেশদিগের সাজসজ্জা ও

যুদ্ধায়োজন দেখিয়া বনি গফ্‌ফার দলস্থ একজন দ্রুতগামী লোককে মদিনায় হজরতের নিকট প্রেরণ করিলেন প্রেরিত ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে মদিনার অনতিদূরে ক্বা নামক স্থানে গিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কোরেশগণের যুদ্ধ সজ্জার বিষয় নিবেদন করিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সেদিন রাবির পুত্র সায়াদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি ঐ দূতকে কোরেশদিগের যুদ্ধসজ্জার বিষয় অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন রজনী সমাগত হইলে হজরত সায়াদকে সংগোপনে লইয়া গিয়া, একে একে সকলের নিকট কোরেশগণের যুদ্ধসজ্জার বিষয় অবগত করাইলেন এবং পরদিনই তিনি সায়াদকে লইয়া মদিনা যাত্রা করিলেন

যুদ্ধের মন্ত্রণা।

হজরত পরদিন বৃহস্পতিবার রাত্রে মদিনায় আসিয়া সহচরগণকে আহ্বান করিয়া আসন্ন বিপদের বিষয় অবগত করাইলেন। সেইরাত্রে তিনি আবদার পুত্র সাযাদ ও হোজয়ের পুত্র ওসায়েদ ইত্যাদি কতিপয় প্রধান প্রধান শিষ্যকে আপনার প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সমবেত মুসলমানদিগকে বলিলেন, আমরা অল্প সংখ্যক লোক, অধিকসংখ্যক শত্রুর সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে কোন প্রকারে

সক্ষম হইব না। অতএব নগর প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করাই উচিত অধিকাংশ শিষ্য হজরতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু আবদুল্লা বেন ওবাই সোলুন নামক জনৈক ইহুদি বলিল, আমাদের মদিনা নগর অবরোধ করিয়া কেহ কখন জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে না অতএব দুর্গ মধ্যে কেবল শিশুসন্তানগুলিকে রাখিয়া আমরা নগর মধ্যে সজ্জিত থাকিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আজ যে সকল ব্যক্তি বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা নগরের সীমান্তে যাইয়া শত্রু সম্মুখীন হইবেন তৎক্ষণাৎ হামজা (রাজিঃ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, যতদিন দুরাত্মা কোরেশগণের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে সক্ষম না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করিব না নিশ্চয় জানিবেন, আমির হামজার এ প্রতিজ্ঞা কখনই ভঙ্গ হইবার নহে নও-মান মালেক বলিলেন, আমরাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিব ; প্রাণান্তে সমরে পরাঙ্মুখ হইব না তৎপরে হজরত আবুবক্কর, হজরত ওমর ও মাযাজের পুত্র সায়াদ হজরতকে বলিলেন, আপনি যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া শত্রু সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই আমাদের শীরোধার্য্য, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন মতভেদ নাই।

হজরতের যুদ্ধযাত্রা।

নগরপ্রান্তে যুদ্ধ করাই স্থির হইল অনন্তর তাঁহারা হজরতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন পরদিন সকলে সমবেত হইয়া জুম্মা উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। জুম্মার উপাসনা সমাপ্ত হইবার পরই হজরত একটী সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ খোতবা পাঠ করিলেন পরিশেষে সহচর ও শিষ্যদিগকে বলিলেন, হে আন্ছার ও মহাজেরগণ, জানিও, যাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাঁহারা নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ধর্ম্মময় সারগর্ভ হিতোপদেশ-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে 'এক সহস্র মুসলমান সৈন্য ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। এই সকল মুসলমান সৈনিকের মধ্যে একজন বর্ম্মধারী, অবশিষ্ট পদাতিক আবদুল্লা বেন ওবাই সোলুন নামক জনৈক ইহুদী তিন শত সৈন্যসহ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিন্তু হজরত তাহাকে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, তিনি অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহাকে বাধ্য হইয়া দলত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আবদুল্লার কু-মন্ত্রণায় আরও দুইদল মুসলমান সৈন্য হজরতের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেনা-পতির চেষ্টায় পুনরায় দলস্থ হইয়াছিল অনন্তর হজরতের প্রতি এই আয়েত অবতীর্ণ হয়।—

সংগ্রামে বিশ্বাসীদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলে। আল্লাহ সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ তোমাদের দুই দল যুদ্ধে ভীত হইতেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি সতত সদয় ছিলেন বিশ্বাসীদিগের উচিত আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা। (কোরাণ সুরা আল এমরাণ)

এই আয়েত অবতীর্ণ হইবার পরই, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাত শত সৈন্য লইয়া, মদিনায় এক মাইল দূরে, ওহোদগিরি পশ্চাতে রাখিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তিনটী পতাকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার একটী পতাকা আউসদলস্থ আবদারের পুত্র সাযাদের হস্তে ও আর একটী খজরজদলস্থ মনজবের পুত্র হাবারের হস্তে দিলেন এবং একটি পতাকা হজরত আলী (কঃ) গ্রহণ করিলেন হিজরির তিন সালে সওয়াল মাসের সপ্তম দিবসে, হজরত সৈন্যসহ ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। জোফরান, অবুসবা ও এবনে কায়েস, এই তিনজন শিষ্য হজরতের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন জোবায়ের পুত্র আবদুল্লাকে পঞ্চাশ জন ধনুর্দ্ধারী সৈনিকসহ ওহোদ গিরির প্রবেশদ্বারে প্রহরীর কার্য্যে নিযোজিত করিলেন এবং আদেশ করিলেন, আমাদের জয় পরাজয়ে তোমরা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয় অটলভাবে সতর্কের সহিত প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী থাকিবে, কদাচ স্থান পরিত্যাগ করিবে না শিবির পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানভা মহাসান আসাদির পুত্র ওসাফার হস্তে ন্যস্ত হইল। সৈন্য-

গণের বামদিক রক্ষার ভার আবুসালমার হস্তে অর্পিত হইল। আবুওবেদা আবি আক্কাসের পুত্র সায়াদ সৈন্যদিগের সম্মুখ-ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কোরেশগণ সৈন্যসহ ওহোদে আসিয়া উপনীত হইল। কোরেশ সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্বের ভার অলিদের পুত্র খালেদ এবং বাম পার্শ্বের ভার আকরমা গ্রহণ করিযাছিল। আবু স্থফিয়ান সৈন্যগণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইল। ওমাইযার পুত্র সফওয়ান গিরিবর্ত্মের দিকে দণ্ডাযমান হইল রাবিয়ার পুত্র আবদুল্লা ধনুর্দ্ধারীদিগের নায়কত্ব পদ গ্রহণ করিল। আবিতালহার পুত্র তালহা ও আবদুদারের বংশধরগণ পতাকা ধারণ পূর্ব্বক বীরাঙ্গনা রমণীগণের অগ্রভাগে গিয়া মহাদর্পে দণ্ডায়মান হইল হিংসপরায়ণা কোরেশ রমণীগণ বদর যুদ্ধে নিহত স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের চির বিয়োগে অধীরা হইয়া প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে রণোৎসাহিত সমরসংকীর্ত্তনে পর্ব্বতপ্রান্তর বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে আবদুদারের বীর সন্তানগণ! অসীম সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইযা নির্ম্মম নির্দ্দয় ভাবে শত্রুসৈন্য সমূলে বিনাশ কর। যে পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের একটী প্রাণী জীবিত থাকিবে, কোষ-মুক্ত অসি কোষে আবদ্ধ করিবে না। তোমাদের শানিত শত্রু-রক্তে রঞ্জিত দেখিলে আমরা পতি-শোক পুত্র-শোক

বিস্মৃত হইব। রমণীগণের উত্তেজনায় সৈনিকগণ উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল।

হজরত হামজার স্বর্গগমন।

৭ই সওয়াল শনিবার দিবসের প্রাতঃকালে উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আবু আমের পঞ্চাশজন সৈন্য সহ মুসলমানদিগের একদিক আক্রমণ করিল। অন্যদিকে আবুসুফিয়ানের পুত্র, হারাবের পুত্র এক দল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল সর্ব্বপ্রথম জামিনের পুত্র আবদুল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সদর্পে বলিতে লাগিল, মোস্‌লেম দলের মধ্যে যদি কেহ বীরপুরুষ থাক, যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও। হজরত আলী (কঃ) বিধর্ম্মীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধোত্তেজিত কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বীরদর্পে সুতীক্ষ্ণ অসি করে ধারণ পূর্ব্বক আবদুল্লার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, রে জামিন পুত্র আবদুল্লা, তুই বারংবার বীরপুরুষকে রণে আহ্বান করিতেছিস্ কেন? তোর মত কীটের জন্য বীরপুরুষের আগমনের দরকার কি? যদি বীরের পরিবর্ত্তে যমের দরকার হয়, তবে এখনি তোর সে মনোসাধ পূর্ণ করিয়া দিতেছি। যদি এই তরুণ বয়সে তোর জীবন ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই তোর সে কষ্ট লাঘব করিয়া

দিতেছি। আজি এ দুর্ব্বার সমরে কৃতান্তরূপে তোর জীবনান্ত করিতে আগমন করিয়াছি এখনই তোকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছি।

আবদুল্লা বলিল, রে মহাবীর! বৃথা আস্ফালন করিতেছ কেন? অগ্রসর হও, এখনিই সকল বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া যাইবে। আলী (কঃ) বলিলেন, রে বিধর্ম্মী দুরাত্মা কাফের! মিথ্যা বাক্যাডাম্বর পরিত্যাগ কর যদি কাল কৃতান্তকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকিস্, যুদ্ধ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন কর্। আর যদি একান্তই যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, মৃত্যু অনিবার্য্যজ্ঞানে সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। এখনই তোর যুদ্ধ সাধ মিটাইয়া দিতেছি।

আবদুল্লা তৎক্ষণাৎ হজরত আলীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি চালনা করিল। কিন্তু মহাবীর আলী (কঃ) এক লম্ফে তাহার অসি-প্রহার ব্যর্থ করিয়া জোলফক্কার অসির আঘাতে তাহার দেহখানি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। হতভাগ্য আবদুল্লা প্রথম যুদ্ধেই আলীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া নরককুণ্ডে পতিত হইল আবদুল্লাকে নিহত হইতে দেখিয়া, কতিপয় বিধর্ম্মী সৈনিক রণোত্তেজিত হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতঙ্গবৎ জীবন বিসর্জ্জন দিল আলী (কঃ) বিষম রণোত্তেজিত রোষবিহ্বল কেশরীর ন্যায় কোরেশদলকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে আমির হামজা দুই হস্তে তরবারি ধারণ করতঃ শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। রণস্থলে যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা মূর্ত্তি

ধারণ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশ সৈন্যগণকে গ্রাস করিতে লাগিল এই বিষম ভয়াবহ যুদ্ধে আবদুদের বংশধর সাত জন পতাকাবাহী সৈনিক ও কোরেশবংশীয় প্রধান প্রধান কতিপয় সৈনিক প্রাণত্যাগ করিল হামজার গভীর গর্জ্জনে ও আলীর বজ্রনিনাদ সদৃশ হয়র্দাবী শব্দে পর্ব্বত প্রান্তর বিকম্পিত হইতে লাগিল শত্রুগণ বীরদ্বয়ের অস্ত্র সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, প্রাণ লইয়া দূর বনে গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল মুসলমান সৈনিকগণ পলায়িত বিপক্ষ সৈনিকগণের শিবির লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল এবং গিরিপথের ধনুর্দ্ধারী মুসলমান প্রহরীগণও ধনলোভে হজরতের আদেশ ভুলিয়া প্রহরীকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাজিত বিপক্ষ সৈনিকগণের শিবির লুণ্ঠনে গমন করিল। হজরতের আদেশ লঙ্ঘনের প্রতিফল মুসলমান সৈনিকগণ শীঘ্রই প্রাপ্ত হইল অলিদের পুত্র খালেদ এবং আবু-জেহেলের পুত্র আকরমা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, গিরি-পথ এক প্রকার প্রহরীশূন্য দেখিয়া, সেই স্থানের কতিপয় রক্ষককে আক্রমণ করিল। ফলে কতিপয় মুসলমান-সেনা নিহত হইয়া স্বর্গগামী হইলেন অনন্তর হজরত হামজা অসীম বল-বিক্রমে কোরেশদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে দলে দলে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হজরত আলীর অসীম বীরত্ব ও যুদ্ধ নৈপুণ্য দর্শনে কোরেশ-সৈন্য দলে দলে আসিয়া ব্যূহ চক্রের ন্যায় আলীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল অমিততেজা বীরবর আলী

সে শত্রু-বূহ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎবেগে অসি চালনা করিতে লাগিলেন যখন তিনি মদমত্ত বারণের ন্যায় শত্রুসৈন্য পদদলিত করিতেছিলেন, সহসা শূন্যমার্গ হইতে দৈববাণীতে শুনিতে পাইলেন যে, "সিফল জুলফক্কার অল ফতিয়ে ন আলী" অর্থাৎ জগতে জুলফক্কার তুল্য তরবারি নাই এবং আলী ভিন্ন কেহই বীরপুরুষ নাই।

এদিকে হজরত হামজা (রাজিঃ) অসীম বিক্রমের সহিত শত্রুসৈন্য সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবুওজ্জার পুত্র সেবা হামজাকে আক্রমণ উদ্দেশ্যে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল সেবা বলিয়াছেন, যে সময় আমি হজরত হামজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হই, দেখিলাম তিনি সিংহসদৃশ বিক্রমে দুই হস্তে অসি চালনা করিয়া শত্রু সংহার করিতেছেন ; হঠাৎ ওয়াসী নামক এক দাস্ পর্ব্বতের অন্তরালে লুকাইত থাকিয়া পশ্চাৎদিক হইতে হজরত হামজাকে অসির আঘাত করিল। সেই আঘাতে হজরত হামজা (রাজিঃ) শহীদত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

রাক্ষসী হেন্দা।

হজরত হামজার নিধনকারী ওযাসী, একজন জোবাযেরের ক্রীতদাস। কেহ কেহ বলেন, সে হেন্দার দাস। হেন্দার পিতা এতবা ও তাহার ভ্রাতা শিবা, বদরের যুদ্ধে হজরত হামজা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল হেন্দা পিতৃহন্তা হামজাকে বধ করিবার জন্য ওযাসিকে প্রচুর অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। অর্থপিশাচ ওয়াসী তাহাতে স্বীকৃত হইযাছিল কিন্তু পতঙ্গ হইয়া সে উন্মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কি তাহার সাধ্য? সে সুযোগ বুঝিয়া, তস্করের ন্যায় পশ্চাৎদিক্ হইতে তাঁহাকে আঘাত করিযা ধরাশায়ী করিল। ওযাসী অঙ্গীকৃত পুরস্কার লাভের আশায় হামজার মৃতদেহ আনিয়া হেন্দার সম্মুখে উপস্থিত করিল পাপিয়সী হেন্দা ক্রোধে সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ও হামজার কর্ণ, নাসিকা, কর্ত্তন করিযা কণ্ঠহাররূপে গলে পরিধান করিল আবুসুফিয়ান হজরত হামজার রক্তাক্ত শবদেহ বর্শাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রকাশ।

এদিকে শয়তান নিজ কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং হজরতের সৈন্যদলে প্রচার করিল যে, হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু হইয়াছে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে যুদ্ধার্থী সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল সেই সময় এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।—

মোহাম্মদ খোদার প্রেরিত মানব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, নিশ্চয় তাঁহার পূর্ব্ব-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারকগণের মৃত্যু হইয়াছে। যদ্যপি তাঁহার মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে, তোমরা আপন কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিচলিত হইবে না।

হজরত এই আয়েত শ্রবণমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্যগণকে আহবান করিতে লাগিলেন তখন অধিকাংশ মুসলমান সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল কেবলমাত্র নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশ জন সৈনিক পুরুষ প্রাণপণে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন ঃ— হজরত আবুবক্কর, হজরত আলী আবদর রহমান, সায়াদ, জোবের, আবু ওবেদা, এই কয়েকজন মোহাজের দলস্থ লোক এবং আন্‌সার দলস্থ হাবার, আবু দোজানা, আসেম, হারেস, সোহেল, ওয়াসেদ ও সায়াদ এই কয়জনকে হজরত বলিলেন, আমার আদেশ অগ্রাহ্য করাতেই তোমরা এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছ এক্ষণে তোমরা সাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ইহা শুনিয়া জোবের এবং হজরত আলী বলিলেন, "জয় কিম্বা

মৃত্যু" এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সমর-সাগরে ঝম্প দিলাম, যতদিন না কূল পাইব, ততদিন নিবৃত্ত হইব না এই বলিয়া অতুল বিক্রমে আলী হয়দর জোলফক্কার অস্ত্রাঘাতে শত্রু-সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুকবি আব্বাস বলিয়াছেন যে, সেই দিবস ওহোদ যুদ্ধে বিধর্ম্মী সৈন্যদিগের মধ্যে তালহা সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিল তালহা হজরত আলীর অসীম বীরত্ব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হজরতকে বলিল, হে মোহাম্মদ! আলী ও তোমার হস্তে বিধর্ম্মী সৈন্যগণ নিহত হইয়া নরক পূর্ণ করিতেছে এবং আমার হস্তে মুসলমান সৈন্যগণ নিহত হইয়া স্বর্গগামী হইতেছেন অতএব আলীকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আদেশ করুন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিধর্ম্মী সেনাপতির গর্ব্বিত বাক্যে রুষ্ট হইয়া হজরত আলীকে বলিলেন, শীঘ্রই পাপাত্মার দর্প চূর্ণ করিয়া আইস অনন্তর আলী জোলফক্কার অসি হস্তে তালহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তালহা আলীকে সম্মুখে দর্শন করিয়া বলিল, আলি! আজ তোমার আসন্নকাল উপস্থিত সত্বর তোমার প্রাণ বিনাশ করিয়া, বদর যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুগণের বিয়োগশোকানল নির্ব্বাণ করিব। যে হামজার বলে বলীয়ান হইয়া মহাদর্পে আগমন করিয়াছিলে, তাহার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছ? আজি আমার হস্তে তোমার সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে

হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, রে নরাধম! কে হজরত

হামজাকে সম্মুখ সমরে সংহার করিতে সক্ষম হইত? দস্যু তস্করের ন্যায় গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতেছি; সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, পিতৃব্য হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইব না।

তালহা বলিল, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হজরত আলী বলিলেন, রে ধর্ম্মদ্রোহী তালহা! যদি অগ্রে অস্ত্র প্রহার ইস্‌লাম ধর্ম্মে ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে তুমি এতগুলি কথা কহিবার অবকাশ পাইতে না। কাহারও প্রতি অগ্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার আদেশ ইস্‌লাম ধর্ম্মে নাই। তোমার যে সকল অস্ত্রে বিশেষ পটুতা আছে, সেইগুলি অগ্রে চালনা কর।

তালহা আর কালবিলম্ব না করিয়া হজরত আলীর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল। তাহার অস্ত্র পতিত হইতে না হইতে, হজরত আলী বিদ্যুৎবেগে হস্ত চালনা দ্বারা সেই বর্শা বামকরে ধৃত করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার কটিদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক হৃদয়ী শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শূন্যে উত্তোলন করতঃ সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং লম্ফ দিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া শাণিত অসি কোষমুক্ত করতঃ পাপাত্মার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন তালহা কাতর কণ্ঠে বিনীতভাবে আলীর নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিল এবং ঈশ্বরের শপথ দিয়া হত্যা করিতে নিবৃত্ত করাইল অগত্যা হজরত আলী

তালহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র শত্রু সংহারে নিয়োজিত হইলেন তাঁহা যুদ্ধ করিতে করিতে একটী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ রণভূমি পরিত্যাগ করিল

অনন্তর হজরত আলী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বজ্র নিনাদ সদৃশ গভীর গর্জ্জনে ধরাতল বিকম্পিত করিয়া উভয় হস্তে চাকচিক্যময় অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। প্রতি অসি নিক্ষেপে অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল মরুভূমির বিস্তীর্ণ সমর-প্রান্তর বিধর্ম্মীর রক্তস্রোতে প্লাবিত করিল যে বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্র বিধর্ম্মীগণের বীরদর্পে কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, সেই স্থান অদ্য মহাবীর আলীর অস্ত্রতেজে জনমানবহীন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আলীর অস্ত্রচালনা দেখিয়া স্বর্গীয় দূত সকল মরহাবা মরহাবা (ভাল, উত্তম, উত্তম) বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। হজরত আলি যখন অগণিত কোরেশ সেনাদলে প্রবেশ করিয়া, শত্রু সংহার করিতেছিলেন, সে সময় জেব্রাইল (আলাঃ) তাঁহার রক্ষার জন্য ছায়ারূপে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন।

হজরত আলী (কঃ) অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতেছিলেন, আমিরা নামক এক বিধর্ম্মী সৈনিক হঠাৎ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসির আঘাত করিল। অসি মস্তকে লাগিল না, স্কন্ধের এক পার্শ্বে পড়িয়া ব্যর্থ হইল। হজরত আলী শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণ সাহস এবং পরাক্রমে শত্রুসৈন্য

বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন মগিরা পুত্র অমিরা পুনর্বা-ঘাতের চেষ্টা করিতেই সজোরে জোলফকার দ্বারা তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন। শিরস্ত্রাণ সহিত অমিরার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অমিরা নিহত হইবামাত্র পর্ববতগহ্বরে লুক্কাইত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সাত শত তীর এককালীন হজরত আলীর দেহে পতিত হইল অগণিত শরাঘাতে তাঁহার দেহ হইতে অজস্র ধারায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, দেহ ক্রমশই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, তথাপি বীর-বরের সেদিকে লক্ষ্য নাই উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবিরত শত্রুসেনা পদদলিত করিয়া যাইতেছেন আবুসুফিয়ানের দলস্থ একজন সৈনিক পুরুষ আলীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সদর্পে বলিল, এক্ষণে অন্তিম কাল উপস্থিত! আমার হস্তে তোমার রক্ষা নাই কোরেশ সৈনিকের গর্বিত বাক্যে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া আলী সেই দুর্বৃত্তের শিরশ্ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন পরে ক্ষণকাল প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গে সত্তরটী অস্ত্রাঘাত হইয়াছে মনে মনে চিন্তা করিলেন, বোধ করি, এই যুদ্ধে জীবনের লীলা-খেলা সাঙ্গ হইল। যদি নিতান্তই মৃত্যু সন্নিকট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিধর্ম্মীর রক্তস্রোতে জগৎ প্লাবিত করতঃ পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের কণ্টক চিরকালের জন্য অপসৃত করিয়া মুসলমানগণকে নিরাপদ করিব। মৃত্যু ত অনিবার্য্য কিন্তু বীরপুরুষের ন্যায় জগতে সুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বলিয়া

আলী বজ্রমুষ্টিতে উভয় হস্তে তরবারি ধারণ করতঃ শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন ; আত্মরক্ষায় কিছুমাত্র চেষ্টা নাই ; কেবলমাত্র সজোরে অসিসঞ্চালন করিয়া বিধর্ম্মীর রক্তস্রোতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন প্রতি আঘাতেই বিধর্ম্মীর মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হজরত আলীর দেহে ক্রমাগত চারিটী আঘাত পতিত হইল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। অতীব ধৈর্য্যসহকারে নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে হজরতের দেহে অজস্র অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমেই দেহ ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সহসা স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল (আঃ) ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, হজরত আলীকে শিবিরাভিমুখে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিলেন। (সওয়ানিয়েওমরি)

পথে হজরত মোহাম্মদ হত্যা হইয়াছেন এই কথা আলীর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি আরো কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনই এই আয়েত অবতীর্ণ হইল :—

"অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইও না যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তোমরাই উন্নত। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও, নিশ্চয় জানিবে, ধর্ম্মদ্রোহী দল তাহার প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইবে।"

এদিকে কোরেশগণের মধ্যে আবদুল্লা কোমাইয়া, অতবা, আবদুল্লা, খলকের পুত্র ওবাই হজরতকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা-

বদ্ধ হইল তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে হজরতের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আবি আক্কাসের পুত্র মহাপাপী আতবা, হজরতকে লক্ষ্য করিযা সজোরে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করে; তাহাতেই হজরতের একটী পবিত্র দন্ত সহিদ হয় তিনি গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অনন্তর বিপক্ষগণ তাঁহার মৃত্যুসিদ্ধান্তে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়। নেতা আবু সুফিয়ান আনন্দে ওহোদ পর্ব্বতশৃঙ্গে জয়পতাকা উড্ডীন করিল কেহ কেহ হজরত হামজার শবদেহ লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত হামজার মৃতদেহ দর্শন করিযা নিতান্ত শোকাকুল হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হায়! যে অমিততেজা বীরচূড়ামণি বাহুবলে কোরেশবংশীয় মহা মহা যোদ্ধাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন, আজ সেই মহাবীর হামজার এই দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিতে হইল? হায় রে কালের কুটিলা গতি! তুমি কি না করিতে পার? গগনভেদী উন্নত শিখরমালা-পরিশোভিত পর্ব্বতকে উত্তাল তরঙ্গমালাবিক্ষুব্ধ অসীম অতলস্পর্শ সাগরে পরিণত করিতে পার ও জন-মানব-পরিপূর্ণ কারুকার্য্যখচিত আলোকমালা-পরিশোভিত সুন্দর সৌধমালাপূর্ণ মহানগরীকে শ্বাপদসঙ্কুল-পরিপূর্ণ বিজন অরণ্যে পরিণত করিতে পার! হে করুণাময় আল্লা! তুমি পিতৃব্য হামজাকে স্বর্গবাসী কর। হজরতের এই প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ এই আয়েত অবতীর্ণ হইল—

"যাহারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের লোকচক্ষে মৃত্যু ঘটিলেও আল্লাহর নিকট জীবিত থাকিয়া, অক্ষয় স্বর্গসুখভোগ করিবে।—(কোরাণ সুরা আল এমরান্)

হজরত জেব্রাইল (আলঃ) তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, হজরত আমির হামজা সহীদানের মধ্যে প্রথম স্বর্গবাসী হইয়াছেন। আল্লাহর নিকট তিনি "ধর্ম্মপ্রচারকের সিংহ" এই গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

হজরত পিতৃব্য হামজার স্বর্গপ্রাপ্তি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলেন কিন্তু মোস্লেম শত্রুগণের জয়-পতাকা দর্শনে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই আয়েত অবতীর্ণ হইল —

"বহু প্রেরিত-পুরুষ এবং তাঁহাদের সঙ্গে বহু আল্লাহপরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহর-উদ্দেশে যুদ্ধ করিয়া মহামহা বিপদে পতিত ও ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই বা নিজ কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা অথবা নিরুদ্যম হয় নাই। আল্লাহ সহিষ্ণু ব্যক্তিদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন এবং সতত তাঁহাদের সহায় থাকেন। (কোরাণ সুরা আল এমরান্)।

হজরত আবু বকর, ওম্মর ফারুখ, হজরত আলী (কঃ) যদিও ইঁহারা যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি হজরতের আদেশে নববলে বলীয়ান হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর কোরেশগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জীবিত আছেন শুনিয়া, নিরুৎসাহ হইয়া মক্কানগরে পলায়ন করিল।

এসহাব মাগাজি বলিয়াছেন, ওহোদ যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান সৈন্য হত ও বাইশ জন আহত হইয়াছিল এবং কোরেশ দলের বহুতর সৈন্য ও সাত জন বীরপুরুষ (আবদুল-গাজির পুত্র তালহা, জাগিনের পুত্র আবদুল্লা, আবদুলদার এলাখেনাছের পুত্র আবল হাকিম, আবদলগারির পুত্র সাব, গগিরার পুত্র অমিযা ইত্যাদি) নিহত হইয়াছিল।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলিযাছেন, ওহোদ যুদ্ধে হজরত আলী বিধর্ম্মিগণের অগণিত অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহারই ধৈর্য্যগুণে ওহোদ যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল হজরত মোহাম্মদের আদেশে দুই দল ধর্ম্মদ্রোহীকে সমূলে বিনাশ সাধন করায় জয়লাভের কারণ হইয়াছিল (সওয়ানিয়েউমরি)

হজরত এমাম্ হাসেনের জন্ম।

জগজ্জননী বিবি ফাতেমা জোহরা খাতুন হিজরীর তৃতীয় সালে রোমজান মাসের পঞ্চদশ তারিখে, অপূর্ব্ব কান্তি-বিশিষ্ট এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন হজরত আলী পরমাহ্লাদিত হইয়া এই শুভ সংবাদ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট অতি শীঘ্র প্রেরণ করেন হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া

পুলকিতচিত্তে হজরত আলীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রসব-গৃহে উপস্থিত হইয়া বিবি ফাতেমার ক্রোড় হইতে নবজাত শিশুকে আপন ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করতঃ তাহার দক্ষিণ কর্ণে আজানের শব্দগুলি পাঠ করিলেন অনন্তর হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী তুমি এই শিশুর কি নাম রাখিয়াছ? আলী বলিলেন, আমি ইহার নাম পিতৃব্য হজরত হামজার নামে অভিহিত করিয়াছি। হজরত বলিলেন, না, তোমার পুত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে জেব্রাইল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তোমার পুত্রের নাম হাসেন ও হোসেন রাখিবার জন্য আল্লাহর আদেশ হইযাছে। তদুত্তরে হজরত আলী বলিলেন, আল্লাহ্ ও রসুল সর্ব্বজ্ঞ। যাহা আদেশ হইয়াছে তাহাই আমার শিরোধার্য্য অতঃপর হজরত নবকুমারকে হাসেন নামেই অভিহিত করিলেন। সেই দিবসই হজরত ক্ষৌরকার দ্বারা শিশুর কেশ মুণ্ডন করতঃ ওজন করাইয়া তৎপরিমাণ স্বর্ণ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেন এবং একটী মেষ নবজাত শিশুর পরিবর্ত্তে উৎসর্গ করিয়া আকি-কার কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

হজরত এমাম্ হোসেনের জন্ম।

এমাম হোসেনের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরে চতুর্থ হিজরীর সাবান মাসের পাঁচ তারিখে ফাতেমা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্র আলীর বাটীতে আসিয়া নবজাত শিশুকে দেখিতে চাহিলেন সে সময় আসমা নামক জনৈক রমণী ফাতেমার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া জরদ বস্ত্রে আবৃত করতঃ হজরতের করকমলে অর্পণ করিলেন। হজরত তৎক্ষণাৎ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে আজান ও বাম কর্ণে একামতের শব্দগুলি পাঠ করিয়া শিশুর নাম হোসেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমার বংশ জগৎ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ইনিই কারবালা প্রান্তরে ফেরাত নদীর তীরে, জয়নাল আবেদীন নামে একমাত্র পুত্র রাখিয়া, খাবেজী সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। উক্ত হজরত জয়নাল আবেদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সৈয়দবংশীয় মহাত্মাগণের ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয় নিম্নে তাহার বংশাবলীর তালিকা প্রদর্শিত হইল

সৈয়দবংশাবলী।

হজরত এমাম হোসেন (রাজিঃ) ১, হজরত জয়নাল আবেদিন (রাজিঃ) ২, হজরত এমাম বাকের (রঃ) ৩, হজরত এমাম জাফর (রঃ) ৪, হজরত এমাম মোহাম্মদ (রঃ) ৫, হজরত আলাউদ্দিন (রঃ) ৬, হজরত আলী রেজা (রঃ) ৭, হজরত কামাল (রঃ) ৮, হজরত আবদুল্লা (রঃ) ৯ হজরত তাহের (রঃ) ১০, হজরত আহম্মদ (রঃ) ১১, হজরত আবদুল জামাল (রঃ) ১২, হজরত মুসাজঙ্গি (রঃ) ১৩, হজরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাজিঃ) ১৪, হজরত আবদুল রেজাক ১৫, হজরত আবেদেল হক ১৬, হজরত উমরোল হোসেন ১৭, হজরত বাহাউদ্দিন (রঃ) ১৮, হজরত হোসেন ১৯, হজরত সা কোতোবল আমোল ২০, হজরত সা আবদুল্লা ২১, হজরত সা নুরুদ্দিন, ২২, হজরত সা ইউসোফ ২৩, হজরত সা আমিরোলহোসেনী ২৪, হজরত সা গোলাম আরফিন ২৫, হজরত সা রোমজান ২৬, হজরত সা তাজ ২৭, হজরত সা জালালুদ্দিন ২৮, হজরত সা ঢুন্দি (হাফেজপুরি) ২৯, হজরত সা গরিবুল্লা ৩০, হজরত সা বরকত ৩১, হজরত সা খাদেম হোসেন ৩২, হজরত সা সাদাত হোসেন ৩৩, হজরত সা হোসেনমুদ্দিন ৩৪।

হজরত সা ঢুন্দি কেবামান হইতে কিস্তি টুপিরি ন্যায়

একটী কাষ্ঠের কিস্তিতে চড়িয়া হাফেজপুরে আসিয়া বাস করেন এই মহাপুরুষের বংশধরগণ অদ্যাপিও সৈয়দ নামে পরিচিত উক্ত কিস্তি হজরত সা তুন্দির মাজার সরিফে সযত্নে রক্ষিত আছে।

হজরত ফাতেমার মৃত্যু।

হঠাৎ একদিন হজরত মোহাম্মদ ও হজরত আলীর নিকট সংবাদ আসিল, ফাতেমা কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন হজরত মাতৃতুল্য পিতৃব্য-পত্নীর পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তে দুঃখিতান্তঃকরণে হজরত আলীকে সঙ্গে করিয়া দেখিতে গেলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া অতি শৈশবাবস্থায় যখন আমি পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া নিঃসহায় নিরবলম্বন হই, তখন তোমারই অতুল স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। তোমার নিকট আমি আজীবন ঋণী হইয়া রহিয়াছি। জীবনে সে ঋণ পরিশোধ করিবার আমার সাধ্য নাই।

আলীর জননী ফাতেমা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি অকূলের কূল-কাণ্ডারী, পাপী উম্মত-গণের পাপমোচন করিতে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অন্তিমকালে আমার এই প্রার্থনা, যেন পরকালে নরক-যন্ত্রণা

ভোগ করিতে না হয় তুমি অন্তিমের সহায়, ভব সমুদ্রের কাণ্ডারী, আমাকে ভুলিও না। নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিও।

হজরত ফাতেমার কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, মাতঃ। আমি তোমার নিকট আজীবন জননীর ন্যায় স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি আমার জন্য কোরেশগণের কত অত্যাচার সহ্য করিয়াছ, আমারই জন্য দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, অনাহারে দিনযাপন করিয়াছ মক্কাধাম পরিত্যাগ করিয়া হেজরাত করিলে, সমস্ত জীবন সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বর্গ তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। তোমার জন্য স্বর্গের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

হজরতের বাক্যে ফাতেমা আশ্বস্ত হইলেন পরে হজরত আলী (কঃ) ফাতেমাকে বিনীত বাক্যে ভক্তিগদগদ স্বরে বলিলেন, জননী গো! এ জ্ঞানহীন অকৃতজ্ঞ সন্তান আপনার যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিতে অবকাশ পায় নাই, তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ফাতেমা অতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন, বৎস আলি। তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই তুমি আমার সেবা করিতে পার নাই বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি আমার পরিবর্ত্তে আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, তাঁহাদিগকে সন্তোষ করিতে সক্ষম হইয়াছ তজ্জন্য আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি আমি মোহাম্মদের

সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। তুমি দাসরূপে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছ দেখিয়া, আমি নিজকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। এই প্রকারে আশীর্বাদ করিয়া আল্লাহের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ফাতেমা বিবি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন।

মালেকের পুত্র এনেস (রাজিঃ) বলিয়াছেন, ফাতেমার মৃত্যুতে হজরত যারপরনাই শোকাকুল হইয়া শবদেহ স্নান করাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে ধৌত করাইবার সময় হজরত স্বহস্তে জল ঢালিয়া দিলেন। পরে যথারীতি স্নান করান হইলে, কাফনের জন্য নিজের একখানি পিরহান খুলিয়া দিলেন এবং আবু আয়ুব আনসারকে লহদ কবর খনন করিতে আদেশ করিলেন কবর খোদিত হইলে হজরত সাহাবা সহ জানাজা পড়িয়া লইলেন শবদেহ কবরের পার্শে রাখিয়া হজরত কবরের মধ্যে নিজে শয়ন করিয়া দেখিয়া লইলেন, পরে কবর হইতে উঠিয়া শবদেহ কবর মধ্যে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন হজরতের আদেশানুসারে হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক, হজরত আব্বাস (রাজিঃ) কবরমধ্যে ফাতেমার মৃতদেহ স্থাপন করিয়া সমাধিস্থ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ফাতেমার পরকালের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন . সেই সময় একজন সাহাবা (সহচর) হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরত . আপনার পিরহান

কি জন্য কাফন করিয়া দিলেন, কেনই বা নিজে কবরের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, কবরে শয়ন করিবার কারণ—উনি কবরে কখনও শাস্তি পাইবেন না এবং নিজ পিরহান পরিধান করিবার উদ্দেশ্য এই যে,—উনি স্বর্গের উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে পাইবেন (সত্তয়ানিয়েওমরি)

বনি মোস্তালিকের বিরুদ্ধে হজরত আলীর যুদ্ধযাত্রা।

পঞ্চম হিজরির ২রা সাবান, সোমবার তারিখে মোরায়সী কূপের সন্নিকটে মোস্তালিক দলের সহিত হজরতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওহোদ যুদ্ধের পর আরবদেশস্থ যে কয়েকটী সম্প্রদায় হজরতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইহারা একটী দলের প্রধান অধিনায়ক আবুজরার পুত্র হারেস হজরতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। হজরত তাহাদের যুদ্ধায়োজনের কথা শ্রবণ করিয়া, মুসলমানদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন হজরতের আদেশে আনসার ও মহাজেরগণ সত্বর যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মহাজেরদিগের পতাকা হজরত আলীর হস্তে ও আনসারদিগের পতাকা আবদারের পুত্র সাযাদের হস্তে দিয়া, যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

হজরত শিষ্যগণ সহ শত্রুগণের অবস্থানভূমির নিকটবর্ত্তী হইলে, অনেকগুলি সম্প্রদায় ভীত হইয়া পলাইয়া গেল, কেবল-মাত্র মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ লোকগণ যুদ্ধ করিবার জন্য হজরত আলীর সম্মুখীন হইল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তাহারা অস্বীকৃত হওয়ায়, শীঘ্র উভয় দলেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয় বহু বিপক্ষ সৈন্য মুসলমানগণের তরবারির আঘাতে নিহত হইল এবং কতিপয় সৈন্য মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। এদিকে বিধর্ম্মী সৈন্য হারেস উত্তেজিত হইয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, ওহোদ যুদ্ধে আমরা কোরেশগণের সহিত যোগদান করি নাই, সেই জন্য তোমরা প্রাণরক্ষা পাইয়াছিলে, নতুবা সেই সময়েই পৃথিবী হইতে মুসলমানদের অস্তিত্ব চির কালের জন্য লোপ পাইত। আজিকার যুদ্ধে আমার শাণিত উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখে কাহারও রক্ষা নাই। হে মুসলমানগণ ! তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ, সেই যেন সর্ব্বপ্রথমে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়

হজরত আলী তাহার গর্বিত বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সশস্ত্রে শার্দ্দূল বিক্রমে হারেশের সম্মুখীন হইলেন। হারেস আরক্ত লোচনে আলীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোন্ সাহসে আমার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ? আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে মোস্‌লেম-সৈন্যসমূহ জগত হইতে অপসারিত করিতে পারি যদি এ সময় মহাবীর সামনুরিমান কিম্বা জালের পুত্র,

রোস্তম থাকিত, তাহারাও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। সত্য পরিচয় দাও, তুমি কে? কাহার পুত্র, কি নামে প্রসিদ্ধ? তুমি কি কখনও আমার বীরত্বের পরিচয় কর্ণে শ্রবণ কর নাই? না, তাহা ত কখনই হইতে পারে না;—সাগর, প্রান্তর পর্ব্বত আদি চরাচরের কোন্ স্থানে না আমার বীরত্বের পরিচয় প্রকাশিত আছে? তবে বোধ করি, তুমি আমার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া জগতে ধন্য হইতে আসিয়াছ।

হজরত আলী সক্রোধে কহিলেন, রে দুরাত্মা. গর্দ্দভ! চুপ্ কর, আত্ম গরিমা প্রকাশ করিয়া আর আস্ফালন করিতে হইবে না। এখনই তোমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিতেছি। আমার এই শাণিত অস্ত্রে তোমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তোমার বীর নামের বিশেষ সম্মান বর্দ্ধন করিতেছি। রে ক্ষুদ্র কীটানুকীট বিধর্ম্মী পুরুষ! আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? শ্রবণ কর্! যাঁহার অসীম শক্তিতে আরববাসী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া থাকে, যিনি রণক্ষেত্রে অসি সঞ্চালন করিলে, শত্রুকুল ভয়াকুল হইয়া পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হয়, সেই আলী আজ কৃতান্তসম তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সাধ্য থাকে, অস্ত্রচালনা কর্

হারেশ, হজরত আলীর বাক্যবাণে উত্তেজিত হইয়া, তরবারি কোষমুক্ত করিতে না করিতে আলী বিধর্ম্মীর মস্তক জোলফক্কার অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ

করিলেন। মোস্তালিক সৈন্যগণ সেনাপতির দুর্দ্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, স্ব স্ব প্রাণরক্ষার জন্য দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু পলাইবার সুযোগ হইল না, শীঘ্রই মুসলমান সৈন্যগণের হস্তে ধৃত হইয়া বন্দী হইল অনন্তর মহাবীর আলী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহানন্দে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই যুদ্ধে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ দলপতি হারেশ ও দশজন সৈন্য নিহত ও দুই শত সৈন্য বন্দী এবং তাহাদের পাঁচশত মেষ, পাঁচ শত উষ্ট্র হজরতের করতলগত হয় পরন্তু একজনমাত্র মুসলমান প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গবাসী হন এই সময় বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ এক ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে সময় আমি বন্দী হই, দেখি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী কতিপয় স্বর্গীয় দূত বিধর্ম্মীদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ধন্য সেই ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারক মোহাম্মদ (দঃ) যাঁহার সাহায্যার্থে স্বর্গীয় দূতগণ মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ।

পরিখার অপর নাম আহজাবের যুদ্ধ। আহজাব শব্দটী বহুবচন। ইহার এক বচন হেজর। হেজর শব্দের অর্থ দল।

এই যুদ্ধে আরব দেশস্থ অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া একটী দল গঠিত করে। এইজন্য ইহাকে আহজাবের যুদ্ধ বলে। আর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পরিখা খনন করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাকে পরিখার যুদ্ধ বলা যায় এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

আবুস্থফিয়ান মদিনাবাসী মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দুই বৎসর ব্যাপিয়া সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধাযোজন করিতে-ছিল এমন সময় বনি নজির দলস্থ যে সকল ব্যক্তি খয়বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মক্কায় আসিয়া আবুস্থফিয়ানকে বলিল, আমরা মদিনা হইতে মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। অতএব আস্থন, সকলে একত্রিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করি, নিশ্চয়ই আমাদের জয় লাভ হইবে ও ইস্লাম সম্প্রদায় সমূলে বিনষ্ট হইবে শুনিয়া আবুস্থফিয়ান আনন্দ ও উৎসাহে উন্মত্ত হইল এবং সমবেত লোকগণকে বলিতে লাগিল, যাহারা মোস্লেমগণের শত্রু, তাহারা আমাদের বন্ধু; এবং যাহারা তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অভিলাষী, তাহারা আমাদের হিতৈষী ও পরম প্রিয়পাত্র এই সময় বনি নজির দলস্থ য়িহুদীগণ আবুস্থফিয়ানকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিবার জন্য কোরেশগণের আরাধ্য দেব-দেবী ও তাহাদের ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন কোরেশগণ অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, কাবামন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া

মদিনা আক্রমণের জন্য একতাবদ্ধ হইল এবং য়িহুদিগণ মক্কা হইতে বনি গোফতান দলস্থ য়িহুদীগণের নিকট গিয়া, তাহাদিগকে হজরতের বিপক্ষে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল প্রথমে তাহারা স্বীকৃত হয় নাই, পরে যখন তাহাদিগকে খয়বরের একটী উদ্যানের সমস্ত খর্জ্জুর ফল এক বৎসরের জন্য প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করা হইল, তখন তাহারা সম্মত হইয়া, যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এদিকে আবুসুফিয়ান তিনশত অশ্ব, এক সহস্র উষ্ট্র ও দলবল সহ, মাররোজাহারান নামক স্থানে উপনীত হইলে, আসলাম আমজা, কানানা, ফাজারা ও গাৎকাল প্রভৃতি দলস্থ য়িহুদিগণ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল

পরিখা খনন।

হজরত মহাম্মদ (দঃ) পবিত্র মদিনাধামে অবস্থিতিকালে, শত্রুগণের মদিনা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া আনসার এবং মহাজেরগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি আসন্ন বিপদ সংবাদ অবগত করাইলেন এবং শত্রুর কোপানল হইতে মদিনা নগর রক্ষার যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সোলেমান ফারসী (রাজিঃ) বলিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! আমাদের পারস্য দেশবাসীরা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, নগর প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করতঃ শত্রুহস্ত হইতে নিরাপদ

হইব। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সোলেমান ফারসীর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং তদীয় সহচরগণও তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। মদিনা নগরের তিনদিকে পর্ব্বত, কেবল পূর্ব্বদিকে নগর প্রবেশের পথ তথায় কোন পর্ব্বতাদি নাই। সেইজন্য সেই দিকে পরিখা খনন করাই স্থির হইল। হজরত তিন সহস্র শিষ্য, ছত্রিশটী অশ্ব লইয়া ছালা পর্ব্বতের পাদদেশে শিবির স্থাপিত করিলেন।—(তফসীর কাদেরী)

হজরতের আদেশে পরিখা খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। সাবেত বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরিখা খননকালে একখণ্ড প্রস্তর বহির্গত হয়, তাহা কেহই ভগ্ন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, হজরতকে জ্ঞাপন করা হইল। হজরত স্বয়ং তাহাতে আঘাত করিবামাত্র প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল এবং তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, ইমনের রাজধানী দেখিতে পাইতেছি দ্বিতীয় আঘাতেও ঐরূপ অগ্নিশিখার আবির্ভাব হইল। এবারে হজরত বলিলেন, পারস্য সম্রাটের রাজপ্রসাদ দৃষ্ট হইতেছে তৃতীয় আঘাতেও ঐরূপ হওয়ায় বলিলেন, তুরস্কের রাজধানী আমার নয়নগোচর হইল। ফলতঃ, ঐ সকল স্থানে যে পরিমাণে মুসলমানগণের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, তাহার চিহ্নস্বরূপ এই প্রস্তারখণ্ড প্রত্যক্ষীভূত হইল। প্রস্তরখণ্ড বহির্গত হইবার ছয়দিন পরেই পরিখা খনন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইল আবুসুফিয়ান বার সহস্র সৈন্যসহ

পরিখার খনন-কার্য্য দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইল। আরব-বাসীরা পূর্ব্বে কখনও পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ করিতে জানিত না। এরূপ নূতন ব্যাপার দর্শন করিয়া, কোরেশ ও য়িহুদীগণ বিস্মিত হইল। কিন্তু সেই সময় মদিনার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণবাসী বনি কোরায়জাদলস্থ য়িহুদীগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আবুসুফিয়ানের দলে মিলিত হইয়া হজরতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সহচর বা শিষ্যগণসহ পরিখার অপর পারে ছালা পর্ব্বতের নিম্ন-ভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা শুনিলেন যে, বনি-কোরায়জাদলস্থ য়িহুদিগণ কোরেশগণের সহিত যুদ্ধে যোগ-দান করিয়াছে তাহারা মদিনা প্রবেশের পথ বিশেষরূপে অবগত, পাছে অন্য পথ দিয়া আসিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে, এই ভয়ে মুসলমানগণ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদের চক্ষু সকল বক্র ও জ্যোতিহীন এবং প্রাণ কণ্ঠাগত, তখন তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে নানা কল্পনা করিতেছিলে। সেই স্থানে বিশ্বাসীগণ পরীক্ষিত ও কঠোররূপে পরিচালিত হইয়াছিল। (কোরাণ সুরা আজহাব)। যাহারা কপট, প্রবঞ্চক ও অবিশ্বাসী তাহারা নিজের স্বার্থের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মের এবং স্বদেশ কল্যাণের কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।"

হারসানামক এক ব্যক্তি হজরতকে বলিল, আমাদের গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, রক্ষা করিবার কেহই নাই, আপনি অনুমতি করিলে আমরা গৃহরক্ষার্থে চলিয়া যাই। হারসা এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই আয়েত অবতীর্ণ হইল

"স্মরণ কর, কপটী লোকেরা যাহাদের অন্তরে কুটিলতা আছে, তাহারা বলিয়াছিল যে, আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আমাদের নিকট প্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গীকার করেন নাই (কোরাণ সুরা আহজাব ১২ আয়েত) এবং তাহাদের একদল প্রেরিত পুরুষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল যে, আমাদের গৃহ শূন্য আছে, বস্তুতঃ তাহা শূন্য নয়, তাহাদের পলায়ন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। (ঐ সুরা ১৩ আয়েত)

অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই আয়েতের মর্ম্ম অবগত হইয়া, শিষ্যগণের গৃহ দি রক্ষার্থে হারেসের পুত্র জোয়াদের নায়কত্বে ত্রিশজন সৈন্য মদিনায় প্রেরণ করেন। সাতাইশ দিন পর্য্যন্ত শত্রুগণ মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিয়াছিল অবশেষে শত্রুগণ পরিখার পশ্চিম দিকে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। অনন্তর হজরতের সহচরগণ শত্রুগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিধর্ম্মী সৈন্যগণ পরিখার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বিংশতি দিবস ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিল দিবাভাগে উভয় দল পরিখার নিকটবর্ত্তী হইয়া শর ও প্রস্তর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। রাত্রিকালে কোরেশ ও য়িহুদিগণ মুসলমানগণকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইত;

হজরত রাত্রিকালে কতিপয় বীরপুরুষ সহ তাঁহার প্রতিকারে সতত সতর্ক থাকিতেন

কোরেশদলের সুবিখ্যাত বীরপুরুষ অবিদপুত্র ওমর একদিন কতিপয় কোরেশ বীরপুরুষসহ পরীক্ষা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সহসা মোস্লেম সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীমনাদে বলিতে লাগিল, এখন আমি পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। হে মুসলমানগণ। তোমাদের সাধ্য থাকে আত্মরক্ষায় তৎপর হও ওমরের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্যে হজরত আলী মোর্ত্তুজা স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ হজরতের নিকট যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত নিজের উষ্ণীষ হজরত আলীর মস্তকে পরাইয়া ও জোলফক্কার তরবারি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। হজরত আলী, হজরতের আশীর্ব্বাদ লাভে পুলকিত হইয়া ওমরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;— ওমর! তুমি পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ সত্য, কিন্তু জান না, মুসলমানদলে ঐশ্বরিক সিংহ হায়দর আলী এখনও জীবিত আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি একাকী সহস্র সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কাতর হও নাই, কিন্তু অদ্য নিশ্চয় জানিও, আবুতালেবের পুত্র আলীর হস্তে তোমার সে গৌরব নষ্ট হইবে, অতএব হয় ইস্লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত কর, নতুবা প্রাণ লইয়া শীঘ্র পলায়ন কর।

ওমর বলিল, যখন পরিখা পার হইয়া শত্রু সম্মুখীন্ হইযাছি, তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া কখনই বীর নামে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিব না যাহার বীরত্বে সসাগরা ধরণী বিকম্পিত, আজ কি না তুমি তাহাকে কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বৈমুখ হইতে পরামর্শ প্রদান করিতেছ ! আর এক কথা, ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণে আমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, আমি পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ-প্রথানুযায়ী দেব দেবীর পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া পিতৃধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিব কিন্তু তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভে যশস্বী হইতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি একজন ভুবনবিখ্যাত বীরপুরুষ, কাহারও প্রতি তোমার অন্যায় ব্যবহার নাই। তোমার ন্যায় সাধুপুরুষকে বধ করিয়া বীরহস্ত কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।

আলী বলিলেন, ওমর ! প্রাণহন্তা তস্করের স্নেহ প্রলোভন, ও ব্যাধের কপট দয়া প্রদর্শনের ন্যায় তোমার বিষমিশ্রিত অমিয়মাখা বচনগুলি শেল সম হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে ঐ দেখ, সম্মুখে সমরক্ষেত্র, আইস ওমর। আর কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হজরত আলীর অস্ত্রাঘাতে ওমর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। আলী কহিলেন, ওমর ! ক্ষণকলে যুদ্ধ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িলে?

তবে কি যুদ্ধে অক্ষম হইয়াছ? অমনোযোগী হইও না। সাবধান হইয়া অস্ত্র চালনা কর।

ওমর আলী মর্তুজার ভীষণ আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আলীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিল, হে বীরকেশরী! আমি শতশত মহারথী মহাযোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছি, কিন্তু আজি তোমার সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি আর কেন, জন্মের মত আমার ভবখেলা সাঙ্গ হইতেছে যুদ্ধসাধ পূর্ণ হইয়াছে আর অস্ত্র ধারণ করিবার শক্তি নাই। ক্রমশঃ শরীর অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। বিদায়! বিদায়! এই বলিয়া ওমর মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া গতাসু হইল। অনন্তর আলী ওমরের কতিপয় সহচরকে নিহত করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। আলীর যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগকালে হজরত বলিলেন, আলী! আজ তোমার ওমর হত্যায় যে পুণ্য হইল, ইহা আনসারদিগের তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবদুল্লার পুত্র জাবের বলিয়াছেন, দায়ুদ যেমন রণস্থলে জালুতকে হত্যা করিয়াছিলেন, হজরত আলীও তদ্রূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ওমরকে হত্যা করিয়াছেন পরদিন ওমরের সহচর নওফল ওমরের মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া হজরত আলীর সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। হজরত আলী তৎক্ষণাৎ তাহাকে অসির আঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি

আরও কতিপয় প্রধান প্রধান শত্রুকে হত্যা করিয়াছিলেন। ঐ দিন ম'য়াজের পুত্র সাদ আ'লীর অস্ত্রা'ঘা'তে আহত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, আমি ত এ অবস্থায় নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু বনি কোরয়াজার মৃত্যু দেখিয়া যাইতে পারিলে, মরিয়াও সুখী হইতাম। বিধর্ম্মী-গণের প্রধান প্রধান বীরপুরুষ হজরত আলীর হস্তে নিহত হওয়ায়, তাহারা একেবারে ভগ্নোত্তম হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল

কথিত আছে, প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) বিজয় উদ্দেশ্যে তিন দিবস ধরিয়া আল্লাহর আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। চতুর্থ দিবসে বিজয়লাভের লক্ষণ প্রকাশ পাইল ; ভক্তের কাতর প্রার্থনায় করুণাময় তাঁহার আনুকূল্যে বায়ুকে নিযুক্ত করিলেন। রাত্রি-কালে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিদ্রোহীদলকে বস্ত্রা-বাস সহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেই সময় স্বর্গীয় দূতগণ কর্ত্তৃক শত্রুগণের উপর প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাতে তাহারা বিব্রত হইয়া উন্মত্তপ্রায় চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তখন হজরতের প্রতি এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"ধর্ম্মদ্বেষীদিগকে আল্লাহ নৈসর্গিক শাস্তিদানে পরাস্ত করা-ইয়া, তাঁহার অপার মহিমা প্রদর্শন করাইলেন —(সূরা আহজাব)

হজরত আলীর দুল দুল অশ্বপ্রাপ্তি।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পরিখার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার জন্য দেশ-বিদেশে পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠ হিজরির রবিয়ল আউল মাসে হজরত রোম-শাসনকর্ত্তা মক্‌কাসের নিকট আবিবাল তায়া নামক একজন দূতকে পত্রসহ পাঠাইয়া দিলেন যখন দূতবর মক্‌কাসের দরবারে উপনীত হইল, তখন তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আগ্রহ সহকারে হজরতের পত্রখানি পাঠ করিলেন। বাদসা মক্‌কাস পত্রপাঠান্তে দূতবরকে রাজকীয় প্রাসাদে থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন পরদিন সম্রাট দূতের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যথার্থ নবী কি না, তৎসম্বন্ধে কতিপয় গুহ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ আবিবাল তায়া সম্রাটের প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন রোম সম্রাট হজরতের সমুদায় বৃত্তান্ত সম্যকরূপে অবগত হইয়া, ভক্তি গদগদচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী যাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে হজরত ইসা নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে প্রেরিত-পুরুষ বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং তখনই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিতান্তই উৎসুক হইয়া পড়িলেন তিনি ভক্তি-ভরে হজরতকে উপহার স্বরূপ দুল দুল নামক শ্বেতবর্ণের একটী

অশ্ব এবং বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি দিয়া দূতবরকে বিদায় করিলেন। দূতবর মদিনায় প্রত্যাগত হইয়া সেই সকল দ্রব্য হজরত মোহাম্মদকে প্রদান করিল। হজরত মোহাম্মদ ঐ অশ্ব আলী (কঃ)-কে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে অর্পণ করিলেন।

হজরত আলি কর্ত্তৃক পত্রবাহক ধৃত।

যখন ক্রমে ক্রমে দেশ-দেশান্তরে ইস্‌লাম ধর্ম্মালোক বিকাশ পাইতে লাগিল, তখন মোহাম্মদ (দঃ) আত্মীয় কোরেশগণকে পৌত্তলিকতারূপ অন্ধকার হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোকে আনয়ন করিতে মনোযোগী হইলেন এদিকে সহচরগণ কাবাশরিফে উপাসনা ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক হইয়া, হজরতকে মক্কা গমনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। হিজরীর ষষ্ঠ বৎসর জেলকদ মাসের ১ম দিবস সোমবারে হজরত, ওমরা ব্রত (হজ্) উদ্‌যাপন করিবার জন্য সজ্জিত হইতে বলিলেন। শিষ্যগণ আদেশ শ্রবণমাত্র দলে দলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপনীত হইল। হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কেবল ভ্রমণোপযোগী তরবারী ভিন্ন আর কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে লইও না হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), সায়াদ (রাজিঃ), আন্‌সার মহাজের প্রভৃতি এক সহস্র পঞ্চশত শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কাগমনে প্রস্তুত হইলেন; এমন সময়

জেব্রাইল (আলাঃ) আসিয়া হজরতকে বলিলেন, আবুবলতার পুত্র খোতেব নামক এক ব্যক্তি মক্কাগমনের সংবাদ পত্রবাহক দ্বারা জ্ঞাপন করাইতেছে। আপনি পত্রবাহকের অনুসরণ করিলে পথিমধ্যে সে ধৃত হইবে। হজরত তৎক্ষণাৎ আলীকে তাহার অনুসরণে পাঠাইলেন। তিনি রোজেখাক নামক স্থানে আবু ওমরের ভৃত্য সারাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন এবং অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ পত্রখানি হজরতের হস্তে অর্পণ করিলেন।

হজরত খোতেবকে ডাকিয়া এরূপ পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন সে শপথ করিয়া বলিল, আমি ইস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই আমার পরিবারবর্গ মক্কায় অবস্থিতি করিতেছে তাহাদিগকে রক্ষা করে মোহাজ্জের সম্প্রদায় মধ্যে এমন ব্যক্তি কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাছে শত্রুপক্ষের কোপানলে পতিত হইয়া বিপন্ন হয়, সেইজন্য ঐ প্রকার পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ; অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল না

খোতেবের বাক্যে ওমর ফারুক (রাজিঃ) ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে হজরত তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিলেন। পরে হজরত সকলকে বলিলেন, খোতেব যাহা বলিয়াছে, সমস্তই সত্য, এই কারণ বিশ্বাসীগণের প্রতি এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"হে বিশ্বাসীগণ। আমার ও তোমাদের শত্রুকে মিত্র বলিয়া

গ্রহণ করিও না তোমরা তাহাদের নিকট বন্ধুরূপে লিপি প্রেরণ করিতেছ, বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি যে সত্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা তৎপ্রতি অবিশ্বাসী ”

সন্ধি।

তৎপরে হজরত শিষ্যগণসহ মক্কায় গমন করিলেন। কোরেশগণ হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। দূতবর হজরতের নিকট আগমন করতঃ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া, কোরেশগণের নিকট যাইয়া বলিল, হজরত যুদ্ধ করিতে এখানে আসেন নাই, তিনি হজ্জ ও ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়াছেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সোহেলকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট পাঠানই স্থির হইল। সোহেল যথাসময়ে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি এখন মদিনায় প্রত্যাগমন করুন। আগামী বৎসর মক্কায় আসিয়া হজ্জ ও ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন; কিন্তু তিন দিনের বেশী এখানে থাকিতে পারিবেন না। এই অঙ্গীকারে কোরেশদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হউন।

হজরত তখন কোরেশদিগের সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর হজরতের আদেশ অনুসারে হজরত আলী কর্ত্তৃক সন্ধিপত্র লিখিত ও যথারীতি স্বাক্ষরিত হইল। ঐ সময় মক্কানগরস্থ বহু

বিধর্ম্মী পুরুষ স্বেচ্ছায় হজরতের নিকট আসিয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। পরে যথাসময়ে হজরত মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

খয়বরের যুদ্ধ।

মদিনা হইতে প্রায় ৭০।৮০ মাইল দূরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খয়বরনগর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই মহানগরী কেবলমাত্র প্রবল পরাক্রমশালী বিধর্ম্মী য়িহুদী সম্প্রাদায়ের বাসস্থান ছিল। এই মহা সমৃদ্ধিশালী নগর কতিবা, নায়েম সায়াব, সেখ, কামুস, নাতাত, সাতি ও সাগাম নামক আটটী দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া খয়বর নামে অভিহিত হইত যেহেতু খয়বর শব্দের অর্থ দুর্গবেষ্টিত স্থান। খয়বরের য়িহুদিগণ হজরতের পরম শত্রু ছিল, তাহারা মোস্‌লেম ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ কামনায় বদ্ধপরিকর হইলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজ শিষ্যগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে শিষ্যমণ্ডলী রণসম্ভার সহ খয়বর যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিন পরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খয়বরে উপস্থিত হইয়া তথাকার অভেদ্য দুর্গ সমূহ দর্শনে ভগ্নোদ্যম না হইয়া, পরমকারুণিক আল্লাহর নিকট বিজয় লাভের জন্য প্রার্থনা

করিলেন এবং সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মনজেলা নামক স্থানে উপাসনা সমাপ্ত করিল তথাকার কৃষিজীবী য়িহুদিগণ মুসলমানদিগকে দেখিয়া, দুর্গ-রক্ষকগণকে সংবাদ দিল। য়িহুদিগণ মুসলমানগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল য়িহুদিগণের প্রধান সেনাপতি সালাম বেণ মসকামের আদেশে স্ত্রীলোক ও শিশু-দিগকে কতিবা দুর্গে এবং খাদ্যদ্রব্যাদি নায়েম ও সয়াব নামক দুর্গদ্বয়ে সংরক্ষিত করিয়া, সৈন্যগণকে নাতাত দুর্গে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করিল পরদিন প্রাতঃকালে হজরত, ওমর ফারুককে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া, নাতাত দুর্গ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মোস-লেম সৈন্যগণ বিপুল উৎসাহে নাতাত দুর্গ আক্রমণ করিলে কিছুদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল —দুর্গরক্ষীগণ খাদ্যাভাবে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া সুযোগ মত দুর্গ পরিত্যাগ করিলে মোস-লেমগণ সহজেই নাতাত দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল তৎপরে হজরতের সহচরগণ সায়াব দুর্গ আক্রমণ করিলেন এই সময়ে খাদ্য-দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হওয়ায়, তাঁহারা বড়ই কষ্ট পাইতে-ছিলেন, তজ্জন্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেইদিন জনাব বেণ-মনজের পবিত্র পতাকা গ্রহণ করতঃ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সায়াব দুর্গ জয় করেন; এই যুদ্ধে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি লব্ধ হয়। মোসলেম

সৈন্যগণ প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্তে নববলে বলীয়ান হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অজেয় কামুস দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন হজরত আবুবক্কার সিদ্দিক, পরদিন হজরত ওমর ফারুখ দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিফলমনোরথ হইলে, হজরত মোহাম্মদের সহচরগণ ক্রমান্বয়ে উক্ত দুর্গ ভেদ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে আমের যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—হে দাতা, দয়ালু, বিপত্তারণ, বিশ্বপালক আল্লা! আমি তোমারই তপস্যায় নিযুক্ত, তোমারই সাহায্যপ্রার্থী; তুমিই আমাকে কৃপা করিয়া অধর্ম্মান্ধকার হইতে সত্যধর্ম্মের বিমল আলোক প্রদর্শন করিয়া, পুণ্যের জ্যোতিঃ অম্মার হৃদয়ে স্থাপিত করতঃ সরল ধর্ম্ম পথের পথিক করিয়াছ, তজ্জন্য অকপটে আজ তোমারই নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি কিন্তু দয়াময়! বড়ই আক্ষেপ রহিল যে, তোমার সত্য ধর্ম্মের জন্য বিধর্ম্মীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলাম না। এমন সময় হজরত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমেরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে কামুস দুর্গ হইতে খয়বরের সেনাপতি মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া রণস্থলে আসিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। আমের কহিলেন, হে মারহাব! আর আস্ফালন করিতে হইবে না, যুদ্ধে অগ্রসর হও।

মারহাব ক্রোধোত্তেজিত হইয়া কহিল, রে মুসলমান! এখনি তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি এই কথা বলিয়া মারহাব ধনুতে শর যোজনা করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। আমের কৌশলে তাহা নিবারণ করিয়া তরবারি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন কিন্তু সে আঘাত ব্যর্থ হইল মারহাব পুনরায় আমেরকে অস্ত্রাঘাত করিলে তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন একজন সহচর হজরতের নিকট যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করিলেন যে, মারহাবের অস্ত্রাঘাতে আমের ইহলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমেরের মৃত্যু হয় নাই, কেবলমাত্র মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন। কারণ তিনি জীবনে দুইবার ধর্ম্মযুদ্ধে আহত হইয়া শ্রেষ্ঠতম স্বর্গলাভ করিবেন। আমি কল্য এমন এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিব যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের বন্ধু। তিনিই করুণাময়ের অনুগ্রহে দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইবেন তোমরা নিশ্চয় জানিও, তাঁহারই হস্তে খয়বর দুর্গ অধিকৃত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইবে তোমরা শীঘ্র যাইয়া আমেরকে লইয়া আইস সেই সহচর হজরতের আদেশ পাইয়া আমেরকে রণস্থল হইতে লইয়া আসিলেন। সায়াদ ও হজরত উমর ফারুখ (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান মুসলমানগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি আগামী কল্য পতাকা প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান।

বীরবর হজরত আলী চক্ষের পীড়াবশতঃ হজরতের সঙ্গে খয়বরের যুদ্ধে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু যুদ্ধ করিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছিলেন হঠাৎ তিনি উৎসাহিত হইয়া খয়বরে হজরতের সহচরগণের সহিত মিলিত হন। হজরত সেই রাত্রেই আলী হায়দরের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আলী মুর্ত্তজা কোথায়? সহচরগণ বলিলেন, তিনি চক্ষের পীড়ায় সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। হজরত বলিলেন, তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। তৎক্ষণাৎ হজরতের আদেশ প্রতিপালিত হইল। হজরত আলী, সালাম বেণ একবার হস্ত ধাবণ করিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মস্তক আপনার বক্ষদেশে স্থাপন করিয়া মুখরস তাঁহার চক্ষুতে প্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, হে দয়াময়! তুমি হজরত আলীকে শীত গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা করিও হজরতের আশীষ বচনে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষু-পীড়া আরোগ্য হইল। প্রবাদ আছে যে, তৎপরে আলী মুর্ত্তজা জীবনে আর কখনও চক্ষু পীড়া বা শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরিত করিয়া নিজের কবচ তাঁহার বাহুতে পরাইয়া, কটিদেশে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাধিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ যাত্রার আদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, আলী, তুমি যে পর্য্যন্ত না যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়ে মনো-

যোগ দিবে না হজরত আলী কহিলেন, কিরূপ সর্ত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ? হজরত কহিলেন, যে পর্য্যন্ত তাহারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিও, তোমার পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। পুনরায় হজরত আলী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ ! য়িহুদীগণ যদি মুসলমান হয়, তথাপি কি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব ? হজরত বলিলেন, প্রথমে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, তাহারা ইস্লাম ধর্ম্ম স্বীকার করে কি না ? তবে যুদ্ধ করিও যদি তোমার দ্বারা একজনও সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে জানিও শত শত উষ্ট্র আল্লার উদ্দেশে উৎসর্গ করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য সঞ্চিত হইবে

অনন্তর আলী আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং কামুস দুর্গের প্রাচীরের নিকটস্থিত এক প্রস্তর স্তূপে পতাকা স্থাপিত করিলেন তদ্দর্শনে একজন য়িহুদি জিজ্ঞাসা করিল, হে পতাকাবাহী বীরপুরুষ ! তুমি কে ? তোমার নাম কি ? আলী বলিলেন, আমি আবুতালেবের পুত্র আলী ইহা শুনিয়া সেই য়িহুদি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, আমাদের পতন নিশ্চয়—এই মহাবীর এই দুর্গ জয় করিবেন। আমি ইঁহার বীরত্বের পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি।

দুর্গজয়

হারেস নামক একজন য়িহুদি বীরপুরুষ বীরদর্পে অমিতবলে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তদ্দর্শনে হজরত আলী তাহার সম্মুখীন হইয়া শরাঘাতে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। হারেসের ভ্রাতা মারহাব হারেসের নিধন সংবাদ প্রাপ্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, কার সাধ্য এই দুর্ভেদ্য অজেয় কামুস দুর্গ জয় করে? এমন বীরপুরুষ কে আছে যে সম্মুখ সমরে আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করে?

হজরত আলী মারহাবকে কহিলেন, সাবধান দুরাত্মা! এখনই তোর গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। শৃগাল হইয়া সিংহের সম্মুখে আস্ফালন! কর্কশভাষী গর্দ্দভের ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া বৃথা গর্ব্ব করিস্ না। সাধ্য থাকে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরত্ব প্রকাশ কর। মারহাব মহাক্রোধে আলীকে তরবারির আঘাত করিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। হজরত আলী (কঃ) নিমিষে মারহাবের মস্তকে সবলে জোল-ফক্কার তরবারির আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। হজরত আলী মারহাবকে বধ করিয়া দুর্গের নিকটস্থ য়িহুদিগণকে অমিতবিক্রমে সংহার করিতে লাগি-লেন মুসলমানগণ তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় আগমন করিল। একজন য়িহুদি আলীর হস্তে গুরুতর আঘাত করিলে তাঁহার

ঢাল হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। অমনি অপর একজন য়িহুদি সেই ঢাল লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আলী (কঃ) নিরুপায় হইয়া কামুস দুর্গাভিমুখে গমন করেন এবং তত্রস্থ একটী নালা একলম্ফে অতিক্রম করিয়া দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সবলে দুর্গের লৌহময় কপাট ভগ্ন করতঃ ঢাল স্বরূপ কিছুক্ষণ ব্যবহার করিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত কপাট চল্লিশ গজ দূরে পতিত হইল সেই কপাট চল্লিশজন বীরপুরুষ এককালে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও একবিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, যুদ্ধকালে চল্লিশ জন স্বর্গীয় দূত আলীর সাহায্যার্থে নিযুক্ত থাকিতেন হজরত আলীর এইরূপ অলৌকিক বীরত্বে দুর্গস্থ যিহুদি সৈনিকগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল আলী হজরতের আদেশানুসারে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা নিজের কোন দ্রব্যাদি গোপন না করিয়া দুর্গ ত্যাগ কর য়িহুদিগণ "তথাস্তু" বলিয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিল। হজরত খয়বরের যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়া আল্লাহকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং আলীকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোসলেম সৈন্যগণ অসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন

মক্কা বিজয় ও প্রতিমা ধ্বংস।

ইহার কয়েক বৎসর পরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মাথরোজা হাবাং নামক স্থান হইতে মক্কা নগরে প্রবেশকালে প্রথম সৈন্যদলকে নগরের সম্মুখ ভাগের পথ দিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং অন্যান্য সৈন্যদিগকে নগরের চতুর্দ্দিক দিয়া প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। মহাবীর খালেদকে মক্কার নিম্নভাগের একটী পথ দিয়া যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং আলী সহ উষ্ট্রারোহণে পবিত্রধাম মক্কা নগরী আক্রমণ করিলেন। এদিকে কোরেশগণ হজরতের মক্কাধিকারের সম্ভাবনা দেখিয়া খালেদকে আক্রমণ করিল, কিন্তু খালেদের বীরত্ব দর্শনে মহানগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মুসলমান সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম হিজরির রোমজান মাসের বিংশতি তারিখে, হজরত মক্কা নগরে প্রবেশ করতঃ কাবার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তকবির পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহচরবৃন্দ ও শিষ্যগণ তন্ময়চিত্তে তাঁহার সহিত তকবির আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আল্লাহর পবিত্র গুণগানে সমগ্র মক্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আলীকে সঙ্গে লইয়া কাবার প্রতিষ্ঠিত তিন শত ষাটটী দেবমূর্ত্তি কাবা হইতে অপসারিত করিবার জন্য যষ্টিহস্তে দেবমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া

এই আয়েত পাঠ করিলেন—(সুরা বণি এস্রায়েল, ৮১ আয়েত)

"ও কোল জায়াল হালো জাহাকাল বাতেল ইন্নাল বাতেলা কানা জাহুকা "

অর্থাৎ সত্য উপস্থিত হওয়াতে, অসত্য লোপ পাইয়াছে, নিশ্চয়ই অসত্য লোপ পাইযাছে

হজরত কোরাণের এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবামাত্রই কাবাস্থিত মূর্ত্তিগুলি ভূপতিত হইল অমনি মহাবীর হজরত আলী প্রতিমা সকল ধ্বংস করতঃ কাবা গৃহ হইতে অপসারিত করিলেন

তৃতীয় খণ্ড।

—:(*):—

কন্দুলের যুদ্ধ।

কোরেশগণ বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে হজরতের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিল। এখন আর অশান্তির লেশ মাত্র নাই। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মহাপাপী আবুজেহেল বহু পূর্ব্বে বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং আবুসুফিয়ান ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে তবে একটী মাত্র প্রতিবন্ধক রহিল। আবুজেহেলের পুত্র তকজাল মক্কা হইতে বিতাড়িত হইয়া কন্দুলের অধিপতি মকাতেলের আশ্রয় গ্রহণ করে কন্দুল অধিপতি বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! এখানে কি জন্য আগমন করিয়াছ? আগন্তুক সকাতরে কহিল, রাজন! আমি কোরেশ বংশীয় আবুজেহেলের পুত্র। শত্রুভয়ে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং পৌত্তলিক বিরোধী শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকেও সাবধান করিতেছি। মকাতেল কহিলেন, তুমি আমাকে কি সাবধান করিবে? তুমি কি

আমাকে হীনবল, ভীরু, কাপুরুষ মনে কর? আমার রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ব সহস্র সহস্র সুদক্ষ সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত কাহার সাধ্য এই লৌহবত্ত স্বরূপ বীরব্যূহ ভেদ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করে? মানব ত দূরের কথা, দানব দৈত্যেরও প্রবেশ করিবার শক্তি নাই। তুমি আমাকে শত্রুভয়ে সাবধান হইতে বলিতেছ? আমার অসাবধানতার কি লক্ষণ দেখিলে?

যুবক কহিল, মহারাজ! আপনার কোনও ভয়ের কারণ নাই সত্য, কিন্তু আলীর অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন বীরত্ব দর্শনে মহা মহা বীরপুরুষগণও ভয়ে সশঙ্কিত জগতে এমন বীর পুরুষ কেহ নাই যে সম্মুখ-সমরে তাহার সহিত জয়লাভ করে। তাহার বাহুবলে দেব দৈত্য দানব পরাজিত হইয়া পর্ব্বত গুহায় ও নিবিড় বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। মক্কাধিপতি মদীয় পিতৃদেব আবুজেহেল তাহার হস্তে সৈন্যসহ নিহত হইয়াছেন। একপ্রকার বিনাযুদ্ধে সে মক্কানগর অধিকার করতঃ আবুসুফিয়ান ও মহাবীর খালেদকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে কোরেশ বংশীয় বহু ব্যক্তি প্রাণভয়ে মক্কা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন মহাবীর আলী মক্কা নগর জয় করিয়া আমাদের চির আরাধ্য দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে জগতের অদ্বিতীয় দুর্ভেদ্য দুর্গ সমূহ বিধ্বস্ত করতঃ খায়বর নগর দখলে আনিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনার আদেশ প্রচার করিয়াছে। আপনি তাহার বীরত্বের বিষয় সম্যক অবগত নহেন বলিয়াই

আপনাকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি। অধিকন্তু যাহাতে মোস্লেম ধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হয়, তাহার জন্য তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য করুন।

তকতাল প্রমুখাৎ কাবাস্থিত প্রতিমা সকল বিধ্বস্ত হওনের সংবাদ শ্রবণে ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া কন্দুল অধিপতি মকাতেল হজরত আলীর বিনাশ সাধনে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সহ মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন কয়েকদিন অবিশ্রান্ত গমনের পর, সেরাব নামক প্রান্তরে উপস্থিত হইলে কূটনীতি-পরায়ণ মন্ত্রী মেয়শর কহিলেন, এক্ষণে আমরা সৈন্যসহ পর্ব্বত অন্তরালে গুপ্তভাবে লুক্কাইত থাকিব। আলী অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয়, সে যখন মৃগয়া করিতে এ স্থানে উপস্থিত হইবে, তখনই তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া হত্যা করিব অগত্যা তাহার কথামতই সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া সকলে অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আদহামের মৃগয়ায় গমন।

একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সহচরগণের সহিত মদিনার মস্জিদে উপাসনা করিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে হজরত সহচরগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাক, অদ্য অনুমতি করিতেছি, যে কেহ, ইচ্ছা কর, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পার? আদহাম

সবিনয়ে কহিলেন, হজরত! আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, অদ্য সর্ব্ব প্রথমে পদাশ্রিত দাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দাসানুদাসকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিবেন। হজরত কহিলেন, অদ্য মৃগমাংস ভক্ষণ করিবার বড় সাধ হইয়াছে, তাহা ভোজন করাইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর আদহাম তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন এবং শিকার অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেরাব প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অদূরে অগণ্য সৈন্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মিকাদ নামক জনৈক ব্যক্তি আদহামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? এবং কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছ বল? আদহাম নিজ নাম গোপন করিয়া আলী নামে পরিচয় দিলেন . মিকাদ নাম শুনিবা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, ইহাকে বধ কর সৈন্যগণ মন্ত্রিবরের আদেশে একযোগে আদহামকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আদহাম শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ এই অগণিত শত্রু-সৈন্য হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই! মুসলমানের জীবন অপেক্ষা ধর্ম্মই অধিকতর মূল্যবান ও গৌরবের বিষয়। অতএব কাপুরুষের ন্যায় নীরবে থাকা অপেক্ষা সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ। যেমন চিন্তা, অমনি ক্রোধোত্তেজিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অদম্য উৎসাহে অসি চালনা করিয়া, বিধর্ম্মী

সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম বীরত্ব দর্শনে পাপাত্মা মিকাদ শতমুখে মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বীর চূড়ামণি! বুঝিলাম, সত্যই তুমি অমিত তেজা যোদ্ধা, কিন্তু তুমি একা। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রখর ভানুদেব মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হয়; জগতব্যাপী অংশুমালা বিভাসিত পৌর্ণমাসী শশধরও জ্যোতিহীন হয়; অতএব হে বীরকেশরী! আজ তোমার সেইরূপ অন্তিম কাল উপস্থিত। অদ্য তোমার বীরত্বের সহিত জীবনের অবসান হইবে। এই বলিয়া দুর্ম্মতি মিকাদ সৈনিকগণকে তাহার উপর চতুর্দ্দিক হইতে শর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ অজস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল অগণিত শরাঘাতে আদহামের দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আদহাম নিজ অন্তিম কাল সমুপস্থিত দেখিয়া, আল্লাহকে স্মরণ করিয়া কাবাভিমুখে মস্তক অবনত (সেজদা) করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে দাতা দয়াময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরের বিষয় সমুদয় জ্ঞাত আছ। আমি তোমারই উদ্দেশ্যে তোমারই আদেশে এ জীবন উৎসর্গ করিলাম। দয়াময়! তুমি বিপদভঞ্জন, অনাথের নাথ, অন্তিমের সহায়, এই আসন্নকালে তোমার মধুরতামর নাম পারলৌকিক সুখের আধার। এই প্রকার আল্লাহর স্তব স্তুতিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময় সহসা একজন বিধর্ম্মী পুরুষ আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে

তরবারির আঘাত করিল, অমনি তিনি সমস্বরে (লা এলাহা, ইল্লিল্লাহো মোহাম্মদের রসুলুল্লাহে) অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য কেহ নাই ও মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন মিকাদ্দ আলীকে হত্যা করিয়াছি মনে করিয়া, অহঙ্কারে সগর্বে জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন রুস্তম ও মকাতেল মহানন্দে সসৈন্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আদহামের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন দিন অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যা সমাগত, তত্রাচ আদহাম মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইল না। সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। হজরতের মনে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল ভাবিলেন, হয়ত আদহাম কোথাও বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, নচেৎ এত বিলম্বের কারণ কি ? এই প্রকার নানা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় হজরত আলী হজরতের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, আদহাম অবশ্যই কোন বিপদজালে পতিত হইয়াছে, নতুবা সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, এখনও তাহার প্রত্যাগমন হইল না ! হজরত আলীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, তাহার চিবুক হইতে বিন্দু বিন্দু রুধিরধারা ঝরিতেছে। তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, আলী ! তোমার চিবুক হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে কেন ? আলী বলিলেন, আমি এই মাত্র অজু করিয়া জল পান করিয়া

আসিতেছি অকস্মাৎ জলের পরিবর্তে রক্ত পড়িতেছে। হজরত. ইহা নিশ্চয়ই বিপদের নিদর্শন। নিশ্চয়ই আদহাম কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছে এই কথা শুনিয়া সকলেই আদহামের জন্য চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন এমন সময়ে আদহামের প্রভুভক্ত অশ্ব শূন্য পৃষ্ঠে রুধিরাক্ত কলেবরে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল তদ্দর্শনে মদিনাবাসীগণ সকলেই আদহামের জন্য সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন আলী শোকবিহ্বলচিত্তে তৎক্ষণাৎ দুল দুল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জোলফকার অসি হস্তে আদহামের শবদেহের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন আদহামের অশ্ব আলীর অগ্রে অগ্রে তীব্রবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অচিরে আলী সেরার প্রান্তরে আদহামের শবদেহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন আলী অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন, স্বর্গীয় দূতগণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরকালের মঙ্গলের জন্য জানাজা পড়িবার জন্য যথাপ্রণালী শ্রেণীবদ্ধ হইতেছেন অনন্তর তিনিও শীঘ্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া জানাজা পড়িয়া লইলেন জানাজা পাঠ সমাপ্ত হইলে স্বর্গীয় দূতগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হজরত আলী মৃতদেহের সৎকার করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য খুন্দআভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে, দুর্ম্মতি মকাতেল, আলীজ্ঞানে আদহামকে হত্যা করিয়া আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত রহিয়াছে। আর ক্ষণকাল

বিলম্ব না করিয়া হজরত আলী বিধর্ম্মীগণের উৎসব দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন মিকাদ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আপনি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, সত্য বলুন? হজরত আলী কহিলেন, আমি আবুতালেবের পুত্র আলী, বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ লইতে এখানে আসিয়াছি তচ্ছ্রবণে মিকাদ বলিলেন মিথ্যা বলিতেছেন কেন? আপনি কখনই আলী নহেন সম্প্রতি সেই মদিনাবাসী হজরত আলীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া আনিয়াছি, তাহা এক্ষণে আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছে। এই বলিয়া মিকাদ খণ্ডিত শির তাঁহাকে দর্শন করাইলে তিনি শোকে দুঃখে কিয়ৎক্ষণ ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন, পরে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, রে ভ্রান্ত বিধর্ম্মী! এ কাহার মস্তক? ইনি যে হজরতের একজন প্রিয় সহচর! ইঁহাকে বনে একাকী পাইয়া হত্যা করতঃ এত আমোদ করিতেছ? যদি নিজ মঙ্গল চাও, তাহা হইলে শীঘ্র বন্ধুহন্তাকে আমার হস্তে প্রদান কর; নচেৎ এখনই তোমাদের সকলকে পিপীলিকার ন্যায় পদদলিত করিব।

সিংহাসনোপবিষ্ট মকাতেল আলীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর! আর কাহার মুখাপেক্ষা করিতেছ? একজন সামান্য সৈনিক রাজসভা মধ্যে এত আস্ফালন করিতেছে আর তুমি তাহা অবাধে সহ্য করিতেছ! এখনই ইহার শিরচ্ছেদ কর

রাজাদেশ শুনিবামাত্র সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য আলীর চতুর্দ্দিক

বেষ্টন করিল হজরত আলী (কঃ) তৎক্ষণাৎ দুল দুল অশ্বে আরোহণ করিয়া জোলফক্কার অসি হস্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আলীর তীক্ষ্ণধার শস্ত্রাঘাতে অগণিত শত্রুসৈন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল সমরক্ষেত্র মহা শ্মশানে পরিণত হইল মকাতেল আলীর বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, হে বীরবর! আপনি মানব, কি যম, কি স্বর্গীয় দূত, সত্য করিয়া বলুন? কারণ মর্ত্ত্যবাসী মানবের এরূপ বীরত্ব কখনও সম্ভব নহে হজরত আলী মকাতেলের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, রে ধর্ম্মদ্রোহীগণ! আমি মানব-তনয় আবুতালেবের পুত্র আলী হয়দর যাহারা সনাতন অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে সেই অসত্য অনিত্য ভ্রান্ত পথ হইতে পবিত্র ধর্ম্মপথে আনয়ন করতঃ অদ্বিতীয় এক আল্লাহর উপাসনা করিতে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া থাকি "আমি স্বহস্তে কোরেশগণের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিয়াছি এক্ষণে তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সেই নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনায় ব্রতী হও, নতুবা পাপের প্রতিফল স্বরূপ তোমাদের সকলকেই আমার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তচ্ছ্রবণে প্রধান মন্ত্রী মিকাদ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যসহ পুনরায় হজরত আলীকে আক্রমণ করিলেন। তখন হজরত আলী (কঃ) ভক্তি গদগদ স্বরে কাতরকণ্ঠে আল্লাহর

প্রার্থনা করিলেন, হে করুণাসিন্ধু! এ অনন্ত সৈন্যমধ্যে আমি একাকী, তোমার করুণা ব্যতীত এ ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই হে দয়াময়! এ দাসানুদাসকে উদ্ধার করুন ভক্তবৎসল ভগবান প্রিয় ভক্তের কাতর প্রার্থনায় প্রীত হইয়া, জিব্রাইলের দ্বারা মোহাম্মদ (দঃ) কে জ্ঞাপন করাইলেন যে, আপনার প্রিয় সহচর আদহাম মৃগয়ায় গিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে হজরত আলী (কঃ) ফেরেস্তাগণ সহ তাহার জানাজা পাঠ করিয়া একাকী কন্দুলে গিয়া অসংখ্য বিধর্ম্মিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অতএব আপনি শীঘ্র হজরত আলীর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করুন হজরত তৎক্ষণাৎ সহচরগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন তৎশ্রবণে হজরত ওমর ফারুখ, আবুবকার সিদ্দিক, হজরত আব্বাস, হজরত ওসমান জোবের, হজরত হাসেন ও হজরত হোসেন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হজরত সহস্রাধিক সৈন্য সহ দ্রুতবেগে কন্দুলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। হজরত আহার নিদ্রা বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে কন্দুল সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর আলী (কঃ) একাকী নির্ভীক চিত্তে বিধর্ম্মী সহ যুদ্ধ করিতেছে তদীয় সাহায্য মানসে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তিনি শত্রুকর্তৃক দেহের তিন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপিও রণস্থল

ত্যাগ করে নাই আলী (কঃ) হজরতকে দেখিয়া পরমানন্দে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন হাসেন হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে আহত দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল হজরত তাহাদের রোদনে অতিশয় কাতর হইয়া নিজের পিরহান আলীর অঙ্গে পরাইয়া দিলেন প্রেরিত পুরুষের অঙ্গাবরণ পরিধান করিবামাত্র আলীর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল তিনি দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন

পরদিন মকাতেল হজরতের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন মিকাদ রণস্থলে আসিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ ! তোমায় অনেক দিন হইতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে যুদ্ধে অগ্রসর হও

হজরত, মিকাদের গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সৈন্যগণের তর্জ্জন গর্জ্জনে, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল আলীর হয়দরি শব্দে মোস্‌লেম সৈনিকগণ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল মহাবীর ওমর ফারুখ ও কুমার হাসেন হোসেন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র হস্তে তরবারি চালনা করিয়া অসংখ্য শত্রুবধে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল কৃতান্ত যেন সহস্র বদন ব্যাদন করিয়া বিধর্ম্মীগণকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। বিধর্ম্মীগণ প্রলয়জ্ঞানে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল অনন্তর মকাতেল অনন্যোপায় হইয়া

মন্ত্রিবর মিকাদ সমভিব্যাহারে হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে অবনত শিরে কহিলেন, হে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরিত পুরুষ আমি পাপাত্মা আবুজেহেলের পুত্রের কথায় উত্তেজিত হইয়া আপনার প্রিয় সহচর আদহামকে হত্যা করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম এক্ষণে আমাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করাইয়া আপনার সনাতন ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করুন। হজরত কহিলেন, যদ্যপি তোমরা সেই সত্য ধর্ম্ম ও মুক্তির পথ চিনিতে সক্ষম হইয়া থাক উত্তম, এক্ষণে লাত উজ্জা প্রভৃতি প্রস্তর মূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহর উপাসনার জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা কর এবং অকপটচিত্তে ভক্তি সহকারে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই ও মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ স্বীকার কর তাঁহারা সকলেই কায়মনোবাক্যে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন হজরত তাহাদিকে ইস্লাম ধর্ম্মের রীতি, নীতি শিক্ষা দিয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন

কন্দুল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন কালে হজরত একদিন পথিমধ্যে এক নিবিড় অরণ্যে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন কিন্তু জলাভাবে ওজু করিতে না পাইয়া আলী (কঃ) কে জল অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন হজরত আলী নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে একটী কূপের সন্নিকটে একটী

পাষাণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে একজন বৃদ্ধ সেই মূর্ত্তিকে ভক্তিভরে অবনত মস্তকে প্রণিপাত করিতেছে তদ্দর্শনে হজরত আলী তাহাকে বলিলেন, রে নির্ব্বোধ! যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার প্রদত্ত আহারে তুমি শরীর পোষণ করিতেছ, যাঁহার কৃপায় জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রী উপভোগ করিতেছ, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অর্চ্চনা না করিয়া নির্জ্জীব জড় পদার্থের পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছ? তুমি কি সত্য ধর্ম্ম জ্ঞাত নহ? এস, তোমাকে হজরতের নিকট সত্য ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইব এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন বৃদ্ধ কহিল, আমার দেড় শত বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, আমি এ যাবৎ মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছি, কখনও একেশ্বর বা নিরাকারের পূজা করি নাই, যদি আমাকে তাঁহারই অর্চ্চনা করিতে বলেন, আমার একটি প্রশ্ন আছে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইলে, আমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি

হজরত কহিলেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে অবাধে জিজ্ঞাসা করিতে পার?

বৃদ্ধ কহিল, এই অরণ্য মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ও একটী বৃহৎ সর্প আছে, তাহাদিগকে হত্যা করিলেই আমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

হজরত তখনই বালক ওস্তরকে সেই ব্যাঘ্র ও সর্প বধ করিতে আদেশ করিলেন সে অপর দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে

লইযা সেই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং একসঙ্গে ধনুতে শর যোজন করিযা ব্যাঘ্র ও সর্পের প্রতি শর নিক্ষেপ করিল কিন্তু তীর পতিত হইতে না হইতে সুচতুর ব্যাঘ্র ও সর্প ঝম্প প্রদান পূর্বক নিকটস্থ কূপে পতিত হইল মালেক ওস্তর সেই কূপের নিকট দাঁড়াইযা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল

এদিকে জেব্রাইল (আঃ) হজরতের নিকট উপস্থিত হইযা অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! আপনার নিকট এক অদ্ভুত সংবাদ আনিয়াছি, আপনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিযাছেন, তাহা মহা বিপজ্জনক স্থান বীর আলম দেশের সম্রাট বাদ জিন্নি, এ স্থানের অধিপতি, অরণ্য মধ্যে তাহারই জিন্নি নামক একটী কূপ আছে ঐ কূপের মধ্যে প্রবেশ করিলে পাতালে উপস্থিত হইতে পারা যায এবং তথায় রাজজিন্নির দুর্গ দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহর আদেশ হইযাছে যে, আলীর হস্তেই ঐ দুর্গ জয হইবে। অতএব আপনি শীঘ্র তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করুন

হজরত জেব্রাইলের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিযা শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক আলীকে তৎক্ষণাৎ তথায প্রেরণ করিলেন

জিন্নি কূপ।

প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করতঃ হজরত আলী সশস্ত্রে সেই জিন্নি কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী সুবৃহৎ প্রস্তর কূপের মুখে আবরণ স্বরূপ রহিয়াছে আলী সেই আবরণটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরে পাতালে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অসংখ্য সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত একটী দুর্গ রহিয়াছে বাদজিন্নি দুর্গসন্নিধানে আলীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে মহাবীর আলী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা কি এই ব্যক্তিকে চিনিতে পার? ইঁহারই নাম আলী হয়দর; ইঁহারই জন্য যাদুর (মায়ার) ব্যাঘ্র ও সর্প জিন্নিকূপের সন্নিকটে প্রহরী স্বরূপ রাখিয়াছিলাম ইনিই সেই আরবীয় ঐশ্বরিক সিংহ এই অতুল বিক্রমশালী মহাবীর জগতে কাহাকেও ভয় করে না এবং সম্মুখসমরে ইঁহাকে পরাস্ত করে এমন বীরপুরুষ জগতে নাই। ইনিই মক্কা নগরী হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাও, শীঘ্র ইঁহার ছিন্ন মুণ্ড আন। এইরূপ প্রবল শত্রুকে নির্ম্মূল করাই বাঞ্ছনীয়

এতচ্ছ্রবণে তিহুর নামক সেনাপতি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দ্রুতবেগে আলীকে আক্রমণ করিয়া কহিল, রে মুসলমান!

তুই মৃত্যুর জন্য কি পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছিস্ ? জানিস্ না প্রবল পরাক্রান্ত রাদজিম্নি এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর। যখন স্বইচ্ছায় আসিয়াছিস্, তখন আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। এই স্থানেই জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হইবে

হজরত আলী বীর দর্পে বলিলেন, দুরাত্মা ! সাবধান হইয়া কথা বল্ বৃথা আস্ফালন, অহঙ্কার প্রকাশে ফল কি ? এখনই তোকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছি

তিহুর হজরত আলীর বাক্যবাণে উত্তেজিত হইয়া অসি কোষমুক্ত করিতে না করিতেই আলীর তীক্ষ্ণধার জোলফক্কার অসির আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। তিহুরের মৃত্যু দর্শন করিয়া, সমরাধ নামক বীরপুরুষ মহাক্রোধে আলীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু সিংহের নিকট শৃগাল কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে ? সমরাধ ব্যাঘ্র-বিতাড়িত শৃগালের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অমনি তাহার ভ্রাতা করতাল বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া আলীর প্রতি ধাবিত হইল আলী শার্দ্দূল বিক্রমে সমরাধকে হত্যা করিয়া তাহার সৈন্যগণকে পদদলিত করিতে আরম্ভ করিলেন ক্ষণকাল মধ্যেই রণস্থল জিম্নি সম্প্রদায়ের শবদেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল মাঝে মাঝে আলীর (কঃ) গভীর গর্জ্জনে দিক্‌মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সেই হয়দরি হাঁকে রাদজিম্নি সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন বহুক্ষণ পরে রাদজিম্নি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া কে কোথায়

পলায়ন করিয়াছে। তাঁহার তিনশত সৈন্য নিহত ও একশত সৈন্য আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছে প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণ সকলেই নিহত হইয়াছে রাদজিন্নি হতাশ হইয়া প্রিয়পুত্র রাহিলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি নিজ ভুজবলে ধরণীর সমগ্র শত্রুগণকে পদানত করিয়া রাখিয়াছ, আজ দুরন্ত মুসলমানগণকে বিনাশ করিয়া এই বিশাল রাজ্য রক্ষা কর রাজপুত্র রাহিল কি করিবে, পিতৃবাক্য অলঙ্ঘনীয়; অগত্যা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে গমন করিল।

এদিকে হজরত আলী কায়তাস নামক জনৈক সৈনিককে যুদ্ধে নিহত করিয়া, যুদ্ধার্থী অন্য কোন সৈনিকের দর্শন না পাইয়া, বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় যুবরাজ রাহিল যোদ্ধৃবেশে আলীর সম্মুখে উপস্থিত হইল আলী (কঃ) তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন রাহিল উত্তর করিল, আমি রাজপুত্র, যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি। আপনি কে? কি জন্য এই পাতালপুরে আগমন করিয়াছেন?

হজরত বলিলেন, হে যুবক! আমার নাম আলী হয়দর। আমি বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কন্দুলে গমন করিয়াছিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে জিন্নি কূপের নিকট শিবির সন্নিবেশিত করি এবং তৎপরে তোমাদের বংশাবলী ও পৌত্তলিকতার বিষয় অবগত হইয়া পবিত্র সত্য ধর্ম্ম প্রচার

মানসে এখানে আগমন করিয়াছি, কিন্তু তোমার পিতা অকারণে আমার সহিত যে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন, তাহারই ফলে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যুবক কহিল, সর্দার! সত্য ধর্মের নিয়ম ও ব্যবস্থা কি? আলী বলিলেন, পাঁচবার ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পবিত্র দেহে সংযত চিত্তে নিরাকার আল্লাহর উপাসনা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আর মোহাম্মদ তাহার প্রেরিত পুরুষ ও ধর্ম প্রচারক, ইহাই অকপটে বিশ্বাস করা। যুবক কহিল, ইহাতে কি লাভ হইবে? আলী কহিলেন, পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। যুবক কহিল, ঐরূপ না করিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি? হজরত আলী একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, যাহারা মূর্ত্তি পূজা করিবে, তাহারা অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে। স্বহস্তে গঠিত প্রতিমূর্ত্তি কি ভব-সাগরের ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারে? তখন যুবক বিনীত বাক্যে কহিল, আমি এই দাসি ত্যাগ করিলাম। মহাত্মন্! আপনি আমাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। তখন হজরত আলী তাহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন।

বাদজিম সহসা পুত্রের ইসলামধর্ম্ম পরিগ্রহের বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রে কুলাঙ্গার পুত্র! আমার নাম, যশ, বংশগৌরব সমস্তই কলঙ্কিত করিলি। ধিক্ তোরে! শত ধিক্ তোর জীবনে। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া

সমগ্ররাজ্যের অধীশ্বর করিব, তুই বংশের কুলপ্রদীপ হইয়া বংশকে সমুজ্জ্বল করিবি—না আজ তৎপরিবর্ত্তে আমার চির পোষিত আশা ভরসা জলধির অতল জলে নিমজ্জিত করিলি ? আমি অমৃতজ্ঞানে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত ফল ফলিল যাক্, রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত রসাতলে যাক্। এখন কুলকণ্টক পুত্রকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হওয়াই শ্রেয় . এই রূপ বহু আক্ষেপ করিয়া বাদজিন্নি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রণ-ক্ষেত্রে ভীমবেগে ধাবিত হইলেন যুবক বাহিল ও হজরত আলী (কঃ) প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া আল্লাহর নিকট যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন অনতিদূরে সৈন্য-গণের কোলাহল শুনিয়া যুবক বাহেল হজরত আলী (কঃ) কে কহিল, মহাত্মন্! বুঝি মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিতেছেন, এখন কি উপায় করা যাইবে ? হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ ? আল্লাহ্ যখন আমা-দের সহায়, তখন ভয় কিসের ? এখনি তাঁহার কৃপায় যুদ্ধে জয়লাভ হইবে তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া উপবেশন কর, আমি যুদ্ধে গমন করিতেছি যুবক কহিল, আমি প্রাণান্তে আপনাকে একাকী যুদ্ধে যাইতে দিব না আপনি আল্লাহর আদেশে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, আর আমি কাপুরুষের ন্যায় এস্থানে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিব ? যদি উপস্থিত বিপদে আপনার সহায় না হইব, তবে কি জন্য ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম ? চলুন, আজ উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া শত্রু-

শোণিতে আপনার পবিত্র পদ বিধৌত করিব। হজরত আলী (কঃ) আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না, উভয়ে বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন

বাদজিন্নি স্বীয় অগণিত সৈন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়া সরোষে আলী (কঃ) কে আক্রমণ করিলেন হজরত আলী বীরদর্পে উত্তেজিত হইয়া সজোরে তাঁহাকে জোলফক্কার অসি দ্বারা আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই বাদজিন্নি অশ্ব সহিত দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন রাজ্যাধিপতির মৃত্যু দর্শনে সৈন্যগণ প্রাণভয়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইল মহাত্মা আলী (কঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবেই মঙ্গল, নচেৎ তোমাদিগের পরিত্রাণ নাই পরাজিত সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল তদনন্তর তাহাদিগকে ধর্ম্মের রীতিনীতি যথানিয়মে শিক্ষা দিয়া হজরত আলী রাজপুত্র সহ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলেন হজরত যুদ্ধজয় ও রাজপুত্রের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সানন্দে রাজপুত্রকে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য অর্পণ করিয়া সহচর ও সৈনিকগণ সহ মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যৎকালে ধর্ম্মদ্রোহীগণ অসত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া হজরতের নিকট অকপটে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় কোরেশগণ ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করিবার জন্য হজরতকে মক্কায় আহ্বান করে। হজরত স্বয়ং না যাইয়া হজরত আবুবক্কর

সিদ্দিককে বরাত বা বকার সুরায দশম আয়েত পর্য্যন্ত প্রচার কবিতে মক্কায প্রেরণ কবেন অমনি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জেব্রাইল (আলাঃ) হজরতের নিকট আগমন কবিযা বলিলেন, সাবধান, তুমি কিম্বা হজরত আলী ব্যতীত যেন কেহ সাধারণের নিকট আল্লাহর সু-সমাচার প্রচার না করে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জেব্রাইল (আলাঃ) এর উপদেশ শ্রবণ করিযা তৎক্ষণাৎ আলীকে ডাকাইয়া বলিলেন, আলী! তুমি আবুবকরের পশ্চাদ্‌গামী হও এবং তাঁহার নিকট কোরাণ সরিফের আয়েত কয়েকটী গ্রহণ করিয়া হজরতের দিনে সমবেত মুসলমানগুলিকে শ্রবণ করাইও। হজরতের আদেশানুসারে আলী তৎক্ষণাৎ মক্কায গমন করিলেন হজরত আলী মক্কায উপস্থিত হইযা, হজরত আবু বকর সিদ্দিকের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় হজ্জব্রত সমাপ্ত হইলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাজিঃ) খোতবা পাঠ করিলেন তৎপরে হজরত আলী দণ্ডায়মান হইয়া কোরাণের দশটী আয়েত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

আয়েত

এই গ্রন্থে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য ধর্ম্মপথ প্রদর্শিত রহিয়াছে যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে এবং উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যে উপজীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি, তাহা অবলম্বন করে; এবং যাহারা তোমার প্রতি এবং পূর্ব্বে যে মহাবাক্য অবতীর্ণ

হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করে এবং যাহারা পরলোক স্বীকার করে, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত পুরুষ তাহারা ঈশ্বরের দয়ার পাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহারা মুক্তিলাভ করিবে যাহারা বিধর্ম্মী পুরুষ, তাহাদিগকে ধর্ম্মভয় প্রদর্শন করিলেও তাহারা বিশ্বাস করিবে না ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষু কর্ণ পাপাবরণে আবরিত রহিয়াছে। তাহার প্রতি কঠিন শাস্তি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে মানবগণের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর ও পর-কাল সম্বন্ধে সাধারণের নিকট কপট বিশ্বাস দেখায়, কিন্তু তাহাদের অন্তরের ভাব অন্য প্রকার তাহারা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-ভক্তগণের সহিত প্রতারণা করে, কিন্তু বাস্তবিকই তাহারা স্বয়ং প্রতারিত হইয়া থাকে তাহাদের অন্তর কঠিন পাপরোগগ্রস্ত ঈশ্বর তাহাদের সেই পাপকলুষিত অন্তর অধিকতর কলুষিত করিয়াছেন তাহারা অসত্য আচরণ দ্বারা কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবে —(সুরা বকার)

হজরত আলী কোরাণের এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিতে না করিতে কতিপয় অল্পবিশ্বাসী কপট মুসলমান ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইল অনন্তর হজরত আলী তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন

হজরত আলীর ইসলামধর্ম্ম প্রচার।

হিজরীর দশম বৎসরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আলীকে বলিলেন, আলী তুমি তিনশত সৈন্য সমভিব্যাহারে ইমন্ দেশে যাত্রা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীগণকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে একেশ্বরের উপাসনাও বিধিমত দান (জাকাত) করিতে আদেশ কর। ধর্ম্মের অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে। হজরত আলী বলিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! আপনি আমাকে ইমন দেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীগণ আহলে কেতাব অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আমি নব্য যুবকমাত্র ধর্ম্মনীতি ও বিচারশক্তি আমার তাদৃশ নাই। কি প্রকারে তাহাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিব?

তদুত্তরে, হজরত আলীর বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আল্লা হোম্মা সাবেবৎ লে মানাহু ও আহ্‌দে কাল বাহু!" অর্থাৎ হে ঈশ্বর! ইহার বাক্যে স্ফূর্ত্তি ও নিপুণতা প্রদান করুন এবং ইহার অন্তরকে দৈব-বিদ্যাবলে বলীয়ান করুন। তদবধি হজরত আলী ঐশী-শক্তিবলে সুপণ্ডিত ও যুক্তিতর্কে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। যখন তিনি ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, তখন সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত।

অনন্তর তিনি ইমনে গমন করিয়া তত্রত্য অধিকাংশ অধিবাসীকে ও বনিহামদান দলস্থ সমুদয় লোককে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন ইমনে ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায়, হজরত পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। হজরত আলী (কঃ) ইমনে ধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আশীর্ব্বাদে মারফত জ্ঞান লাভ করেন জাবের (রাজিঃ) বলিয়াছেন, তায়েফে যুদ্ধ যাত্রাকালে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আলীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাহার সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গুপ্ত কথাবার্ত্তার বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন হজরত তাহাদের ঔৎসুক্যের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আমি আলীর সঙ্গে কথা কহি নাই, আল্লাহ্ কহিয়াছেন; অর্থাৎ আল্লার যে কথা তাহাকে গোপনে বলিবার আদেশ ছিল, তাহা আমি তাঁহাকে গোপনে বলিয়াছি এই কারণে হজরত আলী (কঃ) গোপনীয় বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এদিকে ক্রমশঃই চতুর্দ্দিকে ইস্লাম ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়া পড়িল। যৎকালে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ ইসলামধর্ম্মালোকে আলোকিত হইতেছিল; জনসাধারণ ভক্তি প্রণোদিত হইয়া দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভক্তিভরে ইসলামের পদসেবায় নিমগ্ন হইতেছিল, সমগ্র ধরণীতে ইসলামের গুণ গান কীর্ত্তন করিতেছিল,

এবং ইসলামের যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল এবং ইস্‌লামধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন পুর্ণতা লাভ করিতেছিল, তখন হজরত পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন হজরত ফাতেমা খাতুন অহর্নিশি পিতার নিকট থাকিযা, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হজরত আলীও সতত হজরতের নিকটে উপস্থিত থাকিতেন একদা হজরত আলীকে ডাকিয়া বলিলেন, আলী! আমাব অন্তিমকাল উপস্থিত। তুমি সতত সৎপথে থাকিও। কদাচ কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইও না। আমার অঙ্গের এই পিরহানখানি কুফার সাধু প্রবর আয়েসকুর্ণিকে প্রদান করিও! আমার মৃত্যুর পর তুমি জগতে অনেক বিপজ্জালে জড়িত হইবে। অনেকেই তোমার শত্রুতাচরণ করিবে কিন্তু সাবধান, কখনও ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইও না

হজরতেব প্রমুখাৎ এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর হজরত আলী দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অশান্তি ঝটিকায় আলোড়িত হইতে লাগিল মুখ হইতে আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। তদ্দর্শনে হাসেন ও হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হজরতের জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র মুখমণ্ডল স্থির, ধীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ উদ্দেশে কৃতান্ত আজরাইল হজরতের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য

সম্পাদন করিল। একাদশ হিজরি, ১২ই রবিয়ল আউল, সোমবার দিবসে জগতের শান্তিদাতা, ভবভয় ত্রাণকর্ত্তা প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া, স্বর্গারোহণ করিলেন। হজরত ফাতেমা খাতুন পিতৃশোকে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, পঞ্চ ব্যক্তি জগতে যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন, এরূপ আর কেহই করে নাই। প্রথম হজরত আদম আল্লাহর বিনা আদেশে গোধূম ভক্ষণ করিয়া দুই শত বৎসর অহর্নিশ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ইয়াকুব নবি প্রিয়তম পুত্র ইউসফের বিরহে রোদন করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন তৃতীয়, ইউসফ (আঃ) বন্দী-গৃহে নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন চতুর্থ ফাতেমা খাতুন পিতৃশোকে অবিরত ছয় মাস কাল বিরলে বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। পঞ্চম, জয়নাল আবেদিন কারবালায় নিহত পিতা হোসেন শোকে অবিরত চল্লিশ বৎসর কাল রোদন করিয়াছিলেন। হজরতের বিয়োগে আত্মীয়, স্বজন, সহচর, বন্ধু, ভূচর, খেচর ও চরাচরের সমস্ত প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, নদ নদী সাগর ও আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে আবুবক্কর সিদ্দিক (রাঃ) হৃদয়ের বেগ কথঞ্চিৎ দমিত করিয়া অপর সাধারণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। হজরত পীড়িতাবস্থায় আদেশ করিয়াছিলেন, আমার আত্মীয় স্বজন ব্যতীত অপর কেহ যেন

আমার শবদেহকে স্নান না করায়। তাই হজরত আব্বাস ও আলী (কঃ) শবদেহকে স্নান করাইলেন স্নানান্তে শবদেহ সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া, তিনখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া জানাজা (আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা) কার্য্য সমাধা করিয়া, হজরত আয়েসার গৃহে সমাধিস্থ করা হইল। অদ্যাবধি সকলেই সেই স্থানে জিয়ারত করিয়া থাকেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে হজরত আবুবকর খলিফাব (প্রতিনিধিত্ব) পদে বরিত হন।

মহর্ষি অয়েসকরণীর বিবরণ।

একাদশ হিজরীর শেষে, হজরত আলী (কঃ) স্বর্গীয় মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আদেশ রক্ষা করিতে তাঁহার পিরহানখানি লইয়া কুফা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কুফায় উপস্থিত হইয়া, নগরবাসীর প্রত্যেককেই অয়েস-করণীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার পরিচয় দিতে পারিল না। পরিশেষে এক অশীতিপর শুভ্র শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার যথাযথ পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি অতি হীন-ভাবে মাঠে ছাগ চরাইতেছেন। প্রান্তর মধ্যে যে একটী বৃক্ষ

দেখা যাইতেছে, উহারই মুলদেশে গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে। তিনি সেই স্থানেই শয়ন ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন যাও, দর্শন করিয়া আইস, সাধুপুরুষকে দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয়

হজরত আলী (কঃ) কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর মহর্ষি অয়েস্‌করণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সাধুপ্রবর! প্রেরিত পুরুষ এই পিরহান আপনাকে পরিধান করিতে বলিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহর্ষি অয়েসকরণী হজরতের মৃত্যুসংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন হইলে, হজরত আলী শোকসন্তপ্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি! আপনার সহিত হজরতের কিরূপ বন্ধুত্ব ছিল? তাপসশ্রেষ্ঠ অয়েসকরণী বলিলেন, তাঁহার সহিত আন্তরিক ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম, যদি সাধ্য থাকিত, হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখাইতাম হজরত আলী কহিলেন, তবে কেন আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই? তিনি বলিলেন, চাক্ষুস সম্মিলন যদিও হয় নাই, কিন্তু আন্তরিক সাক্ষাতের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই ঐ আন্তরিক মধুর মিলন যেদিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, নিশ্চয়ই জানিবে, সেই দিন এই নশ্বর দেহের পতন। তাহার নিদর্শন এই দেখুন বলিয়া, নিজ ভগ্নদন্তগুলি হজরত আলীকে প্রদর্শন করাইলেন। তদ্দর্শনে হজরত আলী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভগ্নদন্তগুলি কাহার এবং কি জন্যই বা ভগ্ন করা হইয়াছে? তদুত্তরে

হজরতের পরম প্রণয়াস্পদ প্রেমিকচূড়ামণি অয়েসকরণী সাশ্রু-নেত্রে বলিলেন, যে দিবস ওহুদ যুদ্ধে বিধর্ম্মীর প্রস্তরাঘাতে হজরতের পবিত্র দন্ত মুখচ্যুত হয়, সেই দিনই আমি আমার সমুদয় দন্তগুলি উৎপাটন করিয়া ফেলি। তাঁহার একটী দন্তের পরিবর্ত্তে আমার সমুদয় দন্ত নষ্ট করিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ সংবাদে কি প্রকারে দেহে জীবন রাখিব? আর তাঁহার বিরহকষ্টই বা কি প্রকারে সহ্য করিব? যাঁহার অভাবে সমগ্র জগত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কি প্রকারে সেই হৃদয়মণিকে হারাইয়া জীবিত থাকিব? আমার চির আরাধ্য দেবতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমার জীবিত থাকার প্রয়োজন কি? আমিও যাই সেই অমরধামে—যেখানে শোক-তাপের দাহিকা-শক্তি নাই, যে স্থানে প্রিয় বন্ধুর বিরহ-কষ্ট নাই, যে স্থানে অশান্তির লেশ মাত্র নাই—সেই শান্তিময় চিরসুখনিকেতন অমরপুরে গমন করি।

হজরত আলী তাঁহার এতাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন, ধন্য আপনার বন্ধুত্ব—ধন্য আপনার প্রেম—ধন্য আপনার ভক্তি-তপস্যা আপনি জগতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হে তপস্বী। এক্ষণে আপনার বন্ধুপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া পরিধান করুন, আমি তাহা দর্শন করিয়া আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করি।

তাপসপ্রবর কাতরকণ্ঠে বলিলেন, আমি সেই মহাপুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। কিন্তু তিনি যখন কৃপা করিয়া এই অভাজনকে এই দেব-দুর্লভ পরিচ্ছদ

পরিধান করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন আমাকে ঐ পবিত্র পরিচ্ছদ প্রদান করুন, উহা পরিধান করিয়া চরিতার্থ হই। আপনি ক্ষণেক অন্তরালে যান, আমি ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করি

অনন্তর হজরত আলী মহর্ষির কথা মত অন্তরালে গমন করিলেন। মহর্ষি নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু-আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন নিভৃত বৃক্ষান্তরালে উপবিষ্ট হইয়া কাতর স্বরে সাশ্রুনেত্রে হজরতের শিষ্যমণ্ডলীর পাপ-মোচনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং হৃদয়ের উদ্বেগে উন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দয়াময়! কৃপা করিয়া হজরতের শিষ্যগণের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন, আমি আপনার প্রেরিত পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছি।

আল্লাহ তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণীতে বলিলেন, তোমার পালিত যতগুলি ছাগ, ততগুলি পাপীর পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিলাম

তচ্ছ্রবণে মহর্ষি অয়েসকরণী কাতরকণ্ঠে পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, হে বিশ্বতারণ! তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যে সকল অজ্ঞানান্ধ, তাহাদের সকলেরই পাপ মোচন করিয়া দেন।

পুনরায় সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ হইল, হে প্রিয় বন্ধু! যদি আমার বন্ধুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হও, কাল বিলম্ব করিও না, এখনিই তাঁহার প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান কর। আমি তোমার রচিত পুস্তকের যতগুলি শব্দ আছে, ততগুলি পাপগ্রস্ত শিষ্যের পাপ মোচন করিলাম।

মহর্ষি বলিলেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহার সমগ্র শিষ্যের পাপ মোচন করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি কোন প্রকারেই পরিচ্ছদ পরিধান করিব না।

তৎক্ষণাৎ কৃপাময়ের আদেশ হইল যে, তোমার পালিত ছাগ সমূহের যতগুলি লোম সমষ্টি, আমি ততগুলি পাপীর পাপ মোচন করিয়া দিলাম। তিনি ভাবিলেন, পাপীর পাপ মোচন করিবার এই উপযুক্ত সময়, এমন সুযোগ আর হইবে না। হজরতের সমস্ত শিষ্যের পাপমোচন করিয়া সমগ্র জগত আজ নিষ্পাপ করিব। অনন্তর পুনরায় তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দয়াময়! আজ আপনার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য পরীক্ষা করিব। আপনার প্রিয় বন্ধুর প্রতি কতদূর কৃপা, আজ তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিব। এই বলিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন, এমন সময় হজরত আলী আসিয়া বলিলেন, আপনার এখনও পর্য্যন্ত পরিচ্ছদ পরিধান করা হইল না? ঋষিবরের কর্ণে যেমন এই কথা প্রবেশ করিল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আলী হাযদার সত্বরে তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মহর্ষি চৈতন্য লাভ করিয়া হজরত আলীকে বলিলেন, মহাত্মন্! আমার ধ্যানভঙ্গ করা আপনার কর্ত্তব্য হয় নাই। আর যদি আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে হজরতের সমুদয় শিষ্যমণ্ডলীর পাপমোচন করিয়া লইতাম। অনন্তর নানা কথাবার্ত্তার পর হজরত আলী সানন্দে গৃহে প্রত্যাগমন

করিলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া হজরত ফাতেমা খাতুনকে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত দেখিলেন।

ফাতেমা খাতুনের স্বর্গারোহণ।

কালের কুটিলা গতি তাহার হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। তাহার হৃদয় নির্ম্মম নির্দ্দয় কঠিন পাষাণে গঠিত সে কাহাকেও ও পতিহারা, কাহাকেও পুত্রহারা, কাহাকেও গভীর শোক-সাগরে ডুবাইতেছে কাহাকেও অবিরত অশ্রুজলে ভাসাই-তেছে। কাহারও হৃদয়ে জ্বলন্ত হুতাশন জ্বালাইতেছে। যে তরুবরের আশ্রয় লইয়া শত শত পক্ষী সুখে বিরাজ করিতেছে, হে নির্দ্দয় কাল! তাহাকে সমূলে উৎপাটন ও ভূতলশায়ী করিয়া আশ্রয়চ্যুত করিতেছ। যে সুন্দর লোকরঞ্জন কুসুম সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছিল, রে নিষ্ঠুর কাল! তাহাকে অকালে বৃন্তচ্যুত করিতে তোমার এত আনন্দ কেন? বুঝিলাম, তোমার দ্বারা এই সকল কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ঈশ্বর তোমার হৃদয় কঠিন পাষাণে গঠিত করিয়াছেন।

অনন্তর দেবী ফাতেমা খাতুন প্রেমাস্ত পিতৃবিয়োগে নিতান্ত শোকাকুলা হইয়া অহর্নিশ অশ্রুজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে রোদন করিবার জন্য জিন্নাতল

বাকিয়াতে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তথায় একাকিনী গিয়া রোদন করিতেন। এইজন্য সেই গৃহটী বয়তল আহজান বলিয়া অভিহিত এইরূপে অনবরত রোদন করিয়া ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া, হাসেন হোসেন পুত্রদ্বয়ের ভোজনার্থে স্বয়ং আহারীয় রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন; এমন সময় হজরত আলী (কঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে হজরত ফাতেমার চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুজল প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে হজরত আলী ফাতেমাকে কহিলেন, ফাতেমা! তুমি আজ পর্য্যন্ত কি হজরতের শোক ভুলিতে পার নাই? কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছয় মাস অতিবাহিত করিলে, এখনও কি তোমার অশ্রুজল নিবারণ হইল না? একমাত্র রোদনই যদি তোমার প্রিয় বস্তু হইয়া থাকে তবে এ অবস্থায় রুটী প্রস্তুত করিতেছ কেন? হজরত ফাতেমা কহিলেন, স্বামিন! পিতৃবিয়োগে আমি বড়ই কাতর, জীবনের কোন আশা নাই; রোদন করিতে করিতেই ইহধাম পরিত্যাগ করিব আমার মৃত্যুর পর স্নেহের প্রতিমা হাসেন হোসেনকে কে আর যত্ন করিয়া আহার করাইবে? তাই তাহাদের জন্য রুটী প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। হজরত আলী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না অনন্তর এই ঘটনার তিন দিবস পরে ফাতেমা দেবী শয্যাশায়িনী হইলেন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আলী বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন,

ফাতেমা তোমার স্নেহের তনয় হাসেন হোসেন তোমার অবস্থা দেখিয়া বিরস বদনে একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ফাতেমা পুত্রদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হজরত আলীকে বলিলেন, স্বামিন্! আমি আপনার চির কিঙ্করী, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সমাধা হয় নাই। এক্ষণে দাসীর এই প্রার্থনা, জীবনে আপনার নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন

হজরত আলী তাঁহার করুণ প্রার্থনায় আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না, সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, হে রমণীকুলভূষণা হজরত-নন্দিনী! শ্রেষ্ঠতম স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য খোলা রহিয়াছে জগতে তোমার কি অপরাধ আছে? তবে যদি ভ্রমে বা অজ্ঞানে কোন ত্রুটী করিয়া থাক, আমি সরল অন্তঃকরণে তাহা ক্ষমা করিলাম। সে সময় জগজ্জননী ফাতেমা দেবীর বদনশশী রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল পুনরায় তিনি বলিলেন, স্বামিন্! আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, আমা বিনা প্রাণ-প্রতিম হাসেন হোসেন তনয়দ্বয় যেন কাহারও নিকট আক্ষেপ করিয়া না কাঁদে। তৃতীয় প্রার্থনা—রজনীযোগে আমার শব সৎকার করিয়া সমাধিস্থ করিবেন। যেহেতু জীবনে অপর কেহ আমাকে দর্শন করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? চতুর্থ প্রার্থনা—আমার সমাধি স্থানে আমার পারলৌকিক মঙ্গল

কামনার জন্য যেন সর্ব্বদা আল্লাহর সন্নিধানে প্রার্থনা করা হয়। এই কথা বলিতে বলিতে জগজ্জননী ফাতেমা দেবীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; এমামদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া হজরত আলীকে হজরতের সমাধি স্থলে প্রার্থনা করিতে ইঙ্গিত করিলেন তদনুসারে আলী হযরত বিষণ্ণচিত্তে হাসেন হোসেনকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন।

এদিকে হজরত ফাতেমা খাতুন আছমা নামক জনৈক পরিচারিকাকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। আছমা শীঘ্র জল আনিয়া দিলে, তিনি সেই জলে স্নান ও অজু করিয়া লইলেন তৎপরে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া কাবাভিমুখে মুখমণ্ডল স্থাপিত করিয়া ও একখানি পবিত্র চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া করুণকণ্ঠে আল্লাহর নিকট পিতার শিষ্যমণ্ডলীর (উম্মতগণের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আছমা বলিয়াছেন, যে সময় জগজ্জননী ফাতেমা খাতুন আল্লাহর নিকট হজরতের পাপী শিষ্যগণের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহার গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ ছিল। আমি সে সময় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলাম। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ না করায়, জগজ্জননী চির বিদায় লইয়াছেন, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দ্রুতপদে গিয়া হাসেন হোসেন ও হজরত আলীকে সংবাদ দিলাম। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হজরত ফাতেমা পুত্রদ্বয়কে অপার শোক-সাগরে ভাসাইয়া

চিরকালের জন্য ইহ-জগত পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন

একাদশ হিজরীর রমজান মাসের তৃতীয় দিবস মঙ্গলবার দিবাকরের অস্তাগমনের সহিত ফাতেমা দেবীর জীবন-প্রদীপ চির অস্তমিত হইল ; জীবনশূন্য পবিত্র দেহ ভূতলে পড়িয়া রহিল ; পবিত্র আত্মা পবিত্র ধাম সর্ববশ্রেষ্ঠ স্বর্গে নীত হইল মাতৃহীন হাসেন হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় শোকে দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া নিদারুণ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। হজরত আলী (কঃ) অকস্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়া দারুণ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া বহু কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হজরত ফাতেমার শবদেহের সদগতির জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শবদেহকে যথা-প্রণালী স্নান করাইয়া, পবিত্র ধৌত বস্ত্রে কাফন প্রস্তুত করতঃ উহা যথা প্রণালী আচ্ছাদন করিলেন এবং খট্টোপরি স্থাপন করিয়া, তাঁহার জানাজা পাঠ করিয়া জিন্নাতল বাকিয়াতে সমাধিস্থ করিলেন হজরত আলী (কঃ) জগজ্জননী ফাতেমা খাতুনের সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে জনৈক ভক্তিপরায়ণ মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী (কঃ)। আপনি কি প্রকারে ফাতেমার শবদেহের স্নান করাইলেন ? তিনি বলিলেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, আলি ! ফাতেমা তোমার ইহকাল , পরকালের

অবিচ্ছিন্ন পত্নী। তাঁহার মৃত্যু হইলেও তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে না; যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং ফেরেস্তাগণকে সাক্ষ্য করিয়া তোমাদিগকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। অপর সাধারণের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হইলে, তাহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, এজন্য মরণান্তে তাহারা কেহ কাহাকেও স্নান করাইতে পারে না কিন্তু আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ মরণ জীবনে অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

হজরত আলীর নেতৃত্বপদ গ্রহণ।

হজরত ওসমানের পরলোকগমনের তিন দিবস পর, মিসর-নিবাসী যাবতীয় লোক এবং অধিকাংশ মোহাজ্জের ও আনসার দলস্থ লোক হজরত আলী মোর্ত্তুজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নেতৃত্বপদ (খলিফার) গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল তিনি প্রথমতঃ উহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে সকলের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, মুসলমান ভ্রাতাগণ! সকলেই তোমরা আমার নেতৃত্বপদ গ্রহণের পক্ষপাতী, কিন্তু আমার ইহাতে তত স্পৃহা নাই, অপর যাহাকে ইচ্ছা হয় তোমরা তাহাকেই খলিফার পদে বরিত করিতে পার, আমি তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিব এই কথা শুনিয়া তালহা, জোবের প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিলেন, আপনি বিদ্যমান

থাকিতে কে এ পদের অভিলাষী হইতে পারে ? আপনার অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি নেতৃত্বপদের যোগ্য ? আপনারই সর্ব্ব প্রথম অধিকার অনন্তর হজরত আলী (কঃ) সকলের অনুরোধে খেলাপতি পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন

সর্ব্ব প্রথমে তালহা ও জোবের তাঁহার হস্তে বয়েত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন তৎপরে অপরাপর সকলে তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া মহাসমারোহে হজরত আলী (কঃ) কে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করেন পঁয়ত্রিশ হিজরীর নবম মাসে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া অন্যান্য দেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে মনোনিবেশ করিলেন তখন তালহা কুফার এবং জোবের মিশরের শাসনকর্ত্তার পদপ্রার্থী হইলেন। হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, তোমরা দুইজন ব্যতীত আমার অন্য কেহ সাহায্যকারী বা পরামর্শদাতা নাই, অতএব তোমাদিগকে আমা হইতে পৃথক করিতে পারিব না ইহা শ্রবণ করিয়া তালহা ও জোবের আন্তরিক ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া গোপনে হজরত আলীর অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বাহ্যিক কোন ক্ষুণ্ণভাব প্রকাশ করিলেন না

যে সময়ে মিসর, কুফা ও বাসোরার অধিবাসীগণ মদিনা অবরোধ করিয়া হজরত ওসমানকে হত্যা করে, সেই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পত্নী বিবি আয়েসা সিদ্দিকা তীর্থ-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ মক্কানগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; ওসমান (রাজিঃ) শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার হত্যার

মুগ্ন কারণ অনুসন্ধানার্থ বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তখন তালহা ও জোবের মহাসুযোগ পাইযা, নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে হজরত আলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মক্কাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা মক্কায় উপনীত হইয়া, সাশ্রুনেত্রে হজরত আয়েসার নিকট মিথ্যা রচনা করিয়া বলিলেন যে, ওসমানের বধসাধন হজরত আলীর ষড়যন্ত্রে হইয়াছে। তচ্ছ্রবনে হজরত আয়েসা শোকে দুঃখে ম্রিয়মান হইযা বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ-ক্রন্দনে সমস্ত মক্কাবাসী ও তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বহুক্ষণ রোদনের পর হজরত আয়েসা ওসমান হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য হজরত আলীর বিরুদ্ধে বিবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। শ্যামনগরে হজরত আলী (কঃ) মাবিয়াব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সন্দেহে কেহ কেহ মাবিয়ার সাহায্যার্থে শ্যামদেশে গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আয়েসা কহিলেন, তথায় কাহাকেও যাইতে হইবে না, তিনি একাই আলীকে পরাস্ত করিবেন, তাঁহার জন্য তোমরা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না। এক্ষণে তোমবা ওসমান হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও

সর্ব্বপ্রথমে ওমরের পুত্র আবদুল্লা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং অপর সাধারণকে উত্তেজিত করিলেন। পরে মনবাহ মক্কানগরের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, হে

মক্কাবাসিগণ! তোমরা যে কেহ আমির ওসমান হত্যার প্রতি-শোধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, শীঘ্র হজরত আয়েসা, জোবের ও তালহার সঙ্গে যোগদান কর। যাহার যুদ্ধোপকরণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের একান্ত অভাব, প্রার্থনা কর, সমস্ত প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার এই ঘোষণায় মক্কাবাসী যুদ্ধার্থীগণ দলে দলে আসিয়া যুদ্ধ-বাসনা জ্ঞাপন করিল, এবং যুদ্ধে গমন করিবার জন্য আপন আপন অভাব মোচন করিয়া লইল অনন্তর হজরত আয়েসা আস্কর নামক দ্রুতগামী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসরাভিমুখে গমন করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে শত শত উষ্ট্রারোহী, সত্তর জন অশ্বারোহী সৈনিক ও এক সহস্রাধিক পদাতিক সৈন্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বীরদর্পে গমন করিতে লাগিল।

যৎকালে হজরত আয়েসা সিদ্দিকা মক্কা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন আবদোল্লার মাতা আব্বাসের পত্নী উম্মেফজল একটী লোককে কিছু অর্থ দিয়া আলির নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। হজরত আলী আয়েসা সিদ্দিকার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সাত শত মোহাজের ও আন্‌সার সহ মদিনা হইতে যাত্রা করিয় দয়কা নামক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। তৎপরে কুফার অধিবাসীগণকে যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র এমাম হোসেনকে তথায় প্রেরণ করেন। এমাম হোসেন তথায় গমন করিয়া উনিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতঃ পিতার নিকট উপনীত হইলেন। হজরত আয়েসা সদলবলে

বসরায় উপস্থিত হইয়া তথাকার শাসন কর্ত্তাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জোবের ও তালহাকে তাহাদের সেনাপতিপদে বরিত করিলেন। হানিফের পুত্র ওসমান, তালহা ও জোবের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দয়কা নামক স্থানে হজরত আলীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল হজরত আলী আশ্রয়প্রার্থীর নিকট আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোষবিহ্বল সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, পবনগতিতে বসরায় আগমন করিয়া, তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন যাহাতে সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়, এইরূপ সংকল্প করিয়া, হজরত আলী (কঃ) জোবের ও তালহাকে অতি বিনম্র ভাষায় নিম্নলিখিত ভাবে একখানি পত্র লিখিলেন।

হে জোবের ও তালহা! যখন জনসাধারণ আমাকে নেতৃত্ব-পদে বরিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই, কেবলমাত্র তোমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পরে তোমরা যখন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে খলিফাপদে বরিত করিলে, তখনই আমি নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া খলিফার পদ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি, তোমরা আমার প্রতি বিরূপ। জোবের! তুমি কোরেশদলের প্রধান পুরুষ; তালহা! তুমিও এখন মোহাজের দলের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি। জিজ্ঞাসা করি আমার এমন কি অপরাধ হইয়াছে যে, তোমরা আজ আমার

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে? তোমরা ওসমান হত্যা সম্বন্ধে আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া জনসমাজের নিকট নিন্দনীয় করিতেছ! জানিও, কালে আল্লাতাআলার নিকট উপযুক্ত ফল পাইবে। ওসমানের পুত্র জীবিত, আমি নির্দোষী কি না, তাহার প্রমাণ তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন। তোমরাই তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছ হে জোবের! এখনও সাবধান হও, আর জ্ঞাতিবধ মহাপাপে লিপ্ত হইও না। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। এখনও কি তোমরা শয়তানের চক্র বুঝিতে পারিতেছ না? পাপ পুরুষ আমাদের আত্মীয় স্বজন-দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিয়া, সনাতন ইসলাম্ ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা সকলেই এক ইসলামধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই এক প্রাণ, এক মত, এক ধর্ম্ম; সকলেই ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ ও এক আল্লাতালার উপাসক ও অদ্বিতীয় আল্লাতালার প্রেরিত মহাগ্রন্থ কোরাণের প্রতি অটল-বিশ্বাসে আবদ্ধ। তবে কেন ভ্রাতৃগণ! তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ? যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। "একজনের হত্যার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণবিনাশ সাধিত হইয়া থাকে কিন্তু কোরাণ শরিফের মধ্যে আল্লাতালা বলিয়াছেন, একজনের পরিবর্ত্তে একজনই বধ হইতে পারে একের পরিবর্ত্তে শত সহস্র ব্যক্তিকে তোমাদের করে অর্পণ করিতে পারি না।" এইপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসেনের হস্তে পত্র দিয়া তাঁহার সঙ্গে কাকা (রাজিঃ) কে পাঠাইয়া দিলেন।

হজরত এমাম হাসেন কাক্কাসহ জোম্মার দিনে বসরার মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং হজরত আলীর প্রেরিত পত্রখানির আমুল বৃত্তান্ত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তথাকার সমাগত মুসলমানগণকে শুনাইলেন। তৎপরে কাক্কা একটী মধুরতাময় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বলিলেন, হে মুসলমান ভ্রাতাগণ! তোমরা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ? আল্লার সিংহ আলী হয়দরের বিষয় তোমরা কি কিছুমাত্র অবগত নহ? হজরত স্বয়ং মুসার সহকারী হারুণের ন্যায় হজরত আলীকে নিজ সহকারী বীরপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ন্যায়বান, ধার্ম্মিক ও সাধুপুরুষ সর্ব্বদাই সত্যপথে তাঁহার মতি গতি তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন না; তোমরা বৃথা কেন মুসলমান হইয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবে? ধর্ম্মের আদেশ কি তোমাদের স্মরণ হয় না? মুসলমান হইয়া মুসলমানকে হত্যা করা ও তাহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা অমার্জ্জনীয় পাপের কার্য্য। অতএব এক্ষণে তোমরা এ পাপ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে পুণ্যাত্মা হজরত আলীর আজ্ঞার অনুসরণ কর বড়ই আক্ষেপের বিষয়, সর্ব্বপ্রথমে তালহা ও জোবের হজরত আলীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দীক্ষাগুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছেন!

কাক্কার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জোবের ও তালহা তাঁহাকে

বলিলেন, যদি তাঁহার সন্ধি করিবার একান্ত অভিপ্রায় হইয়া থাকে, আমির ওসমানের হত্যাকারীগণকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে অথবা তাহাদিগকে নিজ সৈন্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলুন, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যাইবে।

কাক্কা তাহাদের এই প্রতিহিংসাপূর্ণ প্রস্তাবে অতি মাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এক্ষণে তোমাদের এ প্রস্তাব সমর্থন করা যাইতে পারে না, যেহেতু উভয় দলস্থ সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। এ সময় কেহই এরূপ হীনতা স্বীকার করিবে না। তবে উভযদলস্থ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, বিনা রক্তপাতে সন্ধি স্থাপন করিয়া হজরত আলীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকল বিবাদের মীমাংসা হইবে।

কাক্কার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বসরাবাসী ও আরববাসীগণ সকলে একত্রিত হইয়া হজরত আলীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের পরস্পরের বিদ্বেষভাব ত্যাগ করাইয়া, পরস্পর বন্ধুভাবে সম্মিলন করাইবার জন্য একটী সুমধুর বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, হে উভয়দলস্থ মুসলমান ভ্রাতাগণ! তোমরা যদ্যপি যথার্থ একেশ্বরবাদী হও, তবে এক মত, এক পথ অবলম্বন করিয়া পরস্পর অকপট চিত্তে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হও। ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিও না। সকলেই নেতৃবর আলীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। ওসমানের হত্যাকারীগণকে সৈন্যশ্রেণী হইতে

বিতাড়িত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সকল গোল মিটিয়া গেল তখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

দুইদলের মধ্যে একদলের দলপতি হজরত আলী (কঃ), অপরদলের অনুমতিদাত্রী হজরত আয়েসা সিদ্দিকা, ইহাঁর সেনাপতি জোবের ও তালহা এইদলের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ সহস্রের অধিক। আর হজরত আলীর সৈন্যসংখ্যা ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র হজরত আলীর দলের মধ্যে যে কয়জন প্রধান পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের নাম যথা—বানি ওমর দলস্থ আবু হোররিয়া আকিযাবের পুত্র হান্‌লা, সোবহানের পুত্র সোবরা ও মাসউদের পুত্র সাজ্জে, হারেমের পুত্র জাফর, বনিবকরের দলস্থ মোতবার পুত্র গোফতা, বনিনজির দলস্থ রাসাদের পুত্র হারেস। আরও পাঁচটী দল আমির ওসমানের হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওযায় সৈন্যশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইবে বলিয়া, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিযা, উক্ত দলস্থ লোকসকল রাত্রিকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমরা সৈন্য-শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইলে, পথিমধ্যে ওসমানের জ্ঞাতিগণ আমাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। অনর্থক আমরা তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করি কেন? আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা হউক। সম্মিলিত দলের বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া উভয় দলে যুদ্ধ সংঘটন করাইতে পারিলে, আমরা নিরা-পদ হইব; উভয়দলের মনোমালিন্য সংঘটনই আমাদের জীবন-

রক্ষার একমাত্র উপায়। কুচক্রীগণ এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া গভীর রজনীতে জোবের ও তালহার শিবির আক্রমন করিল এবং তাহাদের বহুলোককে হত্যা করিয়া ফেলিল। নিদ্রিত সৈনিকগণ সহসা অতর্কিতভাবে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। হজরত আলীর সেনাপতি রবিয়া নিদ্রাভঙ্গে সহসা যুদ্ধের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যোগদান করিলেন। তিমিরাচ্ছন্ন রজনী, কে কাহাকে আঘাত করিতেছে—শত্রু মিত্র চেনা যায় না। যুদ্ধের কোলাহল শ্রবণ করিয়া জোবেরও তালহা শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া হারেসের পুত্র রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অকস্মাৎ নিশীথ সময়ে এই যুদ্ধ সংঘটন হইবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, আমরা নিদ্রাভঙ্গের পর দেখি যে, মহাবীর হজরত আলীর সৈন্যগণ অমা নিশার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিত-ভাবে আমাদের শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক অন্যায় যুদ্ধে অসংখ্য যোদ্ধাকে নিদ্রিতাবস্থায় পশুবৎ হত্যা করিতেছে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, আমরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তচ্ছ্রবণে তালহা ও জোবেরের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, যুদ্ধের নেতাই হজরত আলী, তাঁহারই ইঙ্গিতে এ কার্য্য সমাধা হইয়াছে, সুতরাং যে উপায়েই হউক, ছলে বলে, কৌশলে হজরত আলীকে হত্যা করিতে হইবে, নতুবা আমাদের পরিত্রাণ নাই। এই বলিয়া রহমানকে সৈন্য পরিচালনের ভার দিয়া, দুই জনে

নেতারূপে যুদ্ধার্থী হইয়া হঠাৎ হজরত আলীর শিবির আক্রমণ করিলেন

ঘোর নিশিথ সময়ে সৈন্যগণ নিশ্চিন্তমনে বিশ্রামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ বিপক্ষ দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হজরত আলীর সৈন্যগণ প্রথমে ছত্রভঙ্গ ও তৎপরে অনন্যোপায় হইয়া উদ্যমহীন ও বিকৃতমনার ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সে সময় খোদাভক্ত মহাবীর হজরত আলী তন্ময়চিত্তে বিশ্বপাতার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন ; সৈন্যগণের গগনভেদী আর্তনাদে অকস্মাৎ তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি শিবির বাহিরে আসিয়া জনৈক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! অকস্মাৎ যুদ্ধের কারণ কি ? এবং কাহার সহিতই বা যুদ্ধ হইতেছে ? শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে বলিলেন, প্রভো! আমরা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থ অসি ধারণ করিয়াছি, যুদ্ধের মুলীভূত কারণ—এমন কি—বিপক্ষগণের নাম পর্য্যন্ত ও অবগত নহি এতৎচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক জোবের ও তালহা শত্রুতা নিবন্ধন কৌশলে সন্ধিসূত্র ছিন্ন করতঃ এ অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু নিশ্চয়ই উভয়কেই ইহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে এরূপ কথোপকথন হইতেছে,, এমন সময়ে হঠাৎ সাত্তারের পুত্র কাব বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, হজরত! রণস্থল কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! উভয়দলস্থ সৈনিক-

বৃন্দ আত্ম বিস্মৃত হইয়া কে কাহাকে আঘাত করিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। আপনার নিদ্রোত্থিত সৈন্যসমূহ উন্মাদ বৎ অবস্থায় স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে আক্রমন করতঃ ক্ষত বিক্ষত ও ধরাশায়ী করিতেছে এবং উভয় দলস্থ সৈনিকবৃন্দের রক্ত-স্রোতে মরু, প্রান্তর প্লাবিত হইয়া প্রাবৃটের স্রোতস্বতীর ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে প্রকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, বিজয়লক্ষ্মী অচিরেই বিপক্ষ দলের অঙ্কশায়িনী হইবেন। সুতরাং এ ঘোর বিপদ সময়ে আর আপনার স্থির থাকা কর্ত্তব্য নহে। মহা পরাক্রমশালী তালহা ও জোবেরের অস্ত্রাঘাতে শত শত বীর-পুরুষ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

অন্য কথা বলিবার অবসর প্রদান না করিয়া মহাবীর হজরত আলী রোষকষায়িতনেত্রে রণক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ ভীমনাদে বলিতে লাগিলেন, নীচাশয়গণ! পিপীলিকাবৎ ক্ষুদ্র-পক্ষ ধারণ করতঃ নীল নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইয়া—বিহঙ্গ নামে পরিচয় দিবার বাসনা! ধর্ম্মদ্রোহি বিশ্বাসঘাতকগণ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, অচিরেই কৃতকার্য্যের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবি। এই বলিয়া বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ দয়াময় বিশ্বপালক! অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুণ। যে উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র-অসিমাত্র সহায় করিয়া তোমার করুণাময় নামে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি; যেন সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হই।

জোবের ও তালহা প্রথমাবস্থায় আমার অনুগামী হইয়া ধর্ম্মানুসরণ ব্রত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল; সেই জোবের ও তালহা আজ শয়তান কুহকে পতিত হইয়া আমার এবং মোস্‌লেম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে কিন্তু দয়াময়, করজোড়ে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যপথ হইতে অধমকে কখনও বিমুখ করিও না, যেন অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সত্যধর্ম্ম ধরাধামে প্রচার করিতে করিতে তোমার কোলে স্থান পাই। এইরূপে বহু স্তব স্তুতির পর মহাবীর হজরত আলী যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইযা, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, অনর্থক নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া রক্তস্রোতে পৃথিবীকে কলুষিত করিও না ও পরস্বাপহরণে বিরত হও। কিন্তু রণোন্মত্ত সৈন্যগণ আত্ম বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কেহই তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত করিল না। দেখিতে দেখিতে জগৎলোচন মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন, প্রভাতালোক দর্শন করিয়া সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে যোগদান করিল, ক্রমে সূর্য্য যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, রণস্থলও ততই ভীষণ ভাব পরিগ্রহ করিতে লাগিল। করুণহৃদয় মহাবীর হজরত আলী এই ভীষণ তাণ্ডবলীলা দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া রণক্ষেত্রে জোবেরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া পরিশেষে জোবেরর নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে বলিলেন, "রে কূটবুদ্ধি বিশ্বাসঘাতক জোবের! তুই

কোথায়? শীঘ্র আসিয়া আমার সম্মুখীন হ', নতুবা আজ তোর রক্ষা নাই ঘোর অরণ্যে, নির্জ্জন গিরিগুহায়, এমন কি, অতল জলধি তলে লুকায়িত থাকিলেও আজ তোর পরিত্রাণ নাই। তোর অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই আজ কত শত যোদ্ধা অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে, দেখে যা"।

হজরত আলীর এবম্বিধ আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জোবেরদলস্থ জনৈক বর্শাধারী সৈনিক পুরুষ হজরত আলী (কঃ) কে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে আলি (কঃ)। তুমি স্বেচ্ছায় কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছ? কোরেশ-বংশীয় কৃতান্ত সম মহাপুরুষ জোবেরকে তুমি কি দর্শন কর নাই? যাহার নাম শুনিলে মহারথীর হৃদকম্প হয়, যিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈন্যসহ তোমাকে কৃতান্তনগরে প্রেরণ করিতে পারেন, তাঁহার সহিত কেন সাক্ষাৎ বাসনা?

তচ্ছ্রবণে আলী (কঃ) বলিলেন, তোদের জোবের মহারথী হইলেও আমার নিকট পতঙ্গবৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তুই তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিয়া দে।

ইহা শুনিয়া জোবের বিদ্যুৎ গতিতে হজরত আলীর নিকট উপস্থিত হইয়া রোষ কষায়িত নেত্রে অস্ত্রোত্তোলন করিলেন। বীরচূড়ামণি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় আলী মোর্ত্তুজা জোবেরকে বলিলেন, হে কোরেশবংশাবতংশ জোবের! কি কারণে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছ?

জোবের কহিলেন, আমির ওস্মান হত্যার প্রতিশোধ

গ্রহণার্থ এই শাণিত করবাল উত্তোলন করিয়াছি, প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া আর অস্ত্র কোষাভ্যান্তরে প্রবিষ্ট করাইব না। তুমি নিশ্চয় জানিও যতদিন ধরাধামে কোরেশ বংশের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন কেহই ওস্মান হত্যার প্রতিশোধ লইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না হজরত আলী বলিলেন, জোবের! তুমি মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এত অল্পকাল মধ্যেই কি মহামান্য প্রেরিত পুরুষ শেষ নবির ভবিষ্যদ্বাণী বিস্মৃত হইলে? তৎপ্রমুখাৎ এই অভিনব যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোনও কথা কি শ্রবণ কর নাই? জোবের (রাজিঃ) কহিলেন, হাঁ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, মাকসিন, কাসতিন ও মারকিণের যুদ্ধে আমার পরলোক গমনের পর মহাবীর হজরত আলীকে মৎপরি-বর্ত্তে সমরাঙ্গণে নেতারূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। জোবেরের কথা শেষ হইবার পর আলী (কঃ) বলিলেন, একদিন কথা-প্রসঙ্গে প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জোবের! তুমি আলীর প্রতি আন্তরিক স্নেহ রাখ কি না? তুমি অবনত মস্তকে বলিয়াছিলে, আলি মর্ত্তুজা আমার মাতুল-পুত্র, সুতরাং ভ্রাতৃস্থানীয়, কেন তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিব না? অতঃপর মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, আমার পরলোক গমনের পর তুমি সত্যপথভ্রষ্ট হইয়া হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। বলি, এখন কি সেই সময় সমাগত হয় নাই? তুমি কি মনে কর, সেই ঐশী তত্ত্ববাহক মহাত্মা হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবে? কিন্তু জোবের! এখন তোমার সেই ভ্রাতৃস্নেহ, সখ্যতা,

আন্তরিক প্রেম কোথায় ? তুমি আমার অনুগত শিষ্য হইয়া আমারই মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রোত্তোলন করিলে ?

এতৎ শ্রবণে জোবের লজ্জিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! আপনার দাসানুদাসকে ক্ষমা করিবেন, শয়তান-কুহকে অনুপ্রাণিত হইয়া, সমুদয়ই বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার উপদেশালোকে অধমের জ্ঞান চক্ষু পুনঃ উন্মীলিত হইল ; আমি এখনই রণস্থল পরিত্যাগ করিতেছি যদ্যপি আপনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেন, তাহা হইলে কখনও এ নরাধম আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অসংখ্য নরহত্যাপাপে লিপ্ত হইত না। হজরত, ক্ষমা করুন, আমি চলিলাম এই বলিয়া জোবের গমনোদ্যত হইলে, আলী মর্ত্তুজা কহিলেন, তোমার নিঃসহায় সৈন্যগণের অবস্থা চিন্তা কর, তাহাদিগকে বিপদসাগরে ভাসাইয়া কোথায় যাইতেছ ? ক্ষণকাল চিন্তার'পর জোবের বলিলেন, হজরত, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না, আমি ইহজীবনে মোস্‌লেমগণের গোলযোগে কোনও পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে যোগদান করি নাই, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভবিষ্যতেও না করিতে হয় এই বলিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কাভিমুখে গমন করিলেন।

"বিধিলিপি" অখণ্ডনীয়। তিনি যে ভাবে যেস্থানে যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নহে আজ যে মহাত্মা বিভুপ্রেমে পরম ভক্তি দেখাইয়া মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে রণক্ষেত্র পরিহার পূর্ব্বক ঐহিকসুখে জলাঞ্জলি দিয়া

নির্জ্জনে বিভুপদধ্যানোদ্দেশে স্বদেশ প্রান্তবাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আল্লার আদেশে পথি মধ্যে জরমুজের পুত্র ওমর কর্ত্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া, দীনহীনের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ওমর পশ্চাৎদিক হইতে এক আঘাতেই মহাবীর জোবেরের শিরশ্ছেদ করতঃ তদীয় হীরক, অঙ্গুরী ও শোণিতময় কৃপাণসহ মহাবীর হজরত আলীর নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া হীরকাঙ্গুরী ও শোণিতময় কৃপাণ দর্শন করাইল। তদ্দর্শনে করুণহৃদয় আলী মোর্ত্তুজা ভক্তশোকে বিহ্বল হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে হত্যাকারী ওমরকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি বিনা দোষে নরহত্যা করিয়াছ, সুতরাং চিরকাল তোমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তচ্ছ্রবণে ওমর নিজকে মহাপাপী-জ্ঞানে তরবারি বক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া আত্মহত্যা করিল।

চতুর্থ খণ্ড।

হজরত তালহা ও তৎপুত্র মোহাম্মদের মৃত্যু।

এদিকে দ্বিতীয় বিদ্রোহী তালহা অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়া সৈন্যশ্রেণী ভেদ করতঃ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া মহাদর্পে অশ্বচালনা করিতেছিলেন তাঁহার অসীম বীরত্ব দর্শন করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল, ইত্যবসরে হাকিমের পুত্র মারওয়ান বিষাক্ত শর-সংযোগে তালহার উরুদেশ বিদ্ধ করিলে পর মহাবীর তালহা ক্রমেই হীনবীর্য্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহস্থ উষ্ণ শোণিত ক্রমেই শীতল হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণনিপুণ তালহা অবসন্নদেহে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন

তদ্দর্শনে জনৈক সৈনিকপুরুষ তালহাকে লইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসর নগরে গমন করে এবং তথায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য জনৈক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া নিজেই শুশ্রূষাকারীরূপে তথায় অবস্থান করিতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসায় কোনও ফলোদয় হইল না। বিশেষ তাঁহার সমুদয় শরীর জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ

তালহা অন্তিম চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। গত বিষয়ের অনুশোচনান্তে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষীণস্বরে বিভূসন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন পরে নিজ শুশ্রূষাকারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! আপনাদিগের মধ্যে কি কেহ হজরত আলী মর্ত্তুজার সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুপুরুষ আছেন? তচ্ছ্রবণে শুশ্রূষাকারী পুরুষ বলিল, তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে আমি একজন হতভাগ্য আপনার সেবায় নিযুক্ত আছি। তালহা কহিলেন, মহাত্মন! আর আমার পরিচর্য্যার প্রয়োজন নাই, মৃত্যু আমার শিয়রে দণ্ডায়মান, আমি যেমন স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া অন্যায়কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, তেমনি তাহার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতেছি; না জানি পরিণামে কি কঠোর ভয়াবহ শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে শেষ বক্তব্য এই যে, আপনি হজরত আলীর পরিবর্ত্তে অন্তিম সময়ের গুরুরূপে আমার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া অভাগাকে শিষ্যরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন, নতুবা উপায়ান্তর নাই। যে হেতু আমি মহাবীর হজরত আলীর শিষ্য হইয়া গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতঃ মহাপাপে পতিত হইয়া যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি, তাহা বর্ণনাতীত ভ্রাতঃ! এক্ষণে সরল অন্তঃকরণে আপনাকে আহ্বান করিতেছি, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া পদধূলিদানে অভাগাকে কৃতার্থ করুন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সৈনিকপুরুষ তাঁহাকে পুনঃ মোসলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার আত্মার

সদ্‌গতির জন্য পরম কারুণিক জগৎপাতার নিকট প্রার্থনা করিল দেখিতে দেখিতে রণনিপুণ তাল্‌হার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্তধামে গমন করিল।

যখন শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে রণবিশারদ তালহা সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় রণ-ভূমি নর-শোণিত ও শবদেহে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল তদ্দর্শনে সৈন্যগণ ভীত, ত্রাস্ত ও চকিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হস্ত-পদহীন আহত সৈন্যগণ অশ্বপদতলে পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। কিন্তু রণোন্মত্ত সৈনিকবৃন্দ কেহই তাহা-দিগের করুণ আহ্বানে কর্ণপাত করিল ন

তালহা ও জোবেরের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হজরত আলীর পক্ষীয় সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যেখানে পরমারাধ্যা হজরত আয়েসা খাতুন উষ্ট্রোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বসরার সৈন্যগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত সৈন্য সমূহকে ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। মহামান্য হজরত এমাম্‌ হাসেনও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া বহু শত্রুসৈন্য সংহার পূর্ব্বক তাঁহার অতুল বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন অনতিবিলম্বে সকলে দেখিতে পাইল, হজরত আয়েশা খাতুনের দেহরক্ষক সৈন্যগণ মহাসমারোহে পুনঃ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তালহার পুত্র মোহাম্মদ

তাঁহাদের সহিত যোগদান পূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন হজরত আলী নিজ সৈন্যমণ্ডলীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, সৈন্যগণ! তোমরা কেহই মোহাম্মদকে হত্যা করিও না, উহাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া মৎসন্নি-ধানে আনয়ন কর

তচ্ছ্রবণে হজরত আলীর সৈন্যগণ মোহাম্মদকে বন্দী করণাভিলাষে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল বটে, কিন্তু সাহস করিয়া কেহই নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে সমর্থ হইল না তদ্দর্শনে উলক্ আবসি নামক জনৈক সাহসিক বীরপুরুষ ক্রোধিত শার্দ্দূলবৎ মোহাম্মদকে আক্রমণ পূর্ব্বক বল্লমাঘাতে তাঁহার রণ-পিপাসাটির নিবৃত্ত করিল। এইরূপে উলক্ আবসি ভীম পরাক্রমে অসংখ্য অরাতি বধ করিয়া পরিশেষে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের সহানুভূতি লাভ করিয়া পুনঃ রোষবিহ্বল সিংহের ন্যায় ভীমবেগে শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইল। তদ্দর্শনে করুণ হৃদয় মহাবীর হজরত আলী প্রমাদ গণিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, যদি এরূপ ভীম পরাক্রমে আর কিছুকাল যুদ্ধ চলে, তবে অবিলম্বে সমরপ্রাঙ্গণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইবে কত শত যোদ্ধা অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই; সুতরাং আর নিশ্চেষ্ট থাকা বিধেয় নহে,' এই বলিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বৎসগণ!

যদি তোমাদের মধ্যে কেহ হজরত আয়েশার উষ্ট্রের সম্মুখবর্ত্তী পদদ্বয় কর্ত্তন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে এখনি সকল বিবাদের মীমাংসা হয় তচ্ছ্রবণে দেহিয়াতল কালবি নামক জনৈক পদাতিক একাঘাতে হজরত আয়েসার উষ্ট্রের সম্মুখের পদদ্বয় কর্ত্তন করিল, ও উষ্ট্র আর্ত্তনাদ সহকারে ভূতলশায়ী হইল। তখন হজরত আলীর অনুজ্ঞাক্রমে আবুবক্করের পুত্র মোহাম্মদ হজরত আয়েসা বিবির শিবিকাখানি যত্ন সহকারে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। যখন মোহাম্মদ উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে শিবিকা অপসারিত করেন, সেই সময় শিবিকাভ্যন্তর হইতে আয়েসাবিবি বলিয়াছিলেন, কে আপনি? খোদাতালা ও তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষের ভয় না করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আমার শিবিকা স্পর্শ করিলেন? তদুত্তরে মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, আমি আপনার ভ্রাতা মোহাম্মদ, আবুবক্করের পুত্র নতুবা এ ধরাধামে এমন ব্যক্তি কে আছে যে আপনার শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করে, স্পর্শ করা ত দূরের কথা! অনন্তর, হজরত আয়েসা খাতুন মোহাম্মদবাক্যে প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আল্লার কৃপায় এই মহাসমরে তুমি অক্ষত দেহে রহিয়াছ, ইহা বড় সৌভাগ্যের বিষয় আমি আত্মীয় স্বজন চিন্তায় বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তোমাকে দেখিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমি না বুঝিয়া জোবের ও তালহার কুহক বাক্যে উত্তেজিত ও আলীর বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া যে কিরূপ

মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপভোগ করিতেছি, তাহা সেই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা জানেন। এই বলিয়া বিবি অধোবদনে রহিলেন

অনতিবিলম্বে ভক্তবৎসল আলী (কঃ) শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া মোহাম্মদকে বলিলেন, তুমি এই মুহূর্ত্তে হজরত আয়েসা বিবির শিবিকাসহ বসরা নগরে গমন কর, যেন তিলার্দ্ধ সময়ের অপব্যয় না হয়। তদীয় আদেশে, মোহাম্মদ সেই বেশেই, শিবিকাসহ নিজ উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক বসরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে হজরত আয়েশা খাতুনের সৈন্যগণ নায়িকা বিহীন হইয়া, ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আলী (কঃ) নিজ সৈন্যবৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ। কেহ আর পরাজিত শত্রুর শির লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রোত্তোলন করিও না, আমার আদেশে তোমার শত্রুতা পরিহার পূর্ব্বক নিজ নিজ তরবারি কোষবদ্ধ কর। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে সমরাঙ্গণে শান্তিবায়ু প্রবাহিত হইল। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া রণভূমি সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিল।

কথিত আছে, এই যুদ্ধে হজরত আয়েসা খাতুনের বিংশতি সহস্র এবং আলীর (কঃ) সহস্রাধিক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাবীর হজরত আলী সসৈন্যে বসরায় গমন পূর্ব্বক জোবের, তালহা প্রভৃতি বীরগণের নশ্বরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে, করুণাময় জগৎপাতার নিকট

তাঁহাদের পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা শেষ হইলে, জনৈক সহচর জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, শত্রুর আত্মার সদগতির নিমিত্ত কেন করুণাময়ের নিকট দয়া ভিক্ষা করিলেন? তদুত্তরে করুণহৃদয় আলী (কঃ) কহিলেন, আমি শেষ নবীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, যাঁহারা আমার সহিত আন্তরিক শত্রুতা করেন নাই, এবং খোদায় যাঁহারা ভয় ও বিশ্বাস রাখিয়া যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাঁহারাই স্বর্গবাসী হইবেন এবং আরও হাদিসে বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত দশ জন স্বর্গেও তাঁহার সহচররূপে অবস্থান করিবেন। দশ ব্যক্তি যথা।—

১ হজরত আবুবকর সিদ্দিক। ২ ওমর ফারুক ৩। হজরত ওসমান ৪। আলী (কঃ)। ৫ তালহা। ৬। জোবের। ৭। সয়িদ। ৮। আবুওবেদা। ৯। আব্দার রহমান। ১০। সায়াদ রাজিঃ।

অনন্তর হজরত আলী (কঃ) আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাকে বসরার শাসন-ভার অর্পণ করতঃ মদিনাভিমুখে সসৈন্যে গমন করিলেন হজরত আয়েশা খাতুন ও চতুর্বিংশতি জন পরিচারিকা সহ, মহাসমারোহে আলী মর্ত্তুজার আদেশে মদিনায় গমন করিলেন।

কাসতিন বা সফিন যুদ্ধ।

আবহমান কাল হইতে পৃথিবীতে বিদ্বেষপরায়ণ লোকের অভাব নাই যে সময়ে মহাবীর হজরত আলী (কঃ) জনসাধারণ কর্ত্তৃক (প্রতিনিধি) পদে বরিত হন, সেই সময় কুচক্রী বিদ্বেষপরায়ণ মাবিয়া তাঁহাকে খলিফা বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং কৌশলে চক্রান্ত করিয়া প্রকাশ করেন যে, আলীর আন্তরিক যত্ন চেষ্টায় আমির ওসমান নিহত হইয়াছেন, নতুবা তিনি হত্যাকারীগণকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া হজরত আয়েশা খাতুনের সহিত যুদ্ধ করিবেন কেন? মাবিয়ার এবম্বিধ কুটবাক্যে শ্যামদেশবাসী সকলেই হজরত আলীর প্রতি সন্দিহান হইয়া, কুচক্রী মাবিয়াকে খলিফাপদে বরণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্যালেস্‌টাইন নগর হইতে আসের পুত্র, ওমর দমস্কস্‌ নগরে আগমন করতঃ মাবিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপে মাবিয়া ক্রমে ক্রমে মহাবীর হজরত আলীর সহিত যুদ্ধকরণাভিলাষে নানা দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন হজরত আলী (কঃ) গুপ্তচর সাহায্যে উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সবির নামক জনৈক দূতকে মাবিয়া সমীপে হিতোপদেশ প্রদানার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুচক্রী মাবিয়া তাঁহার হিতোপদেশে কর্ণপাত করিলেন না বরং দূতবরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া বিদায় দিলেন যুদ্ধ যে অনিবার্য্য, তাহা

আভাসে প্রকাশ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না এবং, যুদ্ধের মূলীভূত কারণ যে ওসমান হত্যার প্রতিশোধ, তাহাও বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর দূতবর বিফলমনোরথ হইয়া মদিনায় গমন করতঃ মাবিয়া সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা হজরত আলীর সমীপে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাবীর হজরত আলী যুদ্ধায়োজনে বদ্ধপরিকর হইয়া সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে যষ্টি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আলী (কঃ) প্রথম দিবস সসৈন্য মদিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফেরাত নদীর তীরে সফয়ন নামক প্রান্তর মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সেস্থান হইতে জল আহরণের একটি মাত্র পথ ছিল, তাহা পূর্ব্ব হইতেই কুচক্রী মাবিয়া সাত সহস্র সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন প্রথমে হজরত আলীর এরাক নিবাসী একদল সৈন্য পিপাসায় কাতর হইয়া জলপান করিবার মানসে ফেরাতকূলে উপনীত হইয়া, অগণিত সৈন্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল কিন্তু পিপাসার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, মাবিয়ার সেনাপতি ওমরের নিকট জলপানের অনুমতি চাহিল দয়ালু ওমর, মাবিয়া সমীপে জলপানেচ্ছু সৈন্যগণের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, ক্রোধভরে মাবিয়া কহিলেন, যেমন অমিততেজা আমির ওসমান পিপাসায় কাতর হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শত্রুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন তেমনি আমিও ছলে, বলে অথবা কৌশলে আলীর যষ্টি সহস্র

সৈন্যকে, শমনসদনে প্রেরণ করিয়া আমির ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এক্ষণে তোমার প্রতি কঠোর আজ্ঞা যে, আলীর সৈন্যগণ বারি স্পর্শ করা ত দূরের কথা, যেন ফেরাত কূলের সুশীতল সমীরণ তাহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ না করে

অনতিবিলম্বে ওমর মাবিয়ার আদেশ হজরত আলী মর্ত্তুজার সৈন্যগণকে জ্ঞাপন করাইলে, তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া হজরত আলীর সমীপে আগমন করতঃ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। আলী মর্ত্তুজা বলিতে লাগিলেন, কি আক্ষেপের বিষয়, জলদান পৃথিবীর সর্ব্ব ধর্ম্মেই মহাপুণ্যের কাজ, বিশেষতঃ মাবিয়া নিষ্ঠাবান মুসলমান হইয়া কোন্ প্রাণে, অধীনস্থ সৈন্যবৃন্দকে এ কঠোর আদেশ প্রদান করিল? এরাকবাসী ভ্রাতৃগণ! আর কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, অনতিবিলম্বে চারি সহস্র সৈন্য লইয়া ওমরকে আক্রমণ ও ফেরাতকুল উদ্ধার কর। প্রভুর আদেশে চারি সহস্র এরাকবাসী "আল্লাহ আকবর" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রণ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে অগণিত শত্রুসৈন্য বধ করিয়া ফেরাতকুল উদ্ধার করতঃ জলপান মানসে যেমন নদীতরে অবতরণ করিল, অমনি দুর্দ্দান্ত ওমর পশ্চাৎদিক হইতে একদল সৈন্য লইয়া এরাকবাসী-গণকে পুনঃ আক্রমণ করতঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, এরাকবাসী সৈন্যগণ, তোমরা নিশ্চয় জানিও, আর বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ তোমাদের ভাগ্যে নাই। ওমরের এবম্বিধ গর্ব্বিত

বাক্যে হজরত আলী (কঃ) অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, এবং এরাকবাসীগণের সাহায্যার্থে মালেক ওস্তর, জয়েদ, সয়িদ কায়েস প্রভৃতি সেনাপতিবৃন্দকে, স্বতন্ত্র একদল সৈন্যসহ সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিলেন এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ঘাটরক্ষক সৈন্যগণ ক্রমেই বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে, মাবিয়া সেনাপতি ওমর মহাভীত হইয়া, নিজ পরিণামফল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেনাপতি আব্দুর রহমান ও অলিদ একদল সৈন্য লইয়া ওমরের সাহায্যার্থ, সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তখন উভয় দলে মহা সংঘর্ষ সংঘটিত হইল। দিবানিশি অতুল বিক্রমে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল বিরাম নাই। শত শত বীরপুরুষের হৃদয়-শোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু জয় পরাজয় কাহারও অদৃষ্টে ঘটিল না। যতই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, রণভূমি ততই ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নর শোণিত পানে উন্মত্ত হইয়া লোলজিহ্বা বিস্তার করিল।

কথিত আছে, ছত্রিশ হিজরীর জেলহজ্জ মাসের প্রথম হইতে সাইত্রিশ হিজরীর মহরম মাসের পঞ্চদিবস পর্য্যন্ত, এই মহাসমর অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল।

অদ্বিতীয় ভক্ত হজরত আয়েশকরণী, যিনি দ্বিতীয় হিজরীতে কাফের যুদ্ধে প্রভু মোহাম্মদের দন্তভগ্ন সংবাদ শ্রবণে নিজ দন্তপংক্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া মোস্‌লেম জগতে গুরুভক্তির

চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তপ্রবর আয়েশ-করণী এই মহাযুদ্ধে অসংখ্য অরাতি বধ করিয়া, শত্রুকৃপাণে ছিন্নমস্তক হইলে, মহাবীর হজরত আলী ভক্তশোকে বিহ্বল হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে বীরসাজে সজ্জিত ও অশ্বারোহণে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, হে রণকুশল হেন্দাপুত্র মাবিয়া. তুমি কোথায়? রমণী সদৃশ বস্ত্রাবাসের অন্তরালে থাকিয়া কেন দীন, হীন, অর্থ-লোভী নীচাশয় সৈন্যবৃন্দকে নরকগামী করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেছ? আইস মাবিয়া! আমরা উভয়েই যখন এই মহা যুদ্ধের নেতা, তখন একবার সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইয়া বীরত্ব প্রকাশে যত্নবান হই, জগৎ দেখুক, প্রকৃত বীর কে? এবং আমরাও নরহত্যাপাপ হইতে নিবৃত্তি লাভ করি।

তদুত্তরে কাপুরুষ মাবিয়া কহিলেন, সহস্র সহস্র যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হইয়া আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে, আর আমি তোমার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাকাতর বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব? ছি! ছি! বড়ই ঘৃণার কথা ভাল, আমি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইতেছি। এই বলিয়া দায়ুদ নামক একজন বিখ্যাত বীরপুরুষকে হজরত আলীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন দায়ুদ বীরবেশে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করতঃ আলী মর্ত্তুজার জোলফকারাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। তদ্দর্শনে মাবিয়া সেনাপতি ওমর, বীরদর্পে জাতীয় কবিতা পাঠ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ হজরত আলীর

সম্মুখীন হইলেন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নিজ শারীরিক অবসন্নতা উপলব্ধি করিয়া পলায়নের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন আলী মর্ত্তুজা তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, ক্রোধভরে তাঁহার উরুদেশে বর্শার আঘাত করিলেন কাপুরুষ আহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে অশ্ব ছুটাইয়া শিবিরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। ওমরকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, মাবিয়ার সেনাপতি বসিব যুদ্ধকরণাভিলাষে প্রভুর নিকট আজ্ঞা পার্থী হইলে, লাহক কহিল, ভ্রাতঃ বসির! প্রধান সেনাপতির বীরত্ব স্বচক্ষে দর্শন কবিলে ত? তবে কেন জগৎ হাসাইতে তুমি হয়দর আলীর সহিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার বাসনা করিতেছ? এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর; নিশ্চয় জানিও, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন সাধ যেমন অচিরে পূর্ণ হয়, তোমরাও সেইরূপ্ হইবে

রোষকষায়িত নেত্রে বসির কহিতে লাগিল, লাহক, তোমাকে শত ধিক। বীরপুরুষ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় আলীর ভয়ে লুক্কায়িত থাকিব, না ওমরের ন্যায় শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইব? তুমিও না কি সেনাপতি? এই বলিয়া মহাবিক্রমে অশ্ব ছুটাইয়া হজরত আলীর সম্মুখীন হইলে আলী মর্ত্তুজা কহিলেন, বসির যুদ্ধ করিবে? না তোমাদের প্রধান সেনাপতির পদাঙ্কানুসরণ করিবে? গর্ব্বভরে বসির কহিল, অগ্রে আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য কুব এই বলিয়া আলী মর্ত্তুজার শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি

উদ্যোগীন করিবামাত্র বিদ্যুৎবেগে আলী (কঃ) তাহাকে বর্শাঘাত করিলে, ভয়চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ রুধির প্লাবিত কলেবরে অশ্ব ছুটাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে মালেক কহিলেন, ধন্য বীর ওমর ও বসির! তোমরা আজি রণভূমে যে অক্ষয় বীরত্ব প্রদর্শন করাইলে তাহাতে জগৎ স্তম্ভিত। তচ্ছ্রবণে উভয়েই লজ্জাবনতবদনে কহিলেন, তৎপর দিবস আহমার হাবেস প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা হজরত আলীর জোলফকার তরবারির আঘাতে গতাসু হইলেন, কিন্তু যুদ্ধের অবসান হইল না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী পূর্ব্ব গগনপথে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া নৈশ অন্ধকাররাশি বিস্তার করিলেন। কিন্তু রণভূমে জিঘাংসাবৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। উভয় দলস্থ সৈন্যবৃন্দের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, আহতের আর্ত্তনাদে এবং উৎসাহিত সৈন্যগণের "আল্লাহ আকবর" রবে বসুন্ধরা প্রকম্পিত হইতে লাগিল। যখন হজরত আলীর বন্ধুপুত্র আব্বাস যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যুৎবেগে অসি-চালনা করিয়া—বিপক্ষগণকে ধরাশায়ী করিতেছিলেন, তখন মাবিয়া দলস্থ একজন সৈনিক তাঁহার নিকট আগমন করতঃ মল্লযুদ্ধপ্রার্থী হইলে, তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হন, কিন্তু মল্লযুদ্ধে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে না পারিয়া, অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; এবং মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধের পরই সৈনিকবরের শিরস্ত্রাণ পরিশোভিত মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল; আব্বাস দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া বিপক্ষ দলনে মনোনিবেশ করিলেন।

এদিকে মালেক ওস্তর আবুমুসা, আমের (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ) তকবির পড়িতে পড়িতে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে মদমত্ত মাতঙ্গবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সফযন প্রান্তর-ভূমি শবদেহে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল; নরশোণিত প্রবাহিত হইয়া স্রোতস্বতী ফেরাত সহ মিলিত হইয়া লোহিত সাগরে পরিণত হইল। কথিত আছে, এই রাত্রে মহাবীর আলী একাকী ৫৩০ জন শত্রুসৈন্য সংহার করিয়াছিলেন পরদিন প্রাতঃকালে জানা গেল, উভয় পক্ষীয় ত্রিশ সহস্র যোদ্ধা ঐ রাত্রে শমনসদনে গমন করিয়াছেন হজরত আমের (রাজিঃ) ঐ রাত্রে সহিদ হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া সকলেই শোকাকুল হইয়াছিলেন। আব্দুর রহমান ইস্‌লামী বলিয়াছেন যে, বাজল কালা, আমের (রাজিঃ) কে হত্যা করিয়া, সেই সংবাদ ওমরকে প্রদান করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, বাজল কালা! তুমি স্বেচ্ছায় প্রধান নরক জাহান্নাম ক্রয় করিলে তুমি কি জান না, পরম সাধু হজরত আমের (রাজিঃ) প্রথমে মদিনা মসৃজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রেরিতপুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুসন্নিধানে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব তুমি নিশ্চয় জানিও, জাহান্নাম তোমার শেষ বাসস্থান্

পরদিন শুক্রবার প্রাতঃকালে উভয় দলে তুমুল সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ায়, মাবিয়ার সৈন্যগণ ক্রমে ভগ্নোদ্যম হইয়া

রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মালেক ওস্তর কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা পলায়িত শত্রুবৃন্দকে শর নিক্ষেপে জর্জ্জরিত কর; দেখিবে আল্লাহর অনুকম্পায় বিজয়লক্ষ্মী অচিরে আমাদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। তাঁহার এবম্বিধ উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুবধে মনোনিবেশ করিল। কুচক্রী মাবিয়া যখন দেখিলেন, আর রক্ষা নাই, অচিরে শত্রুকবলিত হইতে হইবে, তখন কৌশল করিয়া মাবিয়া ও ওমর দুইজন বড় বড় পুস্তকে কাপড় বাঁধিয়া নিজ সৈন্যমণ্ডলীর হস্তে প্রদান করতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে মদিনাবাসিগণ! এই আল্লাহর মহাগ্রন্থ কোরাণ শরিফের দোহাই, তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হও! মহাগ্রন্থের শপথ সৈন্যগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা তরবারি কোষে ও তীর তূণীরে আবদ্ধ করতঃ স্থাণুবৎ অচল অটল ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে আলী মর্ত্তুজা সৈন্যগণকে পুনঃ উৎসাহিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক মাবিয়ার কথায় কর্ণপাত করিও না, যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া তোমাদিগকে স্তোকবাক্যে নিরুৎসাহ করিয়া কৌশলে বিজয় কামনা করিতেছে। কিন্তু সাবধান, তোমরা কেহ ঈর্ষাপরায়ণ মাবিয়ার কুহকবাক্যে মুগ্ধ হইয়া সত্যপথভ্রষ্ট হইও না। এরূপে আলী মর্ত্তুজা নিজ সৈন্যসমূহকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না;

বরং কতকগুলি সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া মাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু তাহাতেও মহাবীর হজরত আলী বিচলিত হইলেন না; সিংহবিক্রমে বিপক্ষদলনে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি বিপক্ষগণের উৎকোচ গ্রহণে বশীভূত হইয়, হজরত আলীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষদল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার দলস্থ অধিকাংশ সৈন্য বিপক্ষদলে যোগদান করিল তদ্দর্শনে আলী (কঃ) যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন এবং মালেক ওস্তরকেও যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সে সময় মালেক ওস্তর উন্মত্তবৎ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হজরত আলী স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলিলে, মালেক ওস্তর কহিলেন, প্রভো! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, যুদ্ধের শেষ সময় উপস্থিত ঐ দেখুন, অরাতিকুল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং এখন আর আপনি শত্রুসংহারে বাধা প্রদান করিবেন না।

আলি মর্ত্তুজা কহিলেন, ঐ শুন, বিপক্ষগণ পবিত্র কোরাণ সরিফের নাম উচ্চারণ করতঃ কি বলিতেছে? শুনিয়াও কি তুমি পাপভয়ে ভীত হইতেছ না? উহাদের বাক্যে আমার অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক উহাদেরই পক্ষাবলম্বন

করিয়াছে। ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া বীরবর মালেক ওস্তর কহিতে লাগিলেন, আমরা ধরাধামে সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ অসি ধারণ করিয়া শত্রুবধে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, ইহাতে পাপ কি? যতদূর পারি, ইস্লাম ধর্ম্মের কণ্টক সমূহে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিব তবে যাহাদিগের মনে দুরভিসন্ধি আছে, তাহারাই সত্যপথভ্রষ্ট হইয়া মাবিয়া সহ যোগদান করিবে। দ্বিতীয় সেনাপতি এশাছ হজরত আলীকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! শত্রুমুখে পবিত্র কোরাণ সরিফের শপথ শুনিয়া আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়াছে এবং আমাকেও তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যদি প্রভুর অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মাবিয়া শিবিরে গমন করতঃ প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে সমর্থ হই। আলীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এশাছ দ্রুতপদে মাবিয়া সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দামস্কাধিপতি! আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা অকপটে বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতুহল নিবারণ করুন।

তদুত্তরে মাবিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্যই পবিত্র কোরাণ সরিফের দোহাই দিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়াছি, নতুবা অন্য কোনও কারণ নাই। এশাছ কহিলেন, উহা উত্তম পরামর্শ, যাহাতে শীঘ্র সন্ধি হয়, তদ্বিষয়ে আমি আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিব; এই বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আলি মর্ত্তুজার সমীপে সমুদয় বিষয় বর্ণন

করিলেন। তদুত্তরে ওসমানীয় সৈন্যগণ সকলেই বলিতে লাগিল যে, এ পরামর্শ উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু প্রত্যহ অকারণ শত সহস্র বীরপুরুষ কাল কবলিত হইতেছে, উভয় পক্ষে কিছু ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলে সকল বিষয় মীমাংসা হইয়া যায়। এশাছ নিজ সৈন্যমণ্ডলীকে ব্যগ্রসহকারে সন্ধি সম্বন্ধীয় কথা বলিতেছিলেন শুনিয়া, হজরত আলী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, তোমরা যে সন্ধির কথা শ্রবণ করিয়া একেবারেই অধৈর্য্য হইলে; ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ কর, আমি বিজ্ঞবর আবু মুসার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, এ বিষয়ের মতামত প্রদান করিব।

তচ্ছ্রবণে এশাছ, জোবেদ ও এবনে যাসর প্রভৃতি বীরবৃন্দ একত্রিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আমাদের বিবেচনায় আবু মুসা—ওমর ও জোবেরের নিকট বিদ্যাবুদ্ধিতে নগণ্য, সুতরাং আমরা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে অসম্মত। হজরত আলী মর্ত্তুজা কহিলেন, যদি আবু মুসাকে তোমরা মনোনীত না কর, তাহা হইলে আমার বাল্যসহচর বিজ্ঞবর বিশ্বস্ত বন্ধু মালেক ওস্তর ও এবনে আব্বাস এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ কি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে কর না?

এশাছ কহিলেন, আমরা মাবিয়া ও ওমরের সদুপদেশ ভিন্ন অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না, এক্ষণে প্রভুর কি আজ্ঞা হয়?

বহুক্ষণ চিন্তার পর আলী (কঃ) কহিলেন, আচ্ছা, এশাছ, আমি তোমার করেই সন্ধি-সম্বন্ধীয় সমুদয় ভার অর্পণ করিলাম, যাহাতে উপস্থিত গোলযোগের শান্তি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর।

প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এশাছ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আবু মুসার উপরেই সন্ধির ভার অর্পণ করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষেই সম্মত হইয়া পবিত্র কোরাণ সরিফ ও প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে দত্তমতোল জন্দল নামক স্থানে এই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লিখিত হইল যে, দামস্কাধিপতি আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া শ্যামদেশের খলিফা ও মদিনাবাসী আবু তালেবের পুত্র হজরত আলী কুফার খলিফা-পদে বরিত হইলেন ইঁহারা উভয়েই মুসলমানগণের প্রকৃত নেতা হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। অনন্তর যথারীতি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে, খলিফাদ্বয় স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন

কথিত আছে, এই মহা-যুদ্ধে হজরত আলীর পঁচিশ হাজার ও মাবিয়ার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল

ওমরের প্রতারণা।

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাবীর হজরত আলী ও মাবিয়া জন্দল নামক স্থানে, স্ব স্ব সৈনা ও সেনাপতিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেহরক্ষী সৈন্য লইয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান; সুতরাং উভয় দলস্থ সৈন্যগণ শত্রুতা পরিহার পূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিল। ওমর নিজ ঘৃণিত স্বার্থ সাধনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া,—ধর্ম্মভীরু আবু মুসাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! প্রকৃতপক্ষে আমির ওসমানের পরিবর্ত্তে মাবিয়ারই খেলাফতি (প্রতিনিধিত্ব) পদ প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যেহেতু তিনি আমির ওসমানের নিকট আত্মীয়; আরও দেখুন, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) যে পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তার মানসে জীবনপণ করতঃ অনাহারে অনিদ্রায় কত অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিয়া, যাহার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই কি বিভক্ত করা প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত কাজ? সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে একেশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে একই খলিফা প্রতিষ্ঠিত থাকেন যদি আপনারা মাবিয়াকে যোগ্য বলিয়া মনে না করেন, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মোসলেম রাজ্য অনুসন্ধান করতঃ উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করুন, ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন, ধর্ম্মও বজায় থাকিবে, এবং আমাদেরও মুখোজ্জ্বল হইবে। ভ্রাতৃবর

আবু মুসা! আপনি বিজ্ঞ, বহুদর্শী, আপনাকে বেশী কথা বলা ন্যায়সঙ্গত নহে

সরলমতি আবু মুসা, অম্লানবদনে বলিলেন, যাহাতে ধর্ম্মে আঘাত না লাগে, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে জীবন থাকিতে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে কখনও কালিমা লেপন করিতে দিব না ওমর! ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা অন্যায়, তাহা অবশ্য পরিহার করিবে, আমি কদাচ দ্বিরুক্তি করিব না

কপটী ওমর, সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, সংক্ষেপে কার্য্যসিদ্ধি মানসে আবু মুসাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই সমাগত সজ্জনমণ্ডলি মধ্যে আপনার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশ করিয়া মহত্বের পরিচয় প্রদান করুন? অনন্তর আবু মুসা বক্তৃতা করণাভিলাযে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত সৈন্যমণ্ডলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে আমার ও বিজ্ঞবর ওমরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত এই যে, এক আল্লাহর ধর্ম্মরাজ্যে যাহাতে একই খলিফা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, শুধু আমাদেরই বা কেন—সকলেরই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নতুবা পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, আমি হজরত আলী ও মাবিয়াকে পদচ্যুত করিয়া সমাগত সজ্জনমণ্ডলির উপর উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার অর্পণ করিলাম।

তাঁহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই কুটনীতিপরায়ণ

ওমর মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ! তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ যে, বিজ্ঞবর আবু মুসা নিজ প্রভুকে অনুপযুক্ত জ্ঞানে খলিফা-পদ হইতে অপসারিত করিলেন আমি তৎপরিবর্ত্তে ধার্ম্মিকপ্রবর প্রভু মাবিয়াকে মোসলেম জগতের একমাত্র কর্ণধার খলিফাপদে অভিষিক্ত করিলাম। হজরত আলী মর্ত্তুজার সৈন্যগণ আবু মুসা ও ওমরের কথায় উত্তেজিত হইয়া কোষমুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইলে, আবু মুসা ভয়চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ ওমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, রে কপটি বিশ্বাসঘাতক ওমর! অদ্য তুমি আমাকে যে উদার নীতি শিক্ষা প্রদান করিলে, তাহা ইহজীবনে ভুলিব না। অনন্তর সায়াদ ও আব্দুর রহমান আবু মুসাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং হাফির-পুত্র শারি তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া স্বসৈন্যে মক্কাভিমুখে গমন করিলেন

মারকিন যুদ্ধ।

কাসৃত্তিন্ যুদ্ধে হজরত আলীর যে সমুদয় সৈন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া মাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই নূতন সম্প্রদায় খারেজিয়ান নামে অভিহিত। কথিত আছে, ঐ সকল খারেজিয়ানগণ ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করতঃ আবদুল্লা

নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তাহাদের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া মুসলমানগণকে তাহাদের মতাবলম্বী করাইবার জন্য নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিতেছিল, হজরত আলী মর্ত্তুজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের নেতা আবদুল্লা ও কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

খারেজিয়ানগণ! তোমরা শয়তানের কুহকে পতিত হইয়া পরম কারুণিক আল্লাহর আদেশ, পবিত্র কোরাণের বিধি ও মহামান্য প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করতঃ নিজ নিজ কাল্পনিক মতানুসরণ করিয়া দিন দিন অমার্জ্জনীয় অপরাধে পতিত হইতেছ সাবধান, পত্র পাঠান্তে স্বেচ্ছাকল্পিত মত-সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পবিত্র মোহাম্মদীয় রীত্যনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, নতুবা অচিরে ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য সমুচিত ফল ভোগ করিতে হইবে

আলীমর্ত্তুজার আদেশে আরেস (রাজিঃ) উপরোল্লিখিত পত্রসহ নহরয়ানে উপস্থিত হইয়া খারেজিয়ানগণের প্রধান নেতা আবদুল্লার হস্তে পত্রখানি প্রদান করিলেন নরাধম মহাপাতকী আবদুল্লা পত্র পাঠে সাতিশয় কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুভক্ত আরেসের শিরশ্ছেদ করিল। স্বামীর নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পতিশোক-বিয়োগ-বিধুরা আরেসপত্নী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া তিনজন পরিচারিকাসহ পূর্ণ গর্ভবতী অবস্থায় অতি কষ্টে স্বামীর নশ্বর-দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন মানসে আবদুল্লা দরবারে উপস্থিত

হইলে, মহাপাতকী আবদুল্লা খারেজিয়া স্ত্রীবধেও কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া প্রকাশ্য দরবারে পূর্ণ গর্ভবতী আরেস পত্নীর শিরচ্ছেদ করতঃ গর্ভস্থ ভ্রূণ শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া বর্শাগ্রে বিদ্ধ করতঃ নিজের দরবারেই বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া মুসলমানগণকে কাফের বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল কথিত আছে, তিন জন পরিচারিকাও ঐ দিবস দুরাত্মা কাফের আবদুল্লার হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল।

মানব যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক না কেন, জগতে পাপকর্ম্ম কখনও গোপন থাকে না, দুই দিন পরে হউক, দশদিন পরে হউক, প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহাই জগতের ঐশ্বরিক নিয়ম। লোক-পরম্পরায় খারেজিয়ানগণ কর্তৃক নৃশংস হত্যা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা হজরত আলীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া নিজ সৈন্যমণ্ডলিকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ অবিলম্বে যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিশোধ কামনায় বীরনাদে বসুন্ধরা প্রকম্পিত করিতে লাগিল সেনাপতি এশাছ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, খারেজিয়ানগণের এতদূর স্পর্দ্ধা! এতদূর অহঙ্কার! যে মহাবীরের বাহুবলে, দেব, দৈত্য, নর সদা সশঙ্কিত, যাঁহার নাম শুনিলে মহারথীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, সেই মহাবীর আলী গর্ব্বজার প্রভুভক্ত দূতের বিনাদোষে প্রাণসংহার —বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! এখনও বসুন্ধরা খারেজিয়ানগণের হৃদয় শোণিতে রঞ্জিত হইল না? প্রভো! আপনি অনুমতি

করুন, প্রথমে আমরা বিধর্মী খারেজিয়ানরক্তে অবগাহন করিয়া সস্ত্রীক প্রভুভক্ত আরেসের বিয়োগজনিত শোক বিস্মৃত হই, তৎপরে প্রভুর আজ্ঞা অবনতমস্তকে পালন করিব। সেনাপতি এশাছের এবম্বিধ হৃদয়গ্রাহী বাক্যে সাদ বলিতে লাগিলেন, সফয়ন প্রান্তরে মাবিয়া যখন পবিত্র কোরাণের দোহাই দিয়া এশাছকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তখন আমাদের অনেকেরই দৃঢবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এশাছও আন্তরিক খারেজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু আজ এশাছের হৃদয়গ্রাহী বাক্যে আমাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল অনন্তর মহাবীর আলী মর্ত্তুজা প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ সমভিব্যাহারে, সাদ, মোকায়াণ ও জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় দাতা হাতেমের পুত্র আদীর হস্তে বিজয়-পতাকা প্রদান পূর্ব্বক চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ৩৮ হিজরীর শেষাংশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন

পূর্ব্ব হইতে পথিমধ্যে আব্বাসের পুত্র আবদুল্লা একদল সৈন্যসহ আলি মর্ত্তুজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, খওলারেজ নামক স্থানে উভয় দলে মিলিত হইয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে মোসাফের আদি খারেজিয়াদলের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, রে নারকী খারেজিয়ানগণ! তোদের মধ্যে কে আমার ভ্রাতা আরেসের প্রাণসংহার করিয়াছে, তাহাকে আমার করে অর্পণ কর, আমি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব

তচ্ছ্রবণে দুষ্ট খারেজিয়ানগণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া

উঠিল যে, আমরা সকলে একত্রিত হইয়া তোমার ভ্রাতা ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, অবিলম্বে তোমারও সেই অবস্থা করি

খারেজিয়ানগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে হজরত আলী শিবির হইতে বহির্গত হইয়া নারকিগণকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমরা শ্যামদেশবাসিগণের কুহকে পড়িয়া পবিত্র সনাতন ইসলামধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তস্করের ন্যায় মুসলমানগণকে হত্যা করিয়া জগতে অকীর্ত্তি স্থাপন ও নরকগমনের পথ প্রশস্ত করিয়াছ। এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, যদ্যপি তোমরা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে সেই পরম কারুণিক খোদা-তাল্লার নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রর্থনা করতঃ অচিরে মোসলেম পতাকামূলে সমবেত হইয়া কৃতাপরাধের নিমিত্ত দয়া ভিক্ষা কর, নতুবা তোমরা বন্যপশুর ন্যায় নিমেষে বিধ্বস্ত হইবে। কিন্তু নারকী খারেজিয়ানগণ কেহই হজরত আলীর কথায় প্রত্যুত্তর করিল না দেখিয়া, তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন, যুদ্ধাদেশ শ্রবণে ভীত হইয়া খারে-জিয়ান সেনাপতি ফর্দ্দা পাঁচশত সৈন্যসহ মোসলেম পতাকা মূলে সমবেত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে অজ্ঞাতনামা জনৈক সেনাপতি ৭৫০০ শত সৈন্য লইয়া খারেজিয়ান সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুফানগরাভিমুখে গমন করিল কেবলমাত্র মহাপাপী আবদুল্লা খারেজিয়ার অধীনে চারি সহস্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তদ্দর্শনে জীবু

আয়ুব আনসার কহিতে লাগিলেন, হে খারেজিয়ানগণ! তোমাদের দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে এখন কেবলমাত্র চারি সহস্র অবশিষ্ট আছে, আর যুদ্ধ সাধ কেন? অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোস্‌লেম করে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা উপায়ান্তর নাই!

আবদুল্লা খারেজিয়া কহিল, যখন যুদ্ধই অনিবার্য্যজ্ঞানে মোস্‌লেম বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছি, তখন শত্রুভয়ে আর পশ্চাদ্‌পদ হইব না। এই বলিয়া সৈন্যসহ অতুল বিক্রমে আবু আয়ুব আনসারকে আক্রমণ করিল তদ্দর্শনে বীরকেশরী হজরত আলী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন তাঁহার সৈন্যগণ "আল্লাহ আকবর" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া খারেজিয়ানগণকে পশুবৎ হত্যা করিতে লাগিল দেখিতে দেখিতে রণভূমি একেবারে খারেজিয়ান শূন্য হইল। এই যুদ্ধে কেবলমাত্র সাতজন খারেজিয়ান প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল

কথিত আছে, ইমন প্রদেশে পলায়িত খারেজিয়ানবংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আলী মর্ত্তুজা খারেজিয়ান সমরে জয়লাভ করতঃ সসৈন্যে দামাস্কস নগর আক্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সৈন্যগণ করজোড়ে কহিতে লাগিল, প্রভো! খারেজিয়ান যুদ্ধে আমাদিগের অস্ত্রশস্ত্র একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি আদেশ করিলে, আমরা কুফা নগরে গমন করতঃ নূতন

অস্ত্রসংগ্রহ পূর্ব্বক নববলে বলীয়ান হইয়া দামস্কস নগর আক্রমণ করি অনন্তর আলী মর্ত্তুজার সম্মতিক্রমে সৈন্যগণ মহা সমারোহে স্বদেশাভিমুখে গমন করিল; অবশিষ্ট প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য হজরতের সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল সেই সময়ে ইমন প্রদেশবাসী কয়েক ব্যক্তি উপ-ঢৌকনসহ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তন্মধ্যে কেবলমাত্র আলী (কঃ) মলজমের পুত্র আব্দুর রহমানের উপহার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, আব্দুর রহমান কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন, প্রভো . কি অপরাধে শ্রীচরণাশ্রিত কিঙ্করের উপহার গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে জানিলাম, আমি মহা পাতকী, নতুবা প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় কামনায় স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সুদূর প্রদেশে আসিয়াও বিফলমনোরথ হইতে হইল, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? দয়ার্দ্রচিত্ত হজরত আলী কহিলেন, আব্দুর রহমান, যখন তোমার এই মণিমাণিক্য খচিত মূল্যবান তরবারি আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন কেমন করিয়া ইহা গ্রহণ করিব? তবে যদি তুমি শিষ্যরূপে আমার নিকট থাকিতে পার, কোনও আপত্তি নাই; কারণ বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়। অতঃপর আব্দুর রহমান শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া হজরতের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। হজরত আলী কুফা নগর হইতে সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া

অবশিষ্ট সৈন্যসমূহকে স্বদেশগমনে আদেশ প্রদান করিলেন।

সৈন্যসামন্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবীর হজরত আলী কুফানগরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্তত বশতঃ সে বৎসর দামাস্কস অবরোধে ক্ষান্ত রহিলেন। ঊনচল্লিশ হিজরীতে মিসরের আন্তর্জাতিক বিপ্লববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আলী মর্ত্তুজা, কয়েসের পরিবর্ত্তে মোহাম্মদ সিদ্দিককে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহিগণের উৎপাতে তিনি শাসনকার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ মাবিয়ার গুপ্তচরগণ রাজদ্রোহিগণকে উৎসাহদানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেও পশ্চাদ্‌পদ হইল না। সুতরাং দিন দিন মিসরের অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে আলী (কঃ) মালেক ওস্তরকে মিশরের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মাবিয়ার গুপ্তচর মিসরের সন্নিকটে মালেক ওস্তরের সাক্ষাৎ পাইয়া, নিজকে আলী মর্ত্তুজার শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ মহা সমারোহে মালেক ওস্তরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া গিয়া, যথারীতি আড়ম্বরসহ অতিথি-সৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সরলহৃদয় মালেক ওস্তর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিলেন না। অনন্তর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, মহাপাপী পানীয়দ্রব্যে বিষমিশ্রিত করিয়া, প্রভুভক্ত বীরবর মালেক ওস্তরকে হত্যা করিল। এই মহাপুরুষ প্রথমে আমির হামজার নিকট ইব্রাহিমি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, অসীম বীরত্ব প্রদর্শন

করিযাছিলেন এবং তৎপরে প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তৎপ্রচারে আজীবন লিপ্ত থাকিয়া আজ বিশ্বাসঘাতকের চাতুর্য্যে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর মালেক-ওস্তরের প্রাণসংহার করতঃ বিদ্যুৎবেগে মাবিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল মিশরে আধিপত্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, কুচক্রী মাবিযা ষষ্টি সহস্র সৈন্যসহ ওমরকে মিশর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। মোহাম্মদ সিদ্দিক তখন বিদ্রোহিগণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া দিন দিন হীনবল হইতে ছিলেন, যেহেতু তাঁহাব অধিকাংশ সৈন্য উৎকোচ গ্রহণে বশীভূত হইয়া পুর্ব্ব হইতে মাবিয়া পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং ওমরের মিশর আক্রমণ নিতান্ত সহজসাধ্য হইয়া উঠিযাছিল দর্পী ওমর মিশর আক্রমণ করিযা মোসলেমগণকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল কিন্তু মোহাম্মদ সিদ্দিক ঘৃণার সহিত তাহার নীচ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বীরসাজে সজ্জিত হইযা সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন এবং অসংখ্য অরাতি বধ করিয়া সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করেন সুতরাং মাবিয়ার সেনাপতি ওমর অতি সহজেই মিশরনগর অধিকার করিয়া প্রভু সন্নিধানে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে, হজরত আলী সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকে দুঃখে অধীর হইযা পড়িলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিল, প্রভো! আজ্ঞা করুন, আমরা

কুফানগরবাসী সকলেই এই মুহূর্ত্তেই দামাস্কস অবরোধে যাত্রা করিয়া বিশ্বাসঘাতক মাবিয়া এবং তাহার অনুচরবর্গকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করি। জগৎ দেখুক, অপরিণামদর্শী নরাধম বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কি কঠোর ও ভয়াবহ! আল্লাহ প্রেমিক আলী মর্ত্তুজা কহিলেন, বৎসগণ! ক্ষান্ত হও, অন্তিম সময়ে নরশোণিতে আর বসুন্ধরাকে কলঙ্কিত করিবার স্পৃহা নাই। সেই অনাদিকারণ দয়াময় বিশ্বপালক, বিশ্বাসঘাতক মাবিয়াকে তৎকৃত অপরাধের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন ভ্রাতৃগণ! চল, আমরা ঐকান্তিক যত্ন সহকারে ভক্তিগদগদ চিত্তে সেই দয়াময় বিশ্বনিয়ন্তার আরাধনায় নিযুক্ত হই অনন্তর ভক্তবৃন্দ যুদ্ধ আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আল্লাহ-আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

ষড়যন্ত্র।

এবনে সায়াদ বর্ণন করিয়াছেন যে, মলজমের পুত্র আব্দুর রহমান, আব্দুল্লার পুত্র ইয়জক, বেকরের পুত্র ওমর, এই তিন জন মক্কানগরীতে সম্মিলিত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, আলী, মাবিয়া ও ওমর জীবিত থাকিতে কিছুতেই এ অশান্তি-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না; সুতরাং ইহাদিগের উচ্ছেদসাধন একান্তই প্রয়োজন। অনন্তর আবদুর রহমান

কহিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, মহাবীর আলীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম; দেহে জীবন থাকিতে কখনই পশ্চাদ্‌পদ হইব না। ইয়জক্‌ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কহিল, আমি কুটনীতিপরায়ণ মাবিয়াকে শমন-সদনে প্রেরণের ভারগ্রহণ করিলাম, প্রাণান্তে পরাঙ্মুখ হইব না। বেকরের পুত্র ওমর অঙ্গীকার করিয়া কহিল, আমি গর্ব্বিত ওমরের জীবনসংহার করিয়া আমার চির সাধ পূর্ণ করিব। অতঃপর রমজান মাসের সপ্তবিংশ তারিখে সবেকদর রজনীতে উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের প্রাণবধের দিন স্থিরীকৃত করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল

কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, নহরয়ানের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইহাদিগের এরূপ যুক্তি স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

ছদ্মবেশে আবদুর রহমানের কুফা নগর পরিদর্শন।

চল্লিশ হিজরীর রমজান মাসের ১৭ই তারিখে ভক্তবৎসল হজরত আলী, নিজ সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! বোধ হয় আমার আসন্নকাল সমুপস্থিত, যে হেতু আমি অদ্য রজনীতে স্বপ্নে শেষ নবি হজরতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া বিনয়

সহকারে গদ্গদাকৃতবাসে কহিলাম, হে অকূলের কুল-কাণ্ডারি ভব-পারের কর্ণধার! আপনার ওম্মতগণ দিন দিন সাংসারিক বিবিধ বিবাদে লিপ্ত হইয়া, পরকালের বিষয় একেবারে বিস্মরণ হইতেছে এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা কারণে আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিতেছে তচ্ছ্রবণে হজরত কহিলেন, যখন তুমি তাহাদের ধর্ম্ম-নেতা, তখন তোমার কর্ত্তব্য, সদুপদেশদানে তাহাদের ভ্রমান্ধকার দুর করিয়া সৎপথে আনয়ন করা এবং সকল বিপদেই ধৈর্য্যাবলম্বন করা আমি পুনরপি কহিলাম, হজরত! আমার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও মোহাম্মদীয়গণ ক্রমশঃ কুপথগামী হইতেছে, সুতরাং আমি তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করি শুনিয়া তিনি "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

এমামদ্বয় পিতৃবাক্যে মহা চিন্তান্বিত হইয়া অধোবদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন অনন্তর হজরত আলী কুমারদ্বয়কে প্রবোধ দিয়া স্থানান্তরে গমন করতঃ আবদুর রহমানকে কহিলেন, বৎস! অদ্য রজনীতে তোমাকে কুফানগরী পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিলাম, যেহেতু আজ আমার মানসিক অবস্থা তত ভাল নহে, তুমিই মৎপরিবর্ত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা জানিবে যে, মোসলেমগণ গভীর নিশিথে একমাত্র অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতিকে বিস্মৃত হইয়াছে কি না? বৎস! নেতৃত্বপদ কি কঠোর—দায়িত্বপূর্ণ! শেষ দিন যখন দয়াময় আল্লাহ অনুচরবর্গ সহ প্রত্যেক নেতাকে আহ্বান করতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রশ্ন করিবেন, তখন কি সদুত্তর প্রদান করিবে?

হায়! আমি এমনই হতভাগ্য যে, হজরতের ওম্মতগণকে সরল ধর্ম্মপথে পরিচালন করিতে সক্ষম হইলাম না, কেবলমাত্র প্রেরিত পুরুষ হজরত বিহীনে আজ আমাদিগের এ দুর্গতি—মোস্লেমগণ মোহান্ধকারে পতিত হইয়া পারলৌকিক চিন্তায় নিশ্চেষ্ট।

আবদুর রহমান মহাত্মা আলী মর্ত্তুজার প্রমুখাৎ পরকাল সম্বন্ধীয় সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিগদগদ চিত্তে পারলৌকিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। তখন সেই কুটনীতিপরায়ণ আবদুর রহমানের হৃদয় হইতে কুপ্রবৃত্তি সমূহ অন্ধকারে দীপালোক দর্শনের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছিল। ঘোর নিশিথ সময়ে আব্দুর রহমান প্রভুর আদেশ প্রতিপালনার্থ কুফানগরী পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ শুনিতে পাইল না, কেবল মাত্র নিশাচর পক্ষীগণের বিকট কর্কশ চীৎকার ও পক্ষচালনা শব্দ তাহার কর্ণকুহরে বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে আবদুর রহমান খারে-জিয়ান পল্লীতে উপস্থিত হইবামাত্র বামাকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমধুর গীতধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন শব্দ লক্ষ্য করিয়া আবদুর রহমান সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল, একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ-মধ্যে কয়েকজন রূপসী খারেজিয়ান রমণী নৃত্য গীতে মত্ত

রহিয়াছে; তাহাদিগের কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর যেন কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে এবং হাবভাব, নয়নভঙ্গী ও সপ্রেম কটাক্ষ যেন কামানলে আহুতি প্রদানার্থ পুরুষগণকে আহ্বান করিতেছে কিন্তু তখনও আবদুর রহমান বিচলিত না হইয়া রোষ সহকারে বলিতে লাগিল, রে নির্লজ্জ রমণীগণ, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ লঙ্ঘন করতঃ এ ঘোর নিশিথ সময়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নৃত্য গীতে মত্ত রহিযাছ? জান না যে, ইহার পরিণাম ফল কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই তোমাদিগকে পরকালে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

আবদুর রহমানের ভৎর্সনায় জনৈক রূপসী গৃহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল, তখন আবদুর রহমান রমণীর আপাদমস্তক নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করতঃ বলিতে লাগিল, হায়! এ রূপ কি মরজগতে মানবীতে সম্ভবে? না আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি? ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, এ অপ্সরাবিনিন্দিত শারদ জ্যোৎস্নালোক বিধৌত বিশুদ্ধ কাঞ্চনবৎ অনুপম রূপরাশি—ভ্রমরকৃষ্ণরাগরঞ্জিত আজানুলম্বিত সুচিকন কেশকলাপ, মৃণাল-বিনিন্দিত ভুজদ্বয়, তিলপুষ্প সদৃশ নাসা, কুরঙ্গ-বিনিন্দিত আয়ত নয়নযুগল—আমার চিন্তাধারা স্বপ্নেও কখন কল্পনা পথে আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ আমি এই অভিনব মানুষপ্রতিমা সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। অনন্তর ষোড়শীর

বাক্যসুধা পানকরণাভিলাষে আবদুর রহমানের কর্ণযুগল উদ্‌গ্রীব হইলে নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে শরদিন্দুনিভাননে! তোমার এই কৈশোরে বৈধব্য-বেশ সন্দর্শন করিয়া হতভাগ্য যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপভোগ করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। বরাননে! আত্মপরিচয় প্রদান করতঃ অভাগার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

সুতীক্ষ্ণ নয়নবাণে আবদুর রহমানের হৃদয় জর্জ্জরিভূত করিয়া, চঞ্চলা চপলাবৎ গোলাপী ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখাইয়া, বীণাবিনিন্দিত স্বরে সুন্দরী কহিল, আমার নাম কোতমা। আমার বৈধব্যবেশ অবলোকন করিয়া, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির চাঞ্চল্য প্রকাশের কারণ কি? আবদুর রহমান একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, চন্দ্রাননে! তোমার ন্যায় সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের আঘ্রাণ কে না লইতে ইচ্ছা করে? সুন্দরী! নর, কিন্নর, দেব, দৈত্য কে না এ সুবর্ণলতিকা গলদেশে বেষ্টন করতঃ হৃদয়-সংস্পর্শী করিতে বাসনা করে? অনুপম রূপবতী কোতমা কহিতে লাগিল, আমাকে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে; জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্য মহাসাগরে ধীবরের মুক্তা আহরণের ন্যায় প্রথমেই জীবন উৎসর্গ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে, পরে যদি কেহ কার্য্য সমাধান্তে অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তবেই আমি তাঁহার দাসী হইয়া, আজীবন পদসেবা করিব। কিন্তু সর্পের মণিহরণের ন্যায় এ কার্য্য বড়ই কঠিন ও দুরূহ। আবদুর

রহমান বলিল, তোমা হেন রমণীরত্ন লাভ করিতে সাগর-সলিলে বা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিতে পশ্চাদ্‌পদ নহি। প্রেমের দায়ে মানুষ কি না করিতে পারে ? এখনও প্রেমিকের স্তূপীকৃত জাজ্বল্যমান প্রেমকীর্ত্তি সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখ প্রিয়তমে! পারস্য সম্রাট নওসেরোয়াঁর কন্যা মেহেরন্নেসার জন্য হামজা (রাজিঃ) সঙ্কীর্ণ, ঘোর অন্ধকারময় সুরঙ্গ পথে মুষিকবৎ গমন করিয়াছিলেন। জগৎবিখ্যাত অদ্বিতীয় দাতা হাতেম ঐন্দ্রজালিক সামের কন্যা জরিপোসের প্রেমে বিভোর হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া বৃক্ষশাখায় অধোমুখে দোদুল্যমান ছিলেন। ইত্যাদি কত শত প্রেম-কাহিনীর দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণাধিকে! এক্ষণে তোমার অভিলষিত ঈপ্সিত বিবাহ-পণ ব্যক্ত করিয়া অভাগার কৌতুহল নিবারণ কর ঈষৎ হাস্যে মুক্তা-বিনিন্দিত দন্তপংক্তি অর্দ্ধ বিকশিত করিয়া, সুন্দরী বিবাহ-পণ ব্যক্ত করিল। ১ম পণ—একটি ক্রীতদাসী ২য়—তিন সহস্র দিনার যৌতুকদান এবং ৩য়—মহাবীর হজরত আলীর প্রাণবধ। হজরত আলীর প্রাণবিনাশের কথা শ্রবণ মাত্র আবদুর রহমানের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিতে লাগিল, কি। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার হস্তে তরবারি থাকিতে সামান্য স্ত্রীলোক হইয়া বিশ্ববিজয়ী বীরচূড়ামণি মহাপুরুষ আলী মর্ত্তুজার জীবনবিনাশের সঙ্কল্প। তুমি জান না, আমি সেই পবিত্র পদ ধ্যান মানসে দারা, সুত, পরিজন-

ধর্মের মায়া, এমন কি, স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি ইমন প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারই পবিত্র শ্রীচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। ললনে! তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশীই আজ তোমাকে মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিল তুমি নিশ্চয় জানিও, অদ্যাবধি ধরাধামে এমন বীরপুরুষ কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই, যে ব্যক্তি মহাবীর হজরত আলীর জীবন বিনাশ ত দূরের কথা, শত্রুভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হয়। প্রাণাধিকে! ও কুসংকল্প ত্যাগ কর, বরং তোমার অভিলষিত ক্রীতদাসী ও তিন সহস্র দিনার এখনি গ্রহণ কর

আবদুর রহমানের ভর্ৎসনায় সুচতুরা কোতমা অবগুণ্ঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া, বঙ্কিম নয়ন-ভ্রূকুটি সহকারে কহিল, কি বীরপুঙ্গব আবদুর রহমান! এখনই না আপনি প্রেমের দায়ে জলন্ত হুতাশনে আত্মোৎসর্গ করিতেছিলেন, এখনই না আপনি জাজ্বল্যমান প্রেম-কাহিনী সকল স্তূপীকৃত করিয়া তদুপরি সম্পূর্ণ আত্মপ্রাধান্য দেখাইতেছিলেন? আর কৌশলে একজন অন্তঃপুরচারিণী অবলা সরলা রমণীর হৃদয়কন্দরস্থিত চির-পোষিত গুপ্ত প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। ধিক্ আপনাকে! শত ধিক আপনার বিশ্ব-বিজয়ী বীরনামে! এই বলিয়া রমণী গমনোদ্যত হইলে ব্যগ্র সহকারে কাতর বচনে আবদুর রহমান কহিল, বরাননে! এক্ষণে অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর কি কারণে তুমি ধার্ম্মিকপ্রবর মহাবীর হজরত আলীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া

তাঁহার বধসাধনে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ? সুন্দরী বীণাধ্বনিবৎ সুমধুর করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, জীবিতেশ্বর! আপনার প্রভু মহাবীর হজরত আলী আমার পিতা ও ভ্রাতাকে নহরয়ানের অন্যায় সমরে বধ করিয়া অভাগিনীকে নিঃসহায় নিরাশ্রয়া করিয়াছেন, সেই শোকে দুঃখে আমার অন্তর দ্বিধা হইয়া যাইতেছে; সংসারে আপনার বলিতে এমন কেহই নাই যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া অভাগিনীকে শান্তি প্রদান করে। এই বলিয়া পাপীয়সী অনুচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল আবদুর রহমান প্রাণপ্রতিমাকে রোদন করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া বলিতে লাগিল, হৃদয়েশ্বরি! তোমার দাসানুদাস আবদুর রহমান বর্ত্তমান থাকিতে কিছুতেই তোমার পিতৃহন্তার নিষ্কৃতি নাই সুন্দরি! চক্ষুজল সম্বরণ কর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, দেহে প্রাণ থাকিতে তোমার অভিলষিত প্রতিজ্ঞাপালনে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইব না কিন্তু চারুশীলে! এ কঠিন কার্য্য একাকী সমাধা করা দুরূহ; সুতরাং সাহায্য-কারীর নিতান্ত প্রয়োজন। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া রাক্ষসী কোৎমা কহিল, প্রাণেশ্বর! সাহায্যকারীর অভাব হইবে না, এখনই আপনাকে অমিততেজা অসীম সাহসী দুইজন বীরপুরুষ প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া পাপীয়সী দারদান ও শিশ নামক দুই ব্যক্তিকে হজরত আলীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ সাহায্যে আবদুর রহমানের সহিত প্রেরণ করিয়া বাহ্যিক ভক্তি-বিজড়িত করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, প্রাণবল্লভ! এক্ষণে

প্রতিজ্ঞা পালনে গমন করুন, আপনার শ্রীচরণাশ্রিত কিঙ্করী সুখ সম্মিলন আশায় তৃষিত চাতকিনীবৎ আশা পথ চাহিয়া রহিল ; আল্লাহ যেন অবিলম্বে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। অনন্তর নরাধম বিশ্বাসঘাতক আবদুর রহমান সাদরে প্রণয় প্রতিমার করপল্লব চুম্বন করতঃ আশ্রয়দাতা ধর্ম্মগুরুর জীবন-সংহার উদ্দেশ্যে সহচর সহ গমন করিল।

ধন্য রমণী! কে বলে তুমি অবলা ? এ নশ্বর ধরায় এমন কোনও কঠিন কার্য্য নাই, যাহা তোমার ইঙ্গিতে সমাধা না হয়। এই সুবিশাল ধরণী তোমার বাহ্যিক রূপে মুগ্ধ, তোমারই স্বর্গিত প্রেম-কুহকে প্রতারিত হইয়া কত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই কত শত ঐশী শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা তোমার প্রেম-কটাক্ষে মুগ্ধ ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরন্তর নরককূপে পতিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে ? হে পুরুষমর্দ্দিনী ললনে! বাস্তবিকই তুমি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত অধিশ্বরী! বিশ্বকর্ত্তা দয়াময় আল্লাহ তোমার প্রত্যেক অক্ষিপল্লব-সঞ্চালনে যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সসাগরা ধরণীর বৈদ্যুতিক শক্তিসমষ্টির সহিত তুলনীয় নহে। ধন্য বামাকুল! ধন্য তোমাদের লীলা-খেলা!

অচিরে ক্ষণভঙ্গুর দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ভক্ত-বৎসল মহাবীর আলী মর্ত্তুজা সাতিশয় চঞ্চল হইয়া এমামদ্বয়কে নিকট আহ্বান করতঃ স্নেহসূচক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন:

বৎসগণ! আজ রমজান মাসের কয় তারিখ? প্রত্যুত্তরে কুমারদ্বয় কহিলেন, পিতঃ! আজ আঠারই রমজান। ইহা শুনিয়া অন্যমনস্কভাবে নিজ শ্মশ্রু হস্তদ্বারা বিস্তার করতঃ শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, শীঘ্রই আমার ললাটস্থ রুধিধারায় এই শ্মশ্রুমণ্ডলী লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে আমাকে আর অধিক কাল এই মরজগতে থাকিতে হইবে না ইহা শুনিয়া এমামদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন তদ্দর্শনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলী (কঃ) কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এই নশ্বর ধরায় জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, ধার্য্য দিন সমাগত হইলে, সকলকেই এই অনিত্য সংসারমায়া ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিতে হইবে ইহাই আল্লাহর নিয়ম; কিন্তু আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি তোমাদের ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল, বাৎসল্য-স্নেহ-ডোর সংযোগে যেন আমার আত্মাকে আকর্ষণ করতঃ পরলোকগমনে বাধা প্রদান করিতেছে হায় রে অপত্যস্নেহ! তোমার কি মধুরতাময় আকর্ষিণী শক্তি! শত সহস্র যোজন দূরে থাকিলেও তোমার আকর্ষিণী শক্তি প্রভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়-তন্ত্রী বাৎসল্য-প্রেমে নাচিয়া উঠে। যখন যুদ্ধকালে শত্রুবেষ্টিত হইয়া জীবনের আশা থাকে না, সে সময়েও তোমার তাড়িত-সংযুক্ত আকর্ষিণী শক্তি প্রত্যেক চক্ষু-পল্লব সঞ্চালনে প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপে ও সেই ঘোর মহা সঙ্কটময় সময়েও ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল দিব্য মানস চক্ষে দেখিতে

পাওয়া যায়। ধন্য বিধাতা! ধন্য তোমার সৃষ্টি-কৌশল। মানব ত দূরের কথা, কীটাণুকীট হইতে হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত সকলেই বাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ। বৎস হাসেন হোসেন! তোমাদিগকে কিশোর বয়সে পিতৃহীন নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া চলিলাম, তজ্জন্য আক্ষেপ করিও না পরম কারুণিক জগৎপিতা আল্লাহ তোমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমরা মহা বিপদে পতিত হইলেও সেই মহানুভব অদ্বিতীয় দাতা বিশ্বপালক আল্লাহকে বিস্মৃত হইও না। ইহাই আমার শেষ বক্তব্য বৎসগণ! আর বৃথা ক্রন্দন করিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিও না, আজ আমি তোমাদের অতিথিমাত্র।

ক্রমে রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, আলী (কঃ) ততই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। উপাসনার সময় সমাগত হইলে, যথারীতি হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ যেমন মসজিদে গমনোদ্যত হইলেন, অমনি কতকগুলি হংস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। একজন ভৃত্য হংসগুলিকে প্রহার উদ্দেশ্যে তাড়া করিলে, আলী মর্ত্তুজা কহিলেন, উহাদিগকে প্রহার করিও না, উহারা কেবলমাত্র আমার বিয়োগ-জনিত দুঃখে চীৎকার করতঃ উহাদের মানসিক ভাব জ্ঞাপন করিতেছে! এখন যাই, মসজিদে গমন করিয়া, সেই সত্য সনাতন, অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করি। এই বলিয়া যেমন মসজিদ্-অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি পশ্চাদিক্ হইতে নরাধম পাষণ্ড দারদান হজরত আলীর শির

লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিল, কিন্তু দৈবদুর্বিপাক বশতঃ সে আঘাত মসজিদের ভিত্তিগাত্রে লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল; অমনি সঙ্গে সঙ্গে নরপিশাচ শিশ হজরতকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করতঃ বিফল মনোরথ হইলে, উভয় পাষণ্ড প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল কিন্তু হজরত আলী বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হইলেন না এবং কাহাকেও উক্ত ঘটনা সম্বন্ধীয় কোন কথা না বলিয়া, ঐকান্তিক মনে ভক্তিভরে সেই অদ্বিতীয় দাতা আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিস্তব্ধ নিশিথ সময়—সকলেই বিশ্রামদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাংসারিক শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে। দুরাচার আবদুর রহমান সামান্য কামিনী-কাঞ্চন লোভে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বিষ-সংযুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া আশ্রয়দাতা ধর্ম্মগুরুর প্রাণবধ উদ্দেশে ধীরপদবিক্ষেপে মসজিদমধ্যে প্রবেশ করতঃ হজরত আলী মর্ত্তুজার শির লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিল সেই আঘাতে বীরবরের ললাট দেশ হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মহাপুরুষ শোকব্যঞ্জক কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া "লাএলাহা ইল্লাল্লাহ" স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতঃ উপাসনা সমাধা করিবার মানসে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু শারীরিক অবসন্নতা প্রযুক্ত স্থির

থাকিতে না পারিয়া, মিম্বরোপরি পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় আল্লাহ! তোমারই অনুজ্ঞায় এ নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সন্দিগ্ধচিত্তে শিষ্যগণ ছুটিয়া মস্‌জিদ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভুর অবস্থা সন্দর্শন করতঃ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। এমামদ্বয় পিতৃ অবস্থা অবলোকন করিয়া মুর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শিষ্যগণ এমামদ্বয়ের চৈতন্য সম্পাদনার্থ যত্ন করিতে লাগিল। ভক্তপ্রবর এবনে সাযাদ হজরতকে কহিলেন, মহাত্মন! কোন্ নরাধম আপনাকে এরূপ সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার নাম ব্যক্ত করিয়া এ দাসানুদাস ও ভক্তমণ্ডলীকে কৃতার্থ করুন। দয়ার্দ্রচিত্ত আলী (কঃ) কহিলেন, বৎসগণ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আততায়ীর নাম প্রকাশের আবশ্যক নাই, প্রকৃত দোষী ব্যক্তি কখনও আত্ম গোপনে সমর্থ হইবে না।

প্রথমে হজরতকে রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া যে সমুদয় শিষ্য আততায়ীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা অনতিবিলম্বে বন্দী অবস্থায় প্রহরিবেষ্টিত হইয়া পাষণ্ড আবদুর রহমান ও দারদান হজরত সমীপে নীত হইলে, তিনি ক্ষীণস্বরে আবদুর রহমানকে বলিলেন, বৎস আবদুর রহমান! তোমাকে প্রাণাপেক্ষা যেমন স্নেহ করিতাম, তুমি তেমনি তাহার উপযুক্ত প্রতিদান দিলে বৎস! তুমি আমার বিশ্বস্ত শিষ্য হইয়া, যেরূপ

অমানুষিক গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিলে, তাহাতে তুমি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে—বলিতে বলিতে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া এমাম হাসেনের নিকট জল চাহিলে তিনি সুবাসিত সরবতের পেয়ালা পূর্ণ করিয়া পিতৃ সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আলি মর্ত্তুজা কহিলেন বৎস! ঐ সরবত অগ্রে আমার প্রিয় শিষ্য আবদুর রহমানকে পান করাও, যেহেতু সে আমাপেক্ষা অধিক তৃষ্ণার্ত্ত। পিতৃবাক্যে এমাম হাসেন আবদুর রহমানকে সরবত পান করিতে বলিলেন, কিন্তু নরাধম অপমান জ্ঞানে সরবতের পেয়ালা স্পর্শ করিল না। অতঃপর আলী (কঃ) সরবত পান করতঃ বলিতে লাগিলেন;—হতভাগ্য আবদুর রহমান! তুমি যদি অগ্রে সরবৎ পান করিতে, তাহা হইলে আমার সহিত প্রধান স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হইতে শুন প্রহরিগণ! আমি যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব, তোমরা ততদিন ইহাকে যত্নের সহিত রাখিবে ও যথারীতি আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিবে আমি দ্বিতীয় বন্দী দারদানকে মুক্তিপ্রদান করিলাম।

অনন্তর উপাসনার সময় সমাগত হইলে পিতৃ আদেশে এমাম হাসান, এমামতি করিয়া উপাসনা সমাধা করিলে পর আলী হয়দার বলিতে লাগিলেন, হে করুণাময় আল্লাহ! আমি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করি, একদিনের জন্যও তাহা হইতে বিরত হই নাই; তবে অদ্যকার উপাসনার জন্য বড়ই চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু দয়াময়, দয়া করিয়া আমার অন্তিম বাসনাও পূর্ণ

করিলে ! ধন্য তোমার মহিমা ! অন্তিম সময়ে তাঁহার নামাজের প্রতি ভক্তি দেখিয়া শিষ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অতঃপর এমামদ্বয় কর্তৃক হজরত আলী (কঃ) প্রাণাধিকা কন্যা ওম্মে কুলসুমের গৃহে নীত হইলে, পরিবারবর্গ সকলেই মহাপুরুষের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া শোকে দুঃখে হাহাকার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আলী মর্ত্তুজা বলিতে লাগিলেন, তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আল্লাহর অলঙ্ঘ্য বিধানে বাধ্য হইয়া তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু স্বর্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এ অনিত্য মায়াময় সংসার কাহারও চির বাসস্থান নহে, সকলকেই একদিন ইহা ত্যাগ করতঃ অনন্ত-ধামে গমন করিতে হইবে; কেবল দুই চারি দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। যাও অন্তপুরচারিণী ললনাগণ। বৃথা শোক দুঃখে কালক্ষেপ না করিয়া নিজ নিজ কক্ষে গমন করতঃ সেই পরম কারুণিক বিশ্বপাতার আরাধনায় নিযুক্ত হও, হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়া আসিবে তৎপরে জ্যেষ্ঠপুত্র এমাম হাসেনকে বলিলেন, আমি অন্তিম সময়ে তোমাকে কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। ভ্রমে কখনও পাপপথে পদার্পণ করিও না। অনিত্য সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া "পরকাল" বিস্মৃত হইও না। ঐকান্তিক ভক্তি সহ প্রকাশ্যে ও গোপনে বিশ্বপতির আরাধনা করিবে। নিরূপিত পঞ্চবার নামাজ পাঠ করিবে। বিচারকালে পক্ষপাতিত্ব করিবে না। আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও সদ্ব্যবহার

করিবে সর্ব্বদাই মুসলমানগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে। যখন সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক পরীক্ষা হেতু কঠিন বিপদে পতিত হইবে, তখন যেন দয়াময়কে ভুলিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না। তোমার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে ভক্তি ও স্নেহ করিবে। মোহাম্মদ হানিফার সহিত ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবে, যেহেতু কোন সময়ে তোমার স্ত্রীপুত্রগণ বিপদে পতিত হইলে দয়াময়ের আদেশে মোহাম্মদ হানিফ তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে সাবধান, আত্মীয় স্বজনবর্গের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। বৎস হাসেন! যে সমুদয় সদুপদেশ তোমাকে প্রদান করিলাম, তাহা যেন সংসারচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া বিস্মৃত হইও না। যাও বৎস! নিজ কক্ষে গমন করতঃ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর, আমি এক্ষণে একটু ভাল আছি, কোন ভয় নাই

মহাবীর হজরত আলীর পরলোক-গমন।

অমরের পুত্র ওমর বলিয়াছেন যে, আমি একুশে রমজান তারিখে মহাবীর আলী মর্ত্তুজার পার্শ্বে উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, হজরত! এক্ষণে আপনার ক্ষতস্থানের অবস্থা কিরূপ? তিনি বলিলেন, বৎস ওমর! আঘাতজনিত বেদনায় তত কাতর নহি, কিন্তু তরবারি-সংযুক্ত বিষে আমার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইতেছে। এই বলিয়া ক্ষতস্থানের বস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখাইলেন। আমি তাঁহার ক্ষতস্থান শুষ্কপ্রায় দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিলাম, হে করুণাময় আল্লাহ! এ যাত্রা আমার প্রভুকে রক্ষা করুন। হজরত বলিলেন, বৎস ওমর! বৃথা আশা করিও না, আমি এখন তোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আবার এক সময়ে স্বর্গলোকে সাক্ষাৎ হইবে। ইহা শুনিয়া অন্দরমহলে ওম্মে কুলছুম পিতৃশোকে অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে হজরত বলিলেন, প্রাণাধিকা উম্মে কুলসুম! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সকলকেই এ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। মা! আমি যাহা দর্শন করিতেছি, যদি তোমরা তাহা দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে কখনই শোকে এত কাতর হইয়া আমার জন্য রোদন করিতে না।

আমি ব্যগ্র সহকারে হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হজরত! আপনি কি দেখিতেছেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ওমর! তোমাদিগের চক্ষে সে দৃষ্টিশক্তি নাই, ঐ দেখ স্বর্গীয় দূতগণ প্রেরিত মহাপুরুষ সহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন! ঐ শুন, মহামান্য প্রেরিত পুরুষ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতেছেন! এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ হাসেনকে বলিলেন, প্রাণাধিক হাসেন! জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, আমি বিধাতার আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া, তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম অল্প দিবস পরে তোমাকেও এ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে যতদিন ধরাধামে জীবিত রহিবে, অপত্য-নির্ব্বিশেষে, প্রজা পালন করিও, আমি চলিলাম এই বলিয়া প্রফুল্লবদনে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহম্মদোর রাসুলুল্লাহ" উচ্চারণ করিতে করিতে পরিবারবর্গ ও ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ঐশ্বরিক-সিংহ মহাবীর ভক্তপ্রবর হজরত আলী মর্ত্তুজা ৬৫ বৎসর বয়সে অনন্তধামে গমন করিলেন তাঁহার বিয়োগজনিত শোক-দুঃখে অধীর হইয়া পরিবারবর্গ ও মোসলেমবৃন্দ হাহাকার-ধ্বনিতে সপ্ততল আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

আলী মর্ত্তুজার সমাধি।

হাফেজ আবদুল্লা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আলী মর্ত্তুজা প্রিয় পুত্র হজরত এমাম হাসেনকে গোপনে বলিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর আমার শবদেহ যথারীতি পরিষ্কার করতঃ জানাজা সমাধান্তে (বকফুল আস্‌রাফে) নজফ পর্ব্বতে লইয়া যাইবে এবং তথায় অনুসন্ধান করতঃ যেখানে শ্বেতবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাইবে, তাহারই নিম্নে যথারীতি সমাধিস্থ করিবে। পিতৃ-আদেশানুযায়ী এমামদ্বয় নির্জ্জন বকফুল আস্‌রাফে লোক-লোচনের অগোচরে মহাবীর হজরত আলীর শবদেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিলেন

সফিদ ফাহাল বলিয়াছেন, একদিন বোগদাদ অধিপতি জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় দাতা সম্রাট হারুণ অর-রসিদ মৃগয়ার্থে বহির্গত হইয়া শীকার অন্বেষণ করিতে করিতে বকফুল আসরফ প্রান্তরে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একস্থানে কতকগুলি মৃগ একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তদ্দর্শনে কতকগুলি কুকুর শীকার লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু কুকুর সকল, হরিণ আক্রমণ না করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় যোগদান করিল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বোগদাদাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; বোধ হয় এ স্থানে কোন মহাপুরুষের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই জন্যই এ স্থান হিংসা-বিবর্জ্জিত।

অনন্তর নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান মানসে জনৈক ভৃত্যকে নিকট-

বর্ত্তী লোকালয় হইতে একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী প্রাচীন লোককে ডাকিতে বলিলেন। প্রভুর আদেশানুযায়ী ভৃত্য জনৈক বৃদ্ধ সমভিব্যাহারে সম্রাট সমীপে উপনীত হইলে, বৃদ্ধ যথারীতি সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে পর, বোগদাদাধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনার নাম কি? এবং এস্থানে কোন সাধু পুরুষের সমাধি আছে কি না? প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কহিলেন, জাহাপনা! আমার নাম মোহাম্মদ, আমি সৈয়দ বংশীয়, আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, প্রপিতামহ সৈয়দ জাফর সাদেক রহমাতুল্লা আলায়হে এখানে সর্ব্বদাই আল্লাহর সন্নিধানে আমিরুল মুমেনিন, হজরত আলীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন এবং আরও শুনিয়াছি যে, এমাম বাকের (রাজিঃ) ও জয়নাল আবেদিন (রাজিঃ) এস্থানে জিয়ারত (ভক্তিভাবে দর্শন) করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই স্থানই হজরত আলীর সমাধি স্থান। এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সমাধি স্থান দর্শন করাইলেন। সম্রাট হারুণ-অর্-রসিদ সমাধির নিকটবর্ত্তী হইয়া ভক্তিভাবে জিয়ারত করিলেন, এবং পর বৎসর তথায় আগমন করতঃ মহাসমারোহে মাজার সরিফ নির্ম্মাণ করাইয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।